হুমায়ূন আহমেদ

স্বপ্ন ও অন্যান্য

মঞ্চ নাটক সমগ্র

দুনিয়ার পা ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ূন আহমেদ

স্বপ্ন ও অন্যান্য

(মঞ্চ নাটক সমগ্র)

সময় প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যশোহরে একবার নাটকের উপর একটি সেমিনার হল। সেমিনারের বিষয়বস্তু 'বাংলাদেশে মঞ্চনাটক ঃ সংকট ও সম্ভাবনা।" আমি সেই সেমিনারে নিমন্ত্রিত অতিথি। মূল প্রবন্ধ যিনি পাঠ করলেন, তিনি বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকে সংকট হিসেবে যে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করলেন তার একটি হচ্ছে — 'হুমায়ূন আহমেদ'। আমি মন খারাপ করে তাঁর বক্তব্য শুনলাম। তিনি যদি বলতেন, আমি নাটক লিখতে পারি না, যা লিখেছি সবই পা-ধোয়া পানি তাহলেও এতটা খারাপ লাগত না। আমি কেন মঞ্চনাটকে সংকট সৃষ্টি করব?

ঢাকায় একটি সেমিনার হল। খুব নামী-দামী বক্তারা সেখানে অংশ নিলেন। সেই সেমিনারে বলা হল, আমি টিভি নাটকে সংকট সৃষ্টি করেছি। অতি হালকা জিনিসে দর্শকদের অভ্যস্ত করে ফেলেছি বলে দর্শকরা এখন আর ভাল নাটক গ্রহণ করছে না।

এই অবস্থায় মঞ্চ নাটক সমগ্র বের করতে হলে দুঃসাহস লাগে। আমার তা নেই, তবে আমার প্রকাশকের আছে। সময় প্রকাশন-এর ফরিদ এই কাজটি করল। তাকে তার সাহসের জন্যে ধন্যবাদ।

হুমায়ূন আহমেদ
নিউ এলিফেন্ট রোড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঞ্চ নাটক সমগ্রে যে নাটকগুলো আছে

- স্বপ্ন
- অসময়
- ১৯৭১
- নৃপতি
- মহাপুরুষ
- স্মৃতিচিহ্ন (কিশোর নাটিকা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার প্রিয় বন্ধু অয়োময়ের লাঠিয়াল হানিফ (মোজাম্মেল হোসেন)। যিনি আমার কোন বই পড়েন না, কিন্তু নতুন বই প্রকাশিত হওয়ামাত্র গম্ভীর মুখে এক কপি নিয়ে যান। তাঁর একটি নিজস্ব আলমিরা আছে — বইটি সেই আলমিরায় ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দেন। সেই তালা-চাবি কোথায় থাকে তা তাঁর স্ত্রীও জানেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত।

রেল স্টেশনের এক প্রান্ত। কোন লোকজন নেই। বেঞ্চে ২৫/২৬ বছর বয়েসী এক তরুণীকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে বেশ কিছু মালপত্র। তরুণীটির মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঘড়ি দেখছে। শেয়াল ডাকছে। মেয়েটি চমকে উঠল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন যুবককে (৩০/৩৫) ঢুকতে দেখা গেল। যুবকটির কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। সে মেয়েটির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগারেট বের করে বলল,

ছেলে ঃ আপা! আপনার কাছে দেয়াশলাই আছে? সিগারেটটা ধরাব।

মেয়ে ঃ আমার কাছে দেয়াশলাই খুঁজছেন? এটা কোন্ দেশী ভদ্রতা? এর আগে কখনো দেখেছেন কোন ছেলে কোন মেয়ের কাছে সিগারেটের আগুন চাইছে?

ছেলে ঃ আগে দু'বার দেখেছি। প্রথমবারের ঘটনাটা আপনাকে বলি — শীতকাল, পোষমাসের মাঝামাঝি — আমি গিয়েছি আমার ছোটবোনের শ্বশুর বাড়িতে . . .

মেয়ে ঃ STOP.

[ছেলেটি থমকে গেল।]

মেয়ে ঃ Clear out. I say clear out.

ছেলে ঃ চলে যেতে বলছেন?

মেয়ে ঃ হ্যাঁ, চলে যেতে বলছি। আপনার টাইপ আমি খুব ভাল করে চিনি। একজন সুন্দরী তরুণীকে একা একা বসে থাকতে দেখে ভাব জমাতে এসেছেন।

ছেলে ঃ আপনি তো সুন্দরী না!

মেয়ে ঃ (হতভম্ব) আমি সুন্দরী না?

ছেলে ঃ জ্বি না। প্রচুর মেকাপ নিয়েছেন, তারপরেও পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে — আপনার গায়ের রঙ ময়লা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে ঃ আমার গায়ের রঙ ময়লা?

ছেলে ঃ জ্বি ময়লা। মেয়েদের আসল সৌন্দর্য তাদের গায়ের চামড়ায়। চামড়া শাদা মানে — রূপবতী কন্যা। আপনাকে একটা ঘটনা বলি — আমার এক চাচাতো ভাই আছে — এম. সোবাহান, বি. কম., এল. এল. বি.। ব্যবসা করে। সে বিয়ে করেছে। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল — কি সুন্দর বউ! কি সুন্দর বউ! দেখতে গেলাম — গিয়ে দেখি — গায়ের চামড়া দুধের মত শাদা। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি — ইঁদুরের মত মুখ।

মেয়ে ঃ কিসের মত মুখ?

ছেলে ঃ ইঁদুরের মত।

মেয়ে ঃ ইঁদুর?

ছেলে ঃ জ্বি। ইন্দুর মানে র‍্যাট। R -- A-- T -- Rat. মুখটা চোক্ষা, চোখ দু'টা পুতি পুতি। আবার দু'টা চোখ দু'দিকে তাকিয়ে থাকে — মানে বুঝলেন?

মেয়ে ঃ না।

ছেলে ঃ ট্যারা আর কি?

মেয়ে ঃ আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করছেন? আমার ধারণা — যে গল্পটা আপনি আমাকে বললেন, তার পুরোটাই বানানো — এ ফেব্রিকেটেড লাই। আপনার মনে নিশ্চয়ই কোন বদ উদ্দেশ্য আছে। কি চান আপনি?

ছেলে ঃ একটু আগুন চেয়েছিলাম। সিগারেটটা ধরাব।

মেয়ে ঃ আপনি বিদেয় হন। আমার ত্রিসীমানায় থাকবেন না — দয়া করে মনে রাখবেন, আমি পুতু পুতু ধরনের বঙ্গ ললনা না। আমি এগারো বছর ধরে বিদেশে আছি। আমি জানি নিজেকে কি করে ডিফেন্ড করতে হয়। আপনি যদি আমার পাঁচ গজের ভেতর আসেন তাহলে আমি এমন চিৎকার দেব যে এক মাইলের ভেতর যত লোকজন আছে সব ছুটে আসবে।

ছেলে ঃ মনে হচ্ছে আপনি বিদেশ থেকে জোরে চিৎকার দেয়া শিখে এসেছেন। দেখি একটা চিৎকার দিন তো — শুনি কত জোরে পারেন।

মেয়ে ঃ আপনার সেন্স অব হিউমার ভাল। আই এপ্রিসিয়েট ইট। এই নিন দেয়াশলাই। দয়া করে আমাকে বিরক্ত করবেন না। চলে যান। গুড নাইট।

ছেলে ঃ দেয়াশলাইটার জন্যে ধন্যবাদ। এটা আগে-ভাগে দিয়ে দিলে এত ঝামেলা হত না। লক্ষ্মী ছেলের মত চলে যেতাম। আপনি আমার একটা উপকার করেছেন। আমিও সামান্য উপকার করতে চাই। Agood turn for a good turn. আপনি যে বেঞ্চিটার উপর বসে আছেন সেই বেঞ্চিটা খারাপ।

AMARBOI.COM

মেয়ে ঃ খারাপ মানে?

ছেলে ঃ গত সপ্তাহে রাত এগারোটার দিকে আপনি যেখানে বসে আছেন ঠিক সেই জায়গায় এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে টাকা-পয়সা বিশেষ ছিল না। মাত্র এক হাজার দু'শ তেত্রিশ টাকা ছিল। এই সামান্য ক'টা টাকার জন্যে তাকে মার্ডার করা হল।

মেয়ে ঃ কি বললেন?

ছেলে ঃ পেটে ছুরি মারা হয়েছিল — সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু — 'Instantaneous death' — কোঁক করে একটা শব্দ হল — তারপর সব শেষ।

মেয়ে ঃ লোকটার বাড়ি কোথায়?

ছেলে ঃ কেউ জানে না। বললাম না সাথে সাথে মৃত্যু। কিছুই বলে যেতে পারে নি। লোকজন এসে দেখে শুধু ডেডবডি পড়ে আছে। মানিব্যাগ উধাও।

মেয়ে ঃ লোকটি কিছু বলে যেতে পারেনি। তাহলে আপনি কি করে বুঝলেন মানিব্যাগে এক হাজার দু'শ তেত্রিশ টাকা ছিল?

ছেলে ঃ (চুপ করে আছে)

মেয়ে ঃ কোঁক করে একটা শব্দ হল — তারপর সব শেষ — এটাই বা বুঝলেন কি করে?

ছেলে ঃ অনুমানে বলছি — তলপেটে ছুরি মারলে পাকস্থলী ফুটো হয়। পাকস্থলীর ভেতর বাতাস ভরা থাকে। এই জন্যে কোঁক করে শব্দ হয়।

মেয়ে ঃ Oh my God!

ছেলে ঃ আপনার কি ভয় লাগছে? ভয় অবশ্যি লাগারই কথা। জায়গাটা কেমন ফাঁকা দেখছেন না? মার্ডার হবার পর — লোকজন এদিকে থাকে না। আর চিৎকারের কথা বলছেন? চিৎকার করে আপনি যদি ভোকাল কর্ড ফাটিয়েও ফেলেন — একটা লোক বের হবে না।

মেয়ে ঃ আপনার ঝুলির ভেতর কি আছে জানতে পারি?

ছেলে ঃ তেমন কিছু না। খালি বলতে পারেন। তবে ছোটখাট একটা অস্ত্র আছে।

মেয়ে ঃ কি বললেন — অস্ত্র?

ছেলে ঃ জ্বি। দিনকাল খারাপ — এই জন্যে একটা ধারালো ছুরি রেখে দিয়েছি . . .

মেয়ে ঃ Oh my God! ভাই শুনুন! আপনাকে একটা কথা বলি — আমি একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট — নর্থ কেরোলীনায় থাকি — বাবার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে দেখতে এসেছি। খবর দিয়ে আসিনি, কাজেই কেউ আমাকে নিতেও আসে নি। একা একা রওনা হয়েছি। আমার সঙ্গে কিছুই নেই। অল্প কিছু ক্যাশটাকা আছে . . .

ছেলে ঃ আপনার বাবার কি হয়েছে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে ঃ ক্যানসার।

ছেলে ঃ ক্যানসার হলে খামাখা চিকিৎসা করে টাকা নষ্ট করার কোন মানে হয় না। একটা বাঁশ দিয়ে ঠাশ করে মাথায় বাড়ি দেন। যন্ত্রণা শেষ করে দেন।

মেয়ে ঃ আপনি এসব কি বলছেন?

ছেলে ঃ সত্যি কথা বলছি। আচ্ছা যাই . . .

[ছেলে রওনা হয়ে যাবে]

মেয়ে ঃ আপনি সত্যি চলে যাচ্ছেন? এই যে ভাই, শুনুন — [ছেলেটি যেদিকে চলে গেছে মেয়েটি তাকিয়ে আছে সেদিকে। বেচারি অসম্ভব ভয় পাচ্ছে। কুকুরের কান্নার শব্দ। মেয়েটি চমকে চমকে উঠছে —]

মেয়ে ঃ ওদিকে কেউ আছেন? কেউ কি আছেন?

[মেয়েটিকে পুরোপুরি চমকে দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে থেকে ছেলেটি দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে উপস্থিত।]

ছেলে ঃ নিন, চা নিন।

মেয়ে ঃ চা?

ছেলে ঃ হ্যাঁ, চা। আপনি মাইক্রোবায়োলজিস্ট — আপনি খুব ভালই জানেন ফুটন্ত পানিতে কোন জীবাণু নেই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে চা খেতে পারেন।

[মেয়েটি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এক চুমুক দিয়েছে।]

ছেলে ঃ অবশ্যি পথচারীকে খাবারের সঙ্গে ধুতরার বিষ মিশিয়ে অজ্ঞান করা নতুন কিছু না। অতি পুরাতন প্রক্রিয়া।

[মেয়েটি থু করে চা ফেলে দিল . . .]

চা খান। চায়ে কোন সমস্যা নেই। আপনাকে এতক্ষণ ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছি। আর করব না। আপনার ট্রেনের সময়ও হয়ে এসেছে। জারিয়া জানজাইল লাইনের গাড়ির খবর হয়েছে।

মেয়ে ঃ আপনি আমাকে এতক্ষণ ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিলেন?

ছেলে ঃ জ্বি।

মেয়ে ঃ কেন জানতে পারি? আমি কি করেছি? **What have I done wrong?**

ছেলে ঃ বলছি। আপনার পাশে বসি? বসে বসে বলি?

[ছেলেটি বসতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।]

ঃ আপনি উঠে দাঁড়ালেন কেন?

মেয়ে ঃ অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি। পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে, এই জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। এখন আপনি বলুন, একটি মেয়েকে আপনি কেন অকারণে ভয় দেখাতে চাচ্ছেন?

ছেলে ঃ মোটেই অকারণে নয়। মন দিয়ে শুনুন। আপনার ট্রেন এসে থামল। ছোট্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেশন। ট্রেন বেশীক্ষণ থামে না। আপনার সঙ্গে একগাদা জিনিস। আপনি ট্রেনের জানালা দিয়ে গলা বের করে — 'কুলি', 'কুলি' বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

মেয়ে ঃ 'কুলি' বলে চিৎকার করা কি অপরাধ?

ছেলে ঃ না, অপরাধ না। আপনার পায়ের ঝিঁঝি কি কমেছে? কমলে বসুন।

মেয়ে ঃ আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। কথা শেষ করুন —

ছেলে ঃ আপনি যখন কুলি কুলি বলে চেঁচাচ্ছিলেন আমি তখন আপনার কামরার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। আমি আপনার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম। আপনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন — এই, তুমি আমার জিনিসগুলি নামিয়ে দাও — বখশিশ পাবে।

মেয়ে ঃ ও আচ্ছা, আপনিই সেই লোক?

ছেলে ঃ হ্যাঁ, আমিই সেই লোক। আপনি আমাকে বখশিশও দিয়েছিলেন — চকচকে কুড়ি টাকার একটা নোট। ঐ কুড়ি টাকা দিয়ে আমি সাতটা বেনসন কিনলাম।

মেয়ে ঃ বেনসন মানে? বেনসন কি?

ছেলে ঃ বেনসন হচ্ছে বিদেশী সিগারেট — বেনসন এন্ড হেজেস। আদর করে আমরা ডাকি — "বেনসন"।

মেয়ে ঃ আমি আপনাকে কুলি ভেবে ভুল করেছি। তাতেই কি আপনি রাগ করেছেন? এতে রাগ করার কি আছে? একটি অসহায় মেয়েকে আপনি সাহায্য করেছেন — ব্যাপারটা সেভাবে দেখলে কেমন হয়?

ছেলে ঃ খুব ভাল হয়। আমি সেই ভাবেই দেখেছি। এবং ঠিক করে রেখেছি — মেয়েটিকে ট্রেনে উঠার সময়ও সাহায্য করব। তাই ভেবে আপনার কাছে আসলাম। আশ্চর্য, আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটি আপনার জিনিশপত্র নামিয়ে দিল, যাকে আপনি কুড়ি টাকা বখশিশ দিলেন তাকে দু' মিনিট পরেই আপনি চিনতে পারছেন না — এর মানে কি জানেন? এর মানে আপনি কখনো আমার দিকে তাকান নি। অথচ আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবছিলাম — এই অসম্ভব রূপবতী মেয়েটি একা একা কোথায় যাচ্ছে?

[মেয়েটি ছেলেটির পাশে বসল।]

মেয়ে ঃ অন্ধকার ছিল — আমি আপনাকে দেখতে পাই নি।

ছেলে ঃ অন্ধকার তো আমার জন্যেও ছিল। আমি তো আপনাকে দেখতে পেয়েছিলাম।

মেয়ে ঃ আমি দুঃখিত — সরি। এক্সট্রিমলী সরি। কুড়িটা টাকা আপনি আমাকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরত দিয়ে দিন।

ছেলে ঃ টাকা কোথায় পাব — বললাম না সাতটা সিগারেট কিনে ফেলেছি। তার মধ্যে দুটো শেষ, এখন ফেরত নিতে হলে আপনাকে ৫টা বেনসন নিতে হবে — নেবেন?

মেয়ে ঃ আপনি মানুষটা বেশ মজার। আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি কি করেন জানতে পারি?

ছেলে ঃ আপনি অনুমান করেন তো আমি কি করি?

মেয়ে ঃ আপনি আর যাই করেন মানুষ খুন করে বেড়ান না — এই সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

ছেলে ঃ এত নিশ্চিত হলেন কিভাবে?

মেয়ে ঃ খুনীদের চেহারা এরকম হয় না।

ছেলে ঃ একটু আগে, যখন আপনি আমাকে একটা ভয়াবহ খুনী ভেবে আতংকে অস্থির হয়ে ছিলেন তখন আমার যে চেহারা ছিল এখনো তাই আছে।

মেয়ে ঃ আচ্ছা, আপনি এত তর্ক করছেন কেন? তর্ক বাদ দিয়ে আসুন তো আমরা গল্প করি। আমি আমার যাবতীয় আচার-আচরণের জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি — আমার কাছে ভাল পেস্ট্রি আছে। আপনি কি খাবেন?

ছেলে ঃ অবশ্যই খাব। আপনার এই সব স্যুটকেস নামাতে গিয়ে শরীরের সব ক্যালোরি শেষ। দেখতে ছোট কিন্তু একেকটার ওজন দু' টনের কাছাকাছি। আচ্ছা, আপনি স্যুটকেসে করে কি আনছেন? লোহা না পাথর?

[মেয়েটি একটি স্যুটকেস খুলে খাবারের প্যাকেট বের করতে করতে বলবে —]

মেয়ে ঃ আপনি কি সব সময় রসিকতা করেন?

ছেলে ঃ সব সময় করি না। যখন প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতর হয়ে থাকি তখন রসিকতা করি — এই দেশের মানুষ সবাই তাই করে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। গানের ব্যাপারটা আপনাকে বলি — আপনি মজা পাবেন।

এই দেশের মানুষগুলি ক্ষুধা ভুলে থাকার জন্যে গান গায়। গ্রাম্য গাতকদের আপনি বাসায় ডেকে এনে ভরপেট খাইয়ে দেন — এরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পাটি পেতে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে থাকবে।

আর আপনি যদি এদের সারাদিন না খাইয়ে রেখে নৌকায় তুলে দিয়ে বলেন হাওর পাড়ি দিতে — এরা সঙ্গে সঙ্গে গান ধরবে —

(গান)

হলুদিয়া পাখি, সোনারও বরণ
পাখিটি ছাড়িল কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে ঃ (মুগ্ধ গলায়) আপনার তো অদ্ভুত গানের গলা।

ছেলে ঃ আমার গানের গলা মোটেই অদ্ভুত না। পরিবেশ খানিকটা অদ্ভুত হয়েছে বলে আপনার ভাল লাগছে। আমাদের দেশের মানুষ হচ্ছে গিরগিটির মত। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বদলে যায়।

আকাশ যখন নীল থাকে তখন মানুষগুলি এক রকম। যখন নীল আকাশে কিছু শাদা মেঘ দেখা গেল তখন এক রকম। আর যদি কালো মেঘ করে তাহলে তো কথাই নেই। কি আনন্দ ! কি আনন্দ ! বর্ষা ! বর্ষা !

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।

ছেলে ঃ আচ্ছা, বর্ষা আপনার কেমন লাগে?

মেয়ে ঃ বর্ষা? কি আশ্চর্য কথা — বর্ষা ভাল লাগবে না? বর্ষা হল বর্ষা —

ছেলে ঃ বর্ষার গান জানেন?

মেয়ে ঃ অবশ্যই জানি। বর্ষার গান জানব না মানে ?

(গান)

এসো কর স্নান নব ধারা জলে
এসো নীপ বনে ছায়াবীথি তলে .

কি, সুর হয়েছে?

ছেলে ঃ অবশ্যই হয়েছে। বর্ষার গানের ব্যাপারে এই দেশের মেয়ে কখনো ভুল করেছে? আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো এই গান গাইতে গাইতে আপনার কি ইচ্ছা করছিল না কোন একজন প্রিয়জনের হাত ধরে বৃষ্টিতে ভিজতে?

মেয়ে ঃ হ্যাঁ করছিল।

ছেলে ঃ দেখলেন আমরা কত অদ্ভুত মানুষ? বর্ষা কি কোন চমৎকার ঋতু? প্যাঁচ প্যাঁচ কাদা, চারদিক স্যাঁৎ স্যাতে, এখানে-ওখানে পানি জমেছে — সূর্যের দেখা নেই — অথচ কি আনন্দ আমাদের মনে — হত দরিদ্র কেরাণী ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বলছে — ওগো, কি বাদলা নেমেছে দেখেছো? — একটু খিচুড়ি কর না, খাই . . .।

মেয়ে ঃ আপনি এরকম করে বলবেন না তো — আমার চোখে পানি এসে গেছে।

ছেলে ঃ দেখি, আমার দিকে তাকান — সত্যি সত্যি পানি এসেছে কি-না দেখি — হ্যাঁ এসেছে — আপনি হচ্ছেন একশ' ভাগ এ দেশের মেয়ে। পৃথিবীর সবচে' দরিদ্র দেশের সন্তান —। এটা ভেবে কি আপনার মন খারাপ হয়?

মেয়ে ঃ হ্যাঁ হয়। খুবই হয়। একবার জাপান গিয়ে আমার খুব মন খারাপ হল — আমি অবাক হয়ে দেখলাম জাপানিদের সঙ্গে আমাদের কি অদ্ভুত মিল! ওরা সাইজে ছোটখাট, আমরাও ছোটখাট। ওরা ভাত-মাছ খায়। আমরাও ভাত-মাছ খাই। ওদের জনসংখ্যা বেশি, আবাদী জমি কম। আমাদেরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনসংখ্যা বেশি, আবাদী জমি কম। ওদের মিনারেলস নেই, আমাদেরও নেই। ওরা সমুদ্র দিয়ে ঘেরা, আমাদেরও দক্ষিণে সমুদ্র। ওরা বুদ্ধিমান, আমরাও বুদ্ধিমান। অথচ ওরা আজ কোথায় আর আমরা কোথায়?

ছেলে ঃ কেন এরকম হল তা ভেবেছেন?

মেয়ে ঃ আমরা পরিশ্রমী না।

ছেলে ঃ কে বলল, আমরা পরিশ্রমী না? আমাদের একজন চাষী — সূর্য উঠার আগে ক্ষেতে কাজ করতে যায়। ফেরে সন্ধ্যায়। সেই পরিশ্রম অমানুষিক পরিশ্রম।

মেয়ে ঃ তাহলে এই অবস্থা কেন?

ছেলে ঃ আমাদের এই অবস্থা কারণ জন্মসূত্রে আমরা এক ধরনের পাগলামী নিয়ে এসেছি —

> "অর্থ নয়, নীতি নয়, স্বচ্ছলতা নয়। আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে খেলা করে। আমাদের ক্লান্ত ক্লান্ত করে।"

মেয়ে ঃ আমারো তাই মনে হয়। জাতি হিসেবে আমরা খুব অদ্ভুত।

ছেলে ঃ অদ্ভুত তো বটেই। পেটে ভাত নেই, পরনে নেই কাপড়। তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই — ঘরে বসে আছে। যেই বাংলা ভাষা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল — ধর ধর মার মার শুরু হয়ে গেল। আমাদের পুরো দেশটা বৃষ্টির পানিতে যেমন ভেজা তেমনি রক্তেও ভেজা। পৃথিবীতে এমন জায়গা পাবেন না — যার প্রতিটি ধূলিকণা মা'র চোখের জলে ভেজা — তাজা রক্তে রাঙানো . . .

AMARBOI.COM

মেয়ে ঃ আপনি কে — আপনি কি করেন তা-কি জানতে পারি —?

ছেলে ঃ আমি এই দেশের সামান্য একজন কবি। হতদরিদ্র। অল্প কিছু টাকা-পয়সা যখন হয় ঘুরতে বের হই। বেশি দূরে যাবার সামর্থ নেই, আশেপাশেই যাই —। এখানে এসেছিলাম বলে আপনার সঙ্গে দেখা হল। দু'জন একসঙ্গে চমৎকার কিছু সময় কাটালাম।

মেয়ে ঃ আপনি কি আমার সঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে যাবেন? যদি যান আমি কি যে খুশি হব আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। যাবেন? প্লীজ, প্লীজ . . .।

ছেলে ঃ না। কিছুক্ষণের পরিচয়ের আলাদা আনন্দ আছে। আসুন, সেই আনন্দ নিয়ে দু'জন দু'দিকে চলে যাই।

মেয়ে ঃ সত্যি চলে যাবেন?

ছেলে ঃ হ্যাঁ, সত্যি চলে যাব। আপনি স্টেশনের ওয়েটিংরুমে চলে যান —

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশের অবস্থা ভাল না — বৃষ্টি নামবে।

মেয়ে ঃ নামুক। আমি বৃষ্টিতে ভিজব। আচ্ছা শুনুন — May I hold your hand for a minute?

ছেলে ঃ অফকোর্স, You can.

[মেয়েটি ছেলেটির হাত ধরল।
আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।]

যাই — ভাল থাকুন।

[বৃষ্টি নেমেছে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম দৃশ্য

অন্ধকার স্টেজ হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠলো। বুড়ো মত এক ভদ্রলোক আসাদ সাহেব, ঢুকবেন। তাঁকে মনে হচ্ছে উল্লসিত।

আসাদ ঃ রানু রানু। রানু মা।

(রানু নেপথ্য থেকে বলবে —)

রানু ঃ বড় চাচা আমি এখন আসতে পারব না। কাজ করছি।

আসাদ ঃ আয় মা খুব দরকারী কথা। ভেরী ভেরী ইম্পর্টেন্ট।

(রানু ঢুকবে)

রানু ঃ বল কি কথা। অল্প কথায় বলবে।

আসাদ ঃ বস এখানে। ফরিদ আছে ঘরে?

রানু ঃ জানি না আছে কিনা। আমি তার সঙ্গে কথা বলি না।

আসাদ ঃ ফরিদ। ফরিদ। ফরিদউদ্দিন।

(ফরিদ ঢুকবে)

আছিস কেমন?

ফরিদ ঃ ভাল!

আসাদ ঃ কোথাও যাচ্ছিস নাকি?

ফরিদ ঃ তুমি কি বলতে চাও বল। বাড়তি কথা কেন শুধু শুধু জিজ্ঞেস করছ?

আসাদ ঃ বস এখানে। বলছি। খুব জরুরী কথা। ভেরী ইম্পর্টেন্ট এন্ড ভেরী সিগনিফিকেন্ট। তোর মাকে ডাক।

ফরিদ ঃ বড় চাচা, আমি ডাকতে পারব না। তুমি ডাক। ডাকাডাকির মধ্যে আমি নেই।

আসাদ ঃ পারুল, পারুল

(তিনি রানুকে বসাবেন হাত ধরে। পারুল আসবেন।)

পারুল তোমাদের সঙ্গে আমার কথা আছে। বস এখানে। খুব জরুরী কথা। রহমত। রহমত মিয়া।

(আট ন' বছরের একটা কাজের ছেলে ঢুকবে)

রহমত বস। কথা আছে। জরুরী কথা।

(রহমত রানুর পাশে বসতে যাবে।)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানু ঃ রহমত, বসতে হবে না। দাঁড়িয়ে থাক। বুদ্ধিশুদ্ধি দেখ না। আমার কোলে এসে বসে পড়ছে। দেব এক চড়।

(মা কানে ধরে হিড় হিড় করে টেনে একটু দূরে নিয়ে বসিয়ে দেবেন।)

আসাদ ঃ আকবরের মা। আকবরের মা।

(আকবরের মা দু'টি এলুমিনিয়ামের হাড়ি নিয়ে ঢুকবে।)

আকবরের মা ঃ আম্মা, বাসন ধমু কি দিয়া? এক ফোটা পানি নাই। বাতাস দিয়া বাসন ধমু?

মা ঃ রাস্তার কল থেকে পানি নিয়ে আস। পানি না থাকলে পানি নিয়ে আসবে। এত কিসের ভ্যাজর ভ্যাজর?

আকবরের মা ঃ না গো মা। এইটা পারতাম না। ঝিয়ের কাম করি বইল্লা লজ্জা-শরম নাই? বেটাছেলেগো সাথে ঠেলাঠেলি কইরা পানি আনমু। আমারে দিয়া অইত না। অন্য লোক রাখেন . . .

(চলে যেতে ধরবে)

আসাদ ঃ আকবরের মা।

আকবরের মা ঃ কি কন?

আসাদ ঃ বস এখানে।

আকবরের মা ঃ ক্যান?

আসাদ ঃ বসতে বলছি বস। কথা আছে। জরুরী কথা

আকবরের মা ঃ এইখানে বইয়া থাকলে আমার কামডি করব কে? আমার আরো তিনটা বাড়িত যাওন লাগবো। ঘরে নাই এক ফোঁটা পানি।

আসাদ ঃ (উঁচু গলায়) চুপ করে বস।

আকবরের মা ঃ আমার সাথে চিল্লুর দিয়া কথা কইয়েন না। আমি চিল্লুইরের ধার ধারি না। চিল্লুইরে কাম অয় না। (আকবরের মা চলে যাবে)

মা ঃ কত বড় দুঃসাহস। এ্যাই আকবরের মা।

(মাও চলে যেতে ধরবেন।)

আসাদ ঃ পাবুল তুমি বস।

রানু ঃ যা বলতে চান তাড়াতাড়ি বলে ঝামেলা শেষ করেন। আমাকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে। অলরেডি লেট। (হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) সর্বনাশ এগারোটা দশ বাজে।

আসাদ ঃ (গম্ভীর গলায়) আজ কত তারিখ?

রানু ঃ আজ কত তারিখ এটা জানার জন্যেই কি আমাদের এতক্ষণ বসিয়ে রাখলেন? হাউ সিলি।

আসাদ ঃ ফরিদ, আজ কত তারিখ?

(ফরিদ টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজ টেনে নেবে)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদ ঃ আজ হচ্ছে ২৯শে এপ্রিল ঃ ১৯৮৫, ৮ই শাবান ১৪০৫, ১৬ই বৈশাখ ১৩৯২
(রানু খিল খিল করে হেসে উঠবে)

আসাদ ঃ ফরিদ ঠিকই বলেছে এর মধ্যে হাসির কিছু নেইতো। হাসছিস কেন?

মা ঃ ভাই সাহেব আপনি কি বলবেন বলেন। আমার কাজ আছে।

আসাদ ঃ আজ ১৬ই বৈশাখ আজ আমার জন্মদিন।

রানু ঃ হ্যাপি বার্থডে টু য়্যু। হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার বড় চাচা। হ্যাপি বার্থ ডে টু য়্যু।
(এটি সে বলবে সুর করে। এবং শেষ হওয়া মাত্র হাততালি দেবে। তাকে হাততালি দিতে দেখে রহমত হাততালি দিয়ে উঠবে। মা একটা চড় বসাবেন।)

মা ঃ সব কিছুতে ফাজলামী। লঘু গুরু জ্ঞান নাই। (এটা বলা হবে রহমতকে)

আসাদ ঃ পারুল আমি কথাটা বলে শেষ করে নেই। (কাশবেন) সবাই শোন। আমার বয়স এখন ৬৩। জীবন প্রায় শেষ করে আনলাম। আর অল্প কিছুদিন বাঁচব। আমি ঠিক করেছি বাকি ক'টা দিন আমি অন্যভাবে বাঁচব। আজ জন্মদিন থেকেই হবে শুভ সূচনা।

ফরিদ ঃ কি ভাবে?

আসাদ ঃ কোন মিথ্যা কথা বলব না। কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করব না। সাধু-সন্ন্যাসীরা যে রকম জীবন যাপন করেছেন। সে রকম জীবন যাপন করব।

ফরিদ ঃ তাহলে তো আপনাকে ন্যেংটি পরে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে বসে থাকতে হয়।

আসাদ ঃ সংসারে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। পাহাড়ে যাওয়া এখন আর সম্ভব না। যেতে পারলে ভালই হত। তা আর পারলাম না।

মা ঃ ভাই সাহেব, আপনি কি আরো কিছু বলবেন? আমার কাজ আছে।

আসাদ ঃ হ্যাঁ বলব। এখন থেকে আমি চাই তোমরা সবাই আমার সঙ্গে সত্যি কথা বলবে।

রানু ঃ তুমি সত্যি কথা বলার ডিসিসন নিয়েছ তুমি বলবে। আমরাতো সে রকম কোন ডিসিসন নেইনি। আমাদের বয়স যখন ৬৩ হবে তখন আমরাও সত্যি কথা বলব। সাধু-সন্ন্যাসী হব।

আসাদ ঃ আমি অনেক সময় চক্ষুলজ্জার জন্যেও তোমাদের অনেক কিছু বলতে পারি নি। যার জন্যে তোমরা ছোট খাট অন্যায় করেছ। এখন আমি চক্ষুলজ্জা রাখব না। এতে তোমাদের লাভ হবে তোমরা অন্যায় কম করবে।

ফরিদ ঃ আমরা যে সব অন্যায় করেছি তার দু'একটা উদাহরণ দিতে পারেন?

আসাদ ঃ পারি। যেমন ধর গত পর্শু। তোমার মামা এসেছে। তোমার মা তোমাকে বললো ঘরটা ছেড়ে দিতে। তুমি রাজি হলে না। তুমি বললে — বড় চাচাকে তার ঘর ছাড়তে বল। সে ড্রয়িংরুমে দুই রাত ঘুমালে কিছু হবে না। এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক না। এটা অন্যায়। আমি একজন বয়োজষ্ঠ্য ব্যক্তি। আরো শুনতে চাও?

ফরিদ ঃ না।

রানু ঃ না।

আসাদ ঃ পারুল তোমার অন্যায়গুলি প্রথমে বলি। একটা শুধু বলব। এ থেকেই বুঝতে পারবে। তোমার ছেলেমেয়ে বা স্বামী যখন আসে তুমি ঠাণ্ডা তরকারী গরম করে এনে দাও। আমার বেলা যা আছে তাই। তরকারী গরম করার বাড়তি পরিশ্রমটুকু করতে চাও না। এটা অন্যায়।

ফরিদ ঃ আপনি সাধু-সন্ন্যাসী হতে চাচ্ছেন। সাধু সন্ন্যাসীরা এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না।

রানু ঃ ওদের ঠাণ্ডা তরকারী দিলে ওরা ঠাণ্ডা তরকারী দিয়েই সোনামুখ করে ভাত খায়।

আসাদ ঃ ব্যাপারটা খুবই ক্ষুদ্র কিন্তু আমি আজ থেকে আমার চারপাশে কোন ক্ষুদ্র ব্যাপার দেখতে চাই না। আমাদের সবাইকে ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। জীবনের শেষ কয়েকটা দিন মানুষের মত বাঁচতে চাই।

মা ঃ আপনার চক্ষুলজ্জা থাকলে ছেলেমেয়েদের সামনে আপনি এই কথাটা বলতেন না। আপনার তরকারী গরম করা ছাড়াও এই সংসারে আমার আরো কাজ আছে। তা ছাড়া আমি সাধ্যমত আপনার যত্ন করতে চেষ্টা করি। দু'একদিন হয়ত সম্ভব হয় নাই।

আসাদ ঃ দু'একদিন না পারুল, আমি গত একমাস ধরে ঠাণ্ডা কড়কড়া ভাত খাচ্ছি।

মা ঃ খান কেন কড়কড়া ভাত। সবাই যখন খেতে বসে তখন আপনিও কেন খেতে বসেন না? খেতে আসবেন এগারোটার সময় তারপর চাকর-বাকরের সামনে আমাকে অপদস্ত করবেন। আশ্চর্য!

(মা উঠে চলে যাবেন)

আসাদ ঃ ফরিদ তুমি কি আরো কিছু শুনতে চাও?

(ফরিদ জবাব না দিয়ে উঠে চলে যাবে)

রানু ঃ চাচা, ভাইয়াকে তো তুমি তুই তুই করে বলতে এখন তুমি তুমি করছ কেন?

আসাদ ঃ আমি ঠিক করেছি। আজ থেকে কাউকেই তুই বলব না।

রানু ঃ খুব ভাল কথা। (রহমতকে) এই, তুই বসে আছিস কেন? এক চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব যা ভেতরে যা।

আসাদ ঃ এটাতো ঠিক হলো না। তাকে বসে থাকতে বলা হয়েছিলো বলেই সে বসেছিলো। চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেবার এখানে প্রশ্নই আসে না।

রানু ঃ সরি। মনে হয় এটা অন্যায় হয়েছে। আমি এখন কি করব? পায়ে ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাফ চাব?

আসাদ ঃ তুই কি করবি না করবি সেটা তোর ব্যাপার। আমি কোন উপদেশ দেব না। আমি কোন অন্যায় হলে সেদিকে ইশারা করব।

রানু ঃ যা ইচ্ছা কর।

(উঠে চলে যাবে)

আসাদ ঃ রানু রানু!

(রানু এসে ঢুকবে)

আমি যা করছি তা প্রথমে খুব হাস্যকর মনে হলেও তুই যদি . . .

রানু ঃ আমাকে তুই তুই করে বলছেন কেন? ভাইয়াকে তুমি তুমি করে বললে আমাকেও তুমি তুমি করে বলতে হবে। **equal rights** ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে কোন ভেদাভেদ রাখা উচিত না।

(রানু চলে যাবে)

আসাদ ঃ রানু রানু

(কেউ আসবে না)

ফরিদ। ফরিদ।

(বৃদ্ধ একা একা দাঁড়িয়ে থাকবেন। আলো কমে আসতে শুরু করবে। বৃদ্ধ নিজের মনে বলবেন —)

বৃদ্ধ ঃ আজ ১৬ই বৈশাখ ১৩৯২। আজ থেকে আমি কারো উপর রাগ করব না। কোন ক্ষুদ্র ব্যাপারকে প্রশ্রয় দেব না। কখনো মিথ্যা বলব না। আজ ১৬ই বৈশাখ ১৩৯২। আজ থেকে আমি কারো উপর রাগ করব না। কেন ক্ষুদ্র ব্যাপারকে প্রশ্রয় দেব না। কখনো মিথ্যা বলব না। আজ ১৬ই বৈশাখ . . .

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বাবা বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। বড় চাচা ভেতর থেকে ঢুকবেন। তার হাতে ছাতি।)

বাবা ঃ ভাইজান আপনি কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি?

আসাদ ঃ হুঁ। বুঝলে করিম আমি ঠিক করেছি আজ সারাদিন হাঁটব। কি চমৎকার একটা সকাল।

বাবা ঃ চমৎকার কোথায় দেখলেন? বৃষ্টি হচ্ছে। প্যাঁচ প্যাঁচ কাদা ।

আসাদ ঃ তবুও তো সুন্দর। ছাতা মাথায় হাঁটতে অদ্ভুত লাগবে।

বাবা ঃ ভাইজান আপনি একটু বসুন। কথা বলি আপনার সঙ্গে।

আসাদ ঃ কি নিয়ে কথা বলবি?

বাবা ঃ সত্য কথা বলার যে ঝোঁক চেপেছে সেই নিয়ে। ব্যাপারটা কি বলেন তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ ঃ সত্যি কথাটা কি অপরাধ?

বাবা ঃ না অপরাধ হবে কেন। এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা শুধু চোখে লাগে।

আসাদ ঃ আসল ব্যাপারটা কি জানিস নিজেকে আমি পুরোপুরি বদলে ফেলতে চাচ্ছি। আমি এখন একটা নতুন মানুষ।

বাবা ঃ কি রকম?

আসাদ ঃ আমরা অনেক সময় মনের মধ্যে গোপন ইচ্ছা পুষে রাখি। চক্ষুলজ্জায় সে ইচ্ছার কথা কাউকে বলি না। এইসব চক্ষুলজ্জা এখন কাটিয়ে উঠেছি। যেমন ধর আমার খুব শখ ছিলো গান শিখার। চক্ষুলজ্জায় কাউকে বলতে পারি নি।

বাবা ঃ এখন আপনি গান শিখবেন?

আসাদ ঃ হ্যাঁ একজন ওস্তাদ ঠিক করেছি। তিনি সপ্তাহে একদিন আসবেন। মনের মধ্যে কোন গোপন ইচ্ছা পুষে রাখা ঠিক না। যাই।

(উঠে দাঁড়াবেন)

বাবা ঃ ছাতা নিয়ে যান বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে।

আসাদ ঃ হোক। বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা হচ্ছে — এসো করো স্নান নব ধারা জলে এসো নীপবনে ছায়া বীথি তলে।

(বাবা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবেন। উঠে ভেতরে চলে যাবেন।)

(খালি গায়ে একটা সার্ট হাতে ঢুকবে ফরিদ। সার্ট পরে পকেটে হাত দিয়ে চমকে উঠবে।)

ফরিদ ঃ রহমত, রহমত!

(রহমত ঢুকবে)

রহমত ঃ কি বড় ভাই।

ফরিদ ঃ আমার পকেট থেকে টাকা নিয়েছিস।

রহমত ঃ জ্বি না।

ফরিদ ঃ নিস নাই?

রহমত ঃ জ্বি না।

(কাছে এগিয়ে এসে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেবে।)

ফরিদ ঃ আমার সাথে মামদোবাজি। টাকা বের কর। এক্ষুণি বের কর।

(ফরিদ রহমতের চুলের মুঠি ধরবে)

(চাচা কাক ভেজা হয়ে ঢুকবেন)

চাচা ঃ কি হয়েছে রে ফরিদ।

ফরিদ ঃ দশ টাকার একটা নোট ছিল পকেটে হারামজাদা সরিয়ে ফেলেছে।

চাচা ঃ সরাবার সময় দেখেছিস?

ফরিদ ঃ না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাচা ঃ তাহলে বুঝলি কি করে এই নিয়েছে।

ফরিদ ঃ এ ছাড়া আর নিবে কে বল? টাকা নেয়ার মানুষ ঘরে আর কে আছে। রানু নিশ্চয়ই নেয় নাই।

চাচা ঃ হয়ত পড়ে গেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করতে গিয়ে পড়ে গেছে।

ফরিদ ঃ রুমাল আমার নাই।

চাচা ঃ তাহলে হয়তো অন্য কোনভাবে পড়েছে। সিগারেটের প্যাকেট বের করবার সময় পড়ে গেছে। শুধুমাত্র সন্দেহের উপর নির্ভর করে কিছু করা যায় না। ওর চুল ছেড়ে দে। (ফরিদ চুল ছেড়ে দেবে।)

(চাচা মানি ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করবেন।)

চাচা ঃ নে রাখ।

ফরিদ ঃ লাগবে না।

চাচা ঃ লাগবে না কেন রেখে দে।

ফরিদ ঃ বললামতো লাগবে না। এক কথা দশবার বলব?

(ফরিদ চলে যেতে ধরবে)

চাচা ঃ ছাতাটা নিয়ে যা। বাইরে দারুণ বৃষ্টি। এক মিনিটের জন্যে গিয়ে দেখ আমার অবস্থা।

(ছাতা এগিয়ে দেবেন। ছাতা না নিয়েই ফরিদ চলে যাবে।)

চাচা ঃ রহমত!

রহমত ঃ জ্বি।

চাচা ঃ টাকা নিয়েছিস? সত্যি কথা বল। সত্যি কথা বললে ঠিক যত টাকা নিয়েছিস ঠিক তত টাকা তোকে দেব। নিয়েছিস?

রহমত ঃ হ।

চাচা ঃ করেছিস কি টাকা দিয়ে?

রহমত ঃ বুয়ারে দিছি।

চাচা ঃ আকবরের মা-কে দিয়েছিস?

রহমত ঃ (হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়বে)

চাচা ঃ এরপর যদি কখনো আকবরের মা-কে টাকা দেয়ার দরকার হয় আমাকে বলবি আমি দেব। চুরি করবার দরকার নেই। বুঝেছিস?

রহমত ঃ (মাথা নাড়বে হ্যাঁ সূচক)

চাচা ঃ এই নে দশ টাকা। এখন আমার সঙ্গে বল। আর চুরি করিব না। বল বল।

রহমত ঃ আর চুরি করিব না।

চাচা ঃ আর চুরি করিব না। সত্য কথা বলিব।

রহমত ঃ আর চুরি করিব না। সত্য কথা বলিব।

(রানু ঢুকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানু ঃ ব্যাপার কি এই কিছু চুরি করেছে নাকি।

চাচা ঃ হ্যাঁ। রহমত যাও আকবরের মাকে ডেকে আন।

রানু ঃ তুমি কি গোসল করে এলে নাকি চাচা।

চাচা ঃ না বৃষ্টিতে ভিজেছি ।

(আকবরের মা ঢুকবে)

আকবরের মা ঃ আমারে ডাকছেন?

চাচা ঃ হ্যাঁ।

আকবরের মাঃ কি কইবেন কন মেলা কাম রইছে।

চাচা ঃ রহমত টাকা চুরি করে এনে তোমাকে দেয়?

আকবরের মা ঃ মাবুদে এলাহী এইটা কেমুন কথা কইলেন। হে টেকা চুরি কইরা আমারে দিব কেন? আর দিলেই আমি নিমু কেন? আমি নিলে আমার আতে যেন কুষ্ট অয়। চউখ যেন আন্ধা অয়। পাও যেন লুলা অয়।

চাচা ঃ এত কিছু হবার দরকার নেই। এখন যাও ছেলেটাকে চোর বানিও না। এটা ঠিক না। মানুষকে ভালো বানানোর চেষ্টা করা উচিত। চোর বানোনো উচিত না।

আকবরের মা ঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ইয়া গাফুরুর রহিম। ইয়া পাক পারওয়ার দেগার. হারামজাদা পুলা এইডা কইছে। হারামজাদা পুলার জিবরা আমি টাইন্য ফালাইয়া দিয়া দিয়াম। চিনছে না। ওই রহমত ওই রহমত।

(ছুটে বেরিয়ে যাবে)

রানু ঃ বেটিতো মহা বজ্জাত।

চাচা ঃ অভাবে। অভাবে। অভাব নষ্ট হয়েছে। অভাব না থাকলে এটা হত না। দারিদ্র্য গুণনাশিনী।

রানু ঃ এই বেটিকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া দরকার।

চাচা ঃ নো নো নো। এটা কোন সলিউশন না। চাকরিতে রেখেই তার স্বভাব বদলাতে হবে। দাঁড়া আমি ব্যবস্থা করছি — আকবরের মা। আকবরের মা।

(আকবরের মা ঢুকবে)

আকবরের মা ঃ কিতা?

চাচা ঃ আমি যা বলব তুমি আমার সাথে সাথে সেটা বলবে। উঁচু গলায় বলবে। বল — "আর চুরি করিব না"।

আকবরের মা ঃ ক্যান? এই কথা আমি ক্যান কমু? আমি কি চুরি করছি যে কুম? যে চুরি করছে সে কউক। তার বাপে কউক। তার শউরে কউক। আমি কেন কমু। দশ টেকার লাগি আমার ঠেকা না। এই রকম দশ টেকা আমি রাস্তায় ফালাইয়া থুই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানু ঃ বুঝলে কি করে দশ টাকা? তোমাকে তো বলা হয় নাই। দশ টাকা চুরি হয়েছে এটাতো তোমার জানার কথা না।

আকবরের মা ঃ আন্দাজে কইছি আফা। আমার আবার আন্দাজ খুব ঠিক হয়।

চাচা ঃ (কড়া গলায়) বল চুরি করিব না।

আকবরের মা ঃ আর চুরি করিব না।

চাচা ঃ কাউকে চুরি শিখাইব না।

আকবরের মাঃ কাউকে চুরি শিখাইব না।

চাচা ঃ সদা সত্য কথা বলিব।

আকবরের মা ঃ সদা সত্য কথা বলিব।

তৃতীয় দৃশ্য

মা ঃ তুমি আমার কথা শুনছ? না শুনছ না।

বাবা ঃ শুনছি।

মা ঃ না শুনছ না। শুনলে এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে পারতে না। কিছু একটা বলতে।

বাবা ঃ কি বলব।

মা ঃ কিছুই বলবে না? তোমার ভাই চাকর-বাকরের সামনে আমাকে অপমান করবে আর তুমি কিছুই বলবে না। আমি তো মানুষ। মান অপমান বোধ তো আমারও থাকতে পারে। নাকি তুমি আমাকে মানুষ ভাব না।

বাবা ঃ বড়দাদাতো অপমান কিছু করেন নাই। সত্যি কথা বলেছেন। সত্যি কথা বলার তাঁর একটা ঝোক চেপেছে। এটা বেশি দিন থাকবে না। সংসার চলবে আগের মত। কাজেই চুপ করে থাক।

মা ঃ চুপ করে থাকব? আমি চুপ করে থাকবো? না আমি চুপ করে থাকব না। তোমাকে এর একটা বিহিত করতে হবে। এবং আজই করবে।

বাবা ঃ কি করতে বল। বাড়ি থেকে চলে যেতে বলব?

মা ঃ হ্যাঁ তাই বলবে।

বাবা ঃ আমার কথাটা মন দিয়ে শোন — বড়দাদা পেনশন নিয়েছেন। তিনি একা মানুষ। ছেলেপুলে সংসার কিছুই নাই। সারাজীবন থেকেছেন আমাদের সঙ্গে। এখন বুড়ো বয়সে যাবেন কোথায়?

মা ঃ আমি জানি না কোথায় যাবেন। দরকার হলে আলাদা বাড়ি ভাড়া করবেন। তার টাকার অভাব? গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড এইসব নিয়ে তাঁর হাতে দু'লাখের মত টাকা আছে। এই টাকায় বাকি জীবন তাঁর সুখে কেটে যাবে। আলাদ থাকতে তাঁর কোনই অসুবিধা নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা ঃ (উৎসাহিত) দু'লাখের মত টাকা আছে হাতে? বল কি!

মা ঃ হ্যাঁ আছে। এর উপর মাসে বারশ টাকা পাবেন পেনশন। কাজেই তুমি তাকে বল আজই যেন তিনি অন্য বাড়ি দেখেন।

বাবা ঃ কি এক কথা তুমি বার বার বলছো?

মা ঃ বলব না? তুমি জান গতকাল রাতে আমাকে কি বলেছেন?

বাবা ঃ আমি জানিনা এবং জানতেও চাই না।

মা ঃ না চাইলেও তোমাকে জানতে হবে। রাতে আমি জিজ্ঞেস করতে গেছি। ঘুমাবার আগে এক কাপ দুধ খাবেন কি না। তিনি বললেন — ইলিশ মাছের গাদাগুলি তুমি আমাকে খেতে দাও আর পেটিগুলি দাও তোমার পুত্র কন্যাদের। এটা ঠিক না। এটা এক ধরনের ক্ষুদ্রতা। তোমাকে ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে উঠতে হবে। এর মানেটা কি?

বাবা ঃ বুড়ো মানুষকে তুমি গাদাগুলি খেতে দাও কেন?

মা ঃ আমি কি ইচ্ছা করে দেই? উনি খেতে আসেন সবার শেষে। যা থাকে তাই দেই। গাদাগুলিই তখন পড়ে থাকে।

বাবা ঃ এখন থেকে তার জন্যে তুলে রাখবে।

(মেয়ে এসে ঘরে ঢুকবে। খুব সেজেগুজে এসেছে।)

মেয়ে ঃ মা, একশ'টা টাকা দাও।

মা ঃ কেন?

মেয়ে ঃ নিনুদের বাসায় বেড়াতে যাচ্ছি। রিকশা ভাড়া।

মা ঃ রিকশা ভাড়া একশ টাকা? এটা কি রকম রিকশা?

মেয়ে ঃ এত জবাবদিহি করতে পারব না। তোমাকে দিতে বলছি তুমি দাও। ঝামেলা করো না।

বাবা ঃ রানু, তোমার হাত খরচ এই মাসের প্রথমেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন মাসের মাত্র তের তারিখ এর মধ্যেই তুমি টাকা চাইতে পারনা । চাইলেও লাভ হবে না। তোমাকে দেয়া হবে না। একশ' টাকা কেন তুমি দশ টাকাও পাবে না।

রানু ঃ বাবা তোমার কাছেতো চাচ্ছি না। তুমি কেন কথা বলছ? মার কাছে চাচ্ছি।

বাবা ঃ তোমার মাও দেবে না।

রানু ঃ সেটা মা বলুক। তোমাকে বলতে হবে না।

(বড় চাচা ঢুকবেন।)

বড় চাচা, আমাকে একশ টাকা দেবে?

(বড় চাচা মানি ব্যাগ খুলে একটা নোট দেবেন।)

থ্যাংকস। আর শোন কিছু ভাংতি টাকা দাও। রিকশাওয়ালারা ভাংতি দিতে পারবে না। ভাংতি থাকলেও ওরা দেয় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(বড় চাচা আরো কিছু দিবেন।)

থ্যাংকস।

(রানু চলে যাবে।)

বাবা ঃ চাওয়া মাত্র ওদের এ ভাবে টাকা পয়সা দেয়াটা ঠিক না। আপনি ওদের অভ্যাস খারাপ করে দিচ্ছেন। টাকাটা সহজে আসে না এই জিনিসটি ওদের বুঝতে পারা উচিত। আমি মাসের প্রথমেই ওদের হাত খরচ দিয়ে দেই।

চাচা ঃ পারুল আমাকে চা দাও।

মা ঃ এখন চা চু দেয়া যাবে না চুলা বন্ধ। রান্নাবান্না শেষ হোক তারপর চা।

চাচা ঃ আকবরের মা। আকবরের মা।

(আকবরের মা ঢুকবে)

চুলা খালি আছে?

আকবরের মা ঃ আছে। ক্যান?

চাচা ঃ চায়ের পানি বসাও। চা বানাও এক কাপ। লেবু চা, চিনি দিবে না। পাতলা লিকার।

আকবরের মাঃ ঘর ঝাড় দেওন বাসন ধওয়ন আর মশলা পিশন হইল আমার কাম চা বানানের কাম আমার না সত্তুর টেকার অত কাম অয়না।

(আকবরের মা চলে যাবে)

চাচা ঃ পারুল তুমি যে না দেখেই বললে চুলা বন্ধ। এটা ঠিক হলো না। দেখতেই পারলে কথাটা মিথ্যা। চুলা খালি ছিলো। চা সহজেই বানানো যেত। আমি তো বার বার বলছি এখন থেকে আমার সঙ্গে কেউ মিথ্যা বলবে না। আমিও কারো সঙ্গে মিথ্যা বলব না। তোমার বলা উচিত ছিলো আমার চা বানাতে ইচ্ছা হচ্ছে না। চুলা বন্ধ এটা পরিষ্কার মিথ্যা।

(মা উঠে চলে যাবেন)

কামাল!

বাবা ঃ বলেন কি বলবেন।

চাচা ঃ প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটি আর লাইফ ইনস্যুরেন্স এগুলি মিলিয়ে আমি প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা পাব।

বাবা ঃ সাড়ে তিন লাখ? (অবাক)

চাচা ঃ আমি বলেছি প্রায় সাড়ে তিন লাখ। 'প্রায়' শব্দটা ব্যবহার করেছি। তিন লাখ তেতাল্লিশ হাজার ছয়শ টাকা। কিছু বেশীও হতে পারে। আবার কিছু কমও হতে পারে।

বাবা ঃ অনেক টাকা তো?

চাচা ঃ টাকাগুলি দিয়ে কি করা যায় আমাকে একটা বুদ্ধি দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা ঃ আপনি করতে চান কি?

চাচা ঃ একটা সৎ কাজ করতে চাই। আমাদের গ্রামের বাড়িতে একটা স্কুল দিলে কেমন হয়?

বাবা ঃ স্কুলতো অলরেডি সেখানে আছে। নতুন একটা স্কুল দিয়ে হবেটা কি? ব্যাঙের ছাতার মত স্কুল বানালেই হয়না। দেশটা ভর্তি হয়ে আছে স্কুল কলেজে।

চাচা ঃ তাহলে একটা হাসপাতাল। হাসপাতাল তো দেয়া যায়।

বাবা ঃ হাসপাতাল? তিন লাখ টাকায় হাসপাতাল হবে? কি যে বলেন। তাছাড়া হাসপাতাল মেনটেন করবে কে? পেটে ভাত নাই হাসপাতালের আগে তো পেটে ভাত।

চাচা ঃ গ্রামকে স্বনির্ভর করার একটা প্রকল্পে দিয়ে দেই। সেটা কেমন হবে।

বাবা ঃ আপনি কথাবার্তা বলছেন বুদ্ধিহীন মানুষের মত। টাকাটা দিবেন আর পাঁচ ভুতে লুটে খাবে। ঐসব আমার জানা আছে। ঐ চিন্তা বাদ দেন।

চাচা ঃ তাহলে টাকাটা দিয়ে করব কি?

বাবা ঃ রেখে দেন আপনার কাছে।

চাচা ঃ যখন দু'দিন পরে মরে যাব তখন? তখন টাকাটার কি হবে? চুপ করে থেকো না বল।

(বাবা কোন জবাব দেবেন না।)

কামাল।

কামাল ঃ বলেন।

চাচা ঃ যে কথাটা তোমার মনে এসেছে সেই কথাটা তোমার বলা উচিত ছিলো। চক্ষু লজ্জাটা ঠিক না।

কামাল ঃ কোন কথা?

চাচা ঃ তোমার মনে ছিলো একটা স্বার্থপর চিন্তা। তুমি মনে মনে ভাবছ টাকাটা তোমার সংসারে লাগাবে। মীরপুরে তোমার জায়গা আছে। সেই জায়গায় তুমি একটা বাড়ী করবে।

কামাল ঃ যদি থেকেই থাকে সেটা কি দোষের? পাঁচ ভুতে লুটে খাওয়ার চেয়ে টাকাটা যদি আপনার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে থাকে সেটা কি অন্যায় হয়। ওদের কি টাকাটার উপর দাবী নাই?

(বাবা উঠে চলে যাবেন। মা এসে এক কাপ চা ঠক করে নামিয়ে রেখে চলে যাবেন। রানু ঢুকবে।)

চাচা ঃ কি ব্যাপার যাস নাই?

রানু ঃ যাব কিভাবে, স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেছে। রাস্তার মাঝখানে বেইজ্জতি অবস্থা। এই দেখ না। এক বছর আগে কেনা। (স্যান্ডেল দেখাবে)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতদিন স্যান্ডেল টিকে? না টেকা উচিত? চাচা তুমি আমাকে আরো কিছু টাকা দাও আমি একজোড়া স্যান্ডেল কিনব।

চাচা ঃ কত লাগে স্যান্ডেল কিনতে?

রানু ঃ ডিপেন্ড করে কি ধরণের স্যান্ডেল তার উপর। বেষ্ট কোয়ালিটির একজোড়া কিনতে চার পাঁচশ টাকা লাগবে। আবার তুমি যদি স্পঞ্জের একজোড়া কেনো তাহলে লাগবে পনরো টাকা। তুমি নিশ্চয়ই চাওনা তোমার আদরের রানু স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে বন্ধুর বাড়ী যাবে। চাও তুমি?

চাচা ঃ না চাই না।

(চাচা মানিব্যাগ খুলে একটা পাঁচশ টাকার নোট দেবেন।)

রানু ঃ থ্যাংকস। স্যান্ডেল কেনার পর যদি টাকা বাঁচে আমি তোমাকে ফেরত দেব। পজিটিভলি। কিংবা তোমার জন্যে কিছু কিনে আনব।

চাচা ঃ ফেরত দিতে হবে না। কিছু আনতেও হবে না। আচ্ছা রানু একটা কথা শোন। বোস এখানে। ছটফট করিসনা। শান্ত হয়ে বোস।

রানু ঃ তাড়াতাড়ি করবে কিন্তু। টাইম নাই আমার হাতে। যা বলতে চাও তার সামারি এন্ড সাবসটেন্সটা শুধু বলবে। নাথিং মোর দেন দ্যাট। (ঘড়ি দেখবে)

চাচা ঃ আমার কাছে সাড়ে তিন লাখ টাকা আছে। টাকাটা দিয়ে কি করব বুঝতে পারছি না। তুই আমাকে বুদ্ধি দে কি করা যায়। যাদের বয়স কম তারা মাঝে মাঝে খুব ভাল বুদ্ধি দেয়।

রানু ঃ আমাকে দিয়ে দাও। তিন লাখ আমাকে দিয়ে দাও। পঞ্চাশ হাজার থাকুক তোমার কাছে।

চাচা ঃ তুই টাকা দিয়ে কি করবি?

রানু ঃ খরচ করব।

চাচা ঃ খরচ করবি?

রানু ঃ হ্যাঁ খরচ করব। শাড়ি, গয়না, স্যান্ডেল এইসব কিনব। একটা পিংক পার্লের সেট বানাবো। হাতের কানের এবং গলার। জাস্টিস এমরান সাহেবের মেয়ে বানিয়েছে। সেটা বানাতেই অনেক টাকা চলে যাবে। থার্টি থাউজেন্ড ক্লিন বের হয়ে যাবে।

চাচা ঃ তিন লাখ টাকার শাড়ি গয়না কিনবি?

রানু ঃ না। এত কাঁচা কাজ আমি করব না। দু'লাখ রাখব ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট। আর এক লাখ নিজের ইচ্ছামত খরচ করব। তুমি আমাকে টাকাটা দিবে?

চাচা ঃ না।

(রানু উঠে দাঁড়াবে)

রানু ঃ ঠিক আছে। না দিলে আমি আর কি করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(রানু ভেতরে চলে যাবে। যেতে গিয়ে ফিরে আসবে)

চাচা ঃ আমি আমার আত্মীয়-স্বজন কাউকে টাকাটা দিতে চাই না। দরকার হলে আমি নিজেই সবটা খরচ করব। টাকা খরচ করার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে। এই আনন্দটাই বা বাদ থাকে কেন?

রানু ঃ এটা ঠিক হবে না। তুমি একজন সাধু সন্ন্যাসী মানুষ। এখন শুধু সত্যি কথা বল। কোন ক্ষুদ্রতা নীচতা সহ্য করতে পারনা। আবার সেই তুমিই যদি দু'হাতে টাকা ওড়াতে থাক সেটা ঠিক হয় না। বরং তুমি আমাকে দিয়ে দাও। একটা সৎকাজও হবে। অবলা নারীকে সাহায্য করা হবে।

চাচা ঃ তুই এখন যা বিরক্ত করিস না।

রানু ঃ ঠিক আছে পুরোটা দিতে না চাও কিছু দাও। এক লাখ দাও। এক লাখ না দাও ফিফটি থাউজেন্ড দাও। ফিফটি না দিতে চাও টুয়েন্টি-সাইভ দাও। নাই মামার চেয়ে কানা মামা কিংবা অন্ধ মামা অনেক ভাল।

চাচা ঃ তুই এখন যা — তোকে কিছু দেব। কথা দিলাম যা।

রানু ঃ কত?

চাচা ঃ সেটা পরে ঠিক করা যাবে। এখন যা।

রানু ঃ বল না কত দিবে ওয়ান অর ফিফটি থাউজেন্ড?

চাচা ঃ আমাকে বিরক্ত করিস না যা এখন।

রানু ঃ ওকে ওকে।

(ভেতরে চলে যাবে। মা ঢুকবেন)

মা ঃ আপনার চা খাওয়া হয়েছে? কাপ নিয়ে যাব?

চাচা ঃ নিয়ে যাও।

মা ঃ শুনলাম আপনি রানুকে এক লাখ টাকা দিয়েছেন।

চাচা ঃ দেইনি এখনো। দেব ঠিক করেছি। তবে এত না।

মা ঃ এসব করবেন না। এই সংসারে আপনি একটি পয়সাও খরচ করতে পারবেন না।

চাচা ঃ কেন পারব না?

মা ঃ আমরা ছোট মনের মানুষ। সব সময় মিথ্যা কথা বলি। মনের মধ্যে আমাদের হাজারো রকমের প্যাঁচ। আপনার মত সাধু মানুষ আমাদের জন্যে টাকা খরচ করবেন কেন। আপনি এতিমখানাতে টাকা দেন। লঙ্গরখানা খুলেন। এইখানে কিছু করবেন না।

(চাচা সিগারেট ধরাবেন।)

আর ভাইজান শুনেন আপনি একটা নতুন বাড়ী করেন। ছোটলোকদের বাসায় আপনি থাকবেন কেন? আপনার তো টাকার অভাব নাই। লাখ টাকার কমে আপনি কথা বলেন না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(বাবা এসে ঢুকবেন)

বাবা ঃ এই চুপ কর। এই কি শুরু করেছ?

মা ঃ কেন চুপ করব। কেন? আমার মান অপমান বোধ নাই? এই সংসারে আমি কেউ না? বল আমি কেউ না?

বাবা ঃ সামান্য ব্যাপার নিয়ে কি শুরু করলে। চুপ কর তো।

মা ঃ সামান্য ব্যাপার। এটা সামান্য ব্যাপার? ঘন্টায় ঘন্টায় আমাকে অপমান করাটা সামান্য ব্যাপার। থাক তুমি তোমার ভাইকে নিয়ে। আমি থাকব না।

বাবা ঃ তুমি যাবে কোথায়?

মা ঃ যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাব। তোমার তা দিয়ে দরকার নাই। আমার কোন ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে না। আমার বাবার এখনো যা আছে তা দিয়ে তিনি তোমার মত মানুষকে চাকর রাখতে পারে।

চাচা ঃ তোমার বাবার টাকা পয়সা যথেষ্টই আছে তা নিয়ে অহংকার করাটা ঠিক না। কারণ তাঁর টাকাটা কালো টাকা। কালো টাকার জন্যে লজ্জিত হওয়া যায়। অহংকার করা যায় না।

মা ঃ আমার বাবার টাকা কালো টাকা?

চাচা ঃ হ্যাঁ। তিনি টেক্সেসান বিভাগের একজন অফিসার। তাঁর বেসিক পে ২১০০ টাকা। এই বেতনে কেউ ঢাকা শহরে তিনটা চারতলা দালান তুলতে পারে না।

মা ঃ আমার বাবার প্রসঙ্গে সাবধানে কথা বলবেন। (রাগে কাঁপতে থাকে)

চাচা ঃ আমি তোমাকে বলেছি আমি এখন থেকে সত্যি কথা বলব কোন চক্ষুলজ্জা রাখব না। আমি সত্যি কথা বলেছি। এবং তুমিও জান কথাটা সত্যি।

(মা ধপ করে সোফায় বসে পড়বেন। বাবা ছুটে আসবেন।)

বাবা ঃ কি হয়েছে কি হয়েছে? এই পাবুল এই —

চাচা ঃ দেখি দেখি একটা পাখা আন। হাওয়া কর।

বাবা ঃ রানু রানু। পানি আন পানি।

(চাচা একটা পাখা নিয়ে প্রবল বেগে হাওয়া করতে থাকবেন। আকবরের মা এসে ঢুকবে)

আকবরের মা ঃ মাবুদে এলাহী । ফিট পড়ছে। ও আফা রানু আফা। ফিট পড়ছে ফিট পড়ছে।

চতুর্থ দৃশ্য

মঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠতেই দেখা যাবে একজন ডাক্তার ভেতরের ঘর থেকে বাইরের ঘরে এসেছেন গলায় স্টেথিসকোপ।

চাচা ঃ ডাক্তার সাহেব কেমন দেখলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার ঃ ভাল। তবে প্রেসার একটু বেশি আছে। কাজেই এখন কিছু করা উচিত হবে না যেটায় তাঁর প্রেসার বাড়বে।

চাচা ঃ বুঝলে ডাক্তার, আমাদের এখন এমন হয়েছে যে সত্যি কথা আমরা সহ্য করতে পারি না। সত্যি কথা শুনলে আমাদের প্রেসার বেড়ে যায়। এমন কি ফিট পর্যন্ত হয়ে যাই। বড়ই দুঃসময়!

ডাক্তার ঃ না, তা হবে কেন?

চাচা ঃ তাই তাই। এখন সময়টাই হচ্ছে মিথ্যা। সত্যি কথা বললে কেউ সহ্য করতে পারে না। এই যেমন ধর তুমি। তুমিও পারবে না।

ডাক্তার ঃ কি যে বলেন! আমি পারব না কেন?

চাচা ঃ না, তুমিও পারবে না। আমি যদি বলি, ডাক্তার, তুমি ডাক্তার হিসেবে কেমন জানি না কিন্তু মানুষ হিসেবে লোভী।

ডাক্তার ঃ মানুষ হিসেবে লোভী! এইসব কি বলছেন?

চাচা ঃ হ্যাঁ লোভী। কারণ তোমাকে ভিজিটের টাকা দেয়া হলো। সেই টাকা তুমি পকেটে রেখে দিলে। তারপর আমরা কেউ যাতে বুঝতে না পারি সেভাবে একটা হাত পকেটে ঢুকিয়ে টাকা গুনতে চেষ্টা করতে লাগলে।

ডাক্তার ঃ এইসব আপনি কি বলছেন?

চাচা ঃ ঠিকই বলছি। এখনো তোমার একটা হাত পকেটে। শোন ডাক্তার, তুমি বরং টাকাটা বের করে গুনে নাও। এবং যদি মনে কর কম হয়েছে তাহলে আমাকে বল, আমি দিচ্ছি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা গুনা ভাল না।

ডাক্তার ঃ আমাকে তুমি তুমি করে বলছেন কেন?

চাচা ঃ তুমি আমার ছেলের বয়েসী এই জন্যে, অন্য কোন কারণে না।

ডাক্তার ঃ ছেলের বয়েসী হই আর যাই হই, তুমি করে বলবেন না। সবাইকে সবার প্রাপ্য সম্মান দেবেন।

চাচা ঃ বললাম না সত্য কথা কেউ সহ্য করতে পারে না। দেখলে তো তার নমুনা?

(ডাক্তার চলে যাবে। অতি বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক এসে ঢুকবে।)

চাচা ঃ স্লামালিকুম তালই সাহেব, কেমন আছেন?

তালই ঃ ভাল। শুনলাম পারুলের অসুখ।

চাচা ঃ না, এখন ভালই আছে। যান, ভেতরে যান। রানু রানু। তোমার নানা এসেছেন।

(বুড়ো লাঠি ঠক ঠক করতে করতে ভেতরে চলে যাবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রানু তার নানার হাত ধরে বসার ঘরে ঢুকবে।)

রানু ঃ এইখানে বসেন নানা। ফ্যানের নিচে আরাম করে বসেন। মা গেছে বাথরুমে, এসে পড়বে। তারপর বলেন কেমন আছেন নানাভাই?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানা ঃ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ভালই আছি। সবই গফুরুর রাহিমের ইচ্ছা।

রানু ঃ শুনলাম সবগুলি রোজা নাকি রেখেছেন।

নানা ঃ রোজা রাখব না! বলিস কি পাগলি? রোজা না রাখলে হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌পাকের কাছে জবাব দিব কি?

চাচা ঃ তালই সাব, আমি একটা কথা বলতে পারি?

রানু ঃ না, থাক চাচা। তোমাকে কোন কথা বলতে হবে না।

নানা ঃ বলুক না কি বলতে চায়।

চাচা ঃ এই দুর্বল শরীরে আপনি সব ক'টা রোজা রাখলেন?

নানা ঃ তা বাবা রাখলাম। কবুল হয়েছে কি না তা জানি না। কবুল করা আল্লাহ্‌ পাকের হাতে।

চাচা ঃ রোজা রাখলেন যাতে হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে পারেন?

নানা ঃ সে তো নিশ্চয়ই, গফুরুর রহিমের কাছে বলবটা কি? আল্লাহ্‌ পাক যখন জিজ্ঞেস করবেন, এই বান্দা তোমাকে রোজা রাখতে বলেছিলাম তুমি রোজা রাখ নাই কেন? তখন? তখন বলবটা কি?

চাচা ঃ আল্লাহ্‌ পাক যখন জিজ্ঞেস করবেন, হে বান্দা, তুমি সামান্য কাস্টম ইন্সপেক্টার হয়ে ঢাকা শহরে তিনটে চারতালা বাড়ি কিভাবে বানালে? তখন কি বলবেন?

রানু ঃ চাচা, তুমি যাও তো, বাইরে থেকে ঘুরে আস। নানাভাই, তুমি কিছু মনে করবে না। বড় চাচার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। শুধু উল্টা-পাল্টা কথা বলছে।

চাচা ঃ তালই সাব, যাই। স্লামালাইকুম। ভেতরে গিয়ে একটু শুয়ে থাকব।

নানা ঃ ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহামাতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু।

(চাচা চলে যাবেন। বাবা ঢুকবেন। পা ছুঁয়ে সালাম করবেন।)

নানা ঃ বাবা, ভাল আছ?

বাবা ঃ জ্বি। আপনার শরীর কেমন?

নানা ঃ আর শরীর! এখন যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছি। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরীকালাহু, লাহুলমুলকু ওয়া লাহল হামদু!

(ভেতর বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ শোনা যাবে।)

নেপথ্যে রহমত ঃ ও আম্মাগো! ও আম্মাগো!

নানা ঃ কি ব্যাপার?

(রানু ভেতরে চলে যাবে)

নেপথ্যে রহমত ঃ ও আম্মাগো! ও আম্মাগো!

(রানু এসে ঢুকবে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানু ঃ ঝামেলা হোগে গেছে। মা'র আংটি চুরি গেছে। বালিশের নিচে রেখে হাতমুখ ধুতে গেছেন। এসে দেখেন আংটি নাই। ঐ রহমত হারামজাদা নিয়েছে। হীরে বসানো আংটিটা।

নানা ঃ কি সর্বনাশ!

(মা ঢুকবেন। রহমতের ঘাড় চেপে ধরে আছেন। ভেতরে এনেই ফটাফট দুই চড় দিবেন। রহমত বিকট চিৎকার ছুড়ে দেবে। মা মুখ চেপে ধরবেন।)

মা ঃ থাম হারামজাদা। থাম। কতবড় সাহস!

রহমত ঃ আম্মা, আমি নিছি না।

মা ঃ আমি নিছি না। আংটির পাখা হয়েছে। জানালা দিয়ে উড়ে চলে গেছে। হারামজাদা বদ . . .।

(চড় দিতে যাবেন)

নানা ঃ রাখ রাখ। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। আর কে কে ছিলো এই বাড়িতে?

মা ঃ ঠিকা ঝি আকবরের মা আছে। সে ঘরে ঢুকে নাই। সে বাসন মাজতে ছিলো।

নানা ঃ ডাকো, তারে ডাকো।

(রানু চলে যাবে ও আকবরের মাকে নিয়ে ঢুকবে)

তোমার নাম আকবরের মা?

আকবরের মা ঃ জ্বি না। আমার নাম বাতাসী। আমার পুলার নাম আকবর।

নানা ঃ বাতাসী, আংটিটা দিয়ে দাও, পঞ্চাশ টাকা বখশিশ পাবে। পারুল দাও, ওকে পঞ্চাশটা টাকা দাও।

আকবরের মা ঃ আংটি! কিয়ের আংটি? এইটা কেমুন কথা কন?

নানা ঃ দেও, আংটিটা দাও। ঝামেলা করো না। থানা-পুলিশ করতে চাই না। পঞ্চাশ না, একশ টাকা বখশিশ।

আকবরের মা ঃ চইদ্দ বছর ধইরা মাইনষের বাড়ি বাড়ি কাম করি। কেউ কয় নাই একটা পয়সা চুরি গেছে। গরীব হইছি বইলাকি চোর হইছি? আংটি নিছে এই পুলায়। এই, আংটি দে।

(ছেলেও আম্মাগো বলে চেঁচিয়ে উঠবে। মা একটা চড় বসাবেন।)

মা ঃ চুপ কর।

(ছেলে চুপ করে যায়। ফরিদ ঢুকবে)

রানু ঃ দাদা, আমাদের রহমত সাহেব আংটি চুরি করে বসে আছে। মা'র হীরের আংটি।

ফরিদ ঃ বলিস কি?

রানু ঃ আরে এ মহা ওস্তাদ!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদ ঃ (এক হাতে পেট চেপে ধরবে) দে, আংটি দে।

বাবা ঃ থাক থাক। পুলিশে খবর দেই। পুলিশ কিছু করতে পারলে করবে।

ফরিদ ঃ আরে! পুলিশ কি করবে? আংটি এক্ষুণি বেড়িয়ে পড়বে। দশ মিনিট লাগবে। ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি। এই, আয় আমার সাথে।

মা ঃ এই দেখিস, বেশি কিছু করিস না।

ফরিদ ঃ চুপ হয়ে থাক। দুই-তিনটা ক্যাকরা বিচি দিলেই ঘট করে মাল বেরিয়ে পড়বে। এই আয়।

(ফরিদ রহমতের ঘাড় ধরে বের হয়ে যাবে। তার সঙ্গে যাবে আকবরের মা। মারের শব্দ ও রহমতের চিৎকার।)

রহমত ঃ আমি নেই নাই গো ভাইজান। আমি নেই নাই গো।

(চাচা ঢুকবেন।)

চাচা ঃ এইসব কি হচ্ছে?

(চিৎকার থেমে যাবে। চারদিকে শুনশান নীরবতা।)

এই, ব্যাপার কি?

(ঘরে ছুটতে ছুটতে ঢুকবে আকবরের মা।)

আকবরের মা ঃ আম্মা গো সর্বনাশ হইছে গো!

(সবাই মূর্তির মত জমে যাবে। ঝম ঝম করে বাজনা বাজতে থাকবে।)

AMARBOI.COM

পঞ্চম দৃশ্য

অন্ধকার স্টেজ। নেপথ্য থেকে একজন খবর পড়বে। অতি সামান্য একটি আলোর রেখা মঞ্চকে আলোকিত করে রাখবে।

নেপথ্য থেকে পুরুষ কণ্ঠ ঃ গৃহভৃত্য রহমতের রহস্যজনক মৃত্যু।

জনৈক আবুল কালাম সাহেবের এগারো বছর বয়েসী গৃহভৃত্যের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে, সামান্য আংটি চুরির অপরাধে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ বিষয়ে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নেপথ্য স্ত্রী কণ্ঠ ঃ গৃহভৃত্য রহমতের লাশের ময়না তদন্ত।

মাননীয় আদালত গৃহভৃত্য রহমতের লাশের ময়না তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার জনাব খলিলুল্লাহ জানিয়েছেন রহমতের মৃত্যু রহস্যজনক নয় বলে তিনি মনে করেন। তবে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত কিছু বলার আগে ময়না তদন্তের ফলাফল হাতে আসা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

নেপথ্যে পুরুষ কণ্ঠ ঃ রহমতের স্বাভাবিক মৃত্যু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ময়না তদন্তের ফলাফল পুলিশের কাছে এসে পৌঁছেছে। ময়না তদন্তে এমন কিছু পাওয়া যায়নি যার থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে রহমতের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে।

নেপথ্যে স্ত্রী কণ্ঠ ঃ রহমতের মৃত্যু ঃ ঘটনার নতুন মোড়।

জনাব আবুল কালাম সাহেবের জেষ্ঠ্য ভ্রাতা জনাব আসাদ আহমেদ সাহেব পুলিশের কাছে দেয়া এক জবানবন্দীতে বলেছেন যে রহমতকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর জবানবন্দীর পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা নতুন মোড় নিয়েছে। জনাব আসাদ আহমেদ একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারি। তিনি ঘটনার দিন জনাব আবুল কালাম সাহেবের বাড়িতে ছিলেন এবং রহমতের হত্যার দৃশ্যটি চাক্ষুষ করেন বলে দাবি করেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কোর্ট। জজ সাহেব বসে আছেন। আসামীর কাঠগড়ায় মা। বেঞ্চিতে কিছু দর্শক। উকিল বলছেন।

উকিল ঃ আপনি বলছেন আপনার কোন হীরার আংটি চুরি যায়নি?

মা ঃ জ্বী না। হীরার আংটি অত্যন্ত দামী জিনিস। সবসময় পরার জিনিস না। এই আংটি আমি আমার অন্য সব গয়নার সাথে ব্যাংকের লকারে রাখি। অগ্রণী ব্যাংকের লকারে।

উকিল ঃ লকারে সেই আংটি আপনার এখনো আছে?

মা ঃ জ্বি না। আপনাদেরকে দেখানোর জন্যে আমি সেটা লকার থেকে তুলে এনেছি। এই যে আংটি।

উকিল ঃ আংটিটির দাম কত?

মা ঃ আমি ঠিক জানি না। ওয়ান-ফোর্থ ক্যারেট ডায়মন্ড। হাজার কুড়ি দাম হতে পারে। যতই হোক এর জন্যে একটা ছেলেকে মেরে ফেলা হবে, এটা কেমন করে হয়! এই ছেলেকে আমরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি। গত দুই বছর যাবত আমাদের সঙ্গে আছে। রোজ সন্ধ্যায় আমি তাকে পড়াই।

উকিল ঃ আমি যেসব প্রশ্ন করছি তার জবাব দিন। অবান্তর কথা বলবেন না।

মা ঃ আমি যা বলছি তা অবান্তর নয়।

জজ ঃ উনাকে বলতে দিন।

মা ঃ রহমতের আগে আমাদের কাছে একটি ছেলে ছিল। সে এসেছিল ৯ বছর বয়সে। আমাদের বাড়িতে থেকেই সে পড়তে শিখেছে। তারপর তাকে একটা পিওনের চাকরি জোগাড় করে দেয়া হয়। তার নাম হাসমত।

উকিল ঃ ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। আকবরের মা!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[আকবরের মা ঢুকবে।]

উকিল ঃ তুমি আকবরের মা?

আকবরের মা ঃ জ্বি।

উকিল ঃ আকবর কি করে?

আকবরের মা ঃ হে হুজুর বাইচ্চা নাই। চাইর বচ্ছর আগে দেশের বাড়িতে গেছিলাম। আমরার দেশ হইল কেন্দুয়া। ময়মনসিং। নান্দাইল রোড ইস্টিশনে নামন লাগে। তারপর পায়ে হাঁইট্টা যাওন লাগে। শুকনার দিনে রিকশা আছে

উকিল ঃ শোন, যা জিজ্ঞেস করি তার জবাব দাও।

আকবরের মা ঃ জ্বি আইচ্ছা।

উকিল ঃ ছেলেটি যখন মারা যায় তুমি তখন সে বাড়িতে ছিলে?

আকবরের মা ঃ জ্বি আছিলাম। বাসন ধুইতে আছিলাম। পানি আছিল না। আম্মা কইল, এই আকবরের মা পানি আন। আমি কইলাম, রাস্তা থনে আনমু? আম্মা কইল . . .

উকিল ঃ থাম থাম। তুমি বেশি কথা বল।

আকবরের মা ঃ কি করমু কন, গরীব মানুষ।

উকিল ঃ তারপর কি হলো ঘটনাটা বল। কি ভাবে সে মারা গেল?

আকবরের মা ঃ মিত্যু হইল কপালের লিখন। কপালে যদি মরণ লেহা থাকে কাউর সাইধ্য নাই মউথ টেকায়। আল্লাহর পেয়ারা বান্দা যে রসুল করিম তাঁরও কপালে মরণ লেখা ছিল, বিবি ফাতিমা.

উকিল ঃ রহমতকে কখন মারতে শুরু করলো?

আকবরের মা ঃ এইটা কি কন, মারব কেন?

উকিল ঃ কেউ মারে নাই? এমনি মরে গেলো?

আকবরের মা ঃ কপালে ছিলো মিত্যু। বিবি ফাতেমা একবার

উকিল ঃ ঠিক আছে, তুমি এখন যাও। পরে তোমাকে আবার প্রশ্ন করব।

আকবরের মা ঃ জ্বি আইচ্ছা। স্লামালিকুম। (জজ সাহেবকে) স্লামালিকুম।

উকিল ঃ জনাব জমির অলি খাঁ সাহেব!

(নানা কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন।)

নানা ঃ জনাব, আমি দুর্বল মানুষ। বেশি কথা বলতে পারি না। আমার হাঁপানি আছে। যা বলবার তা আমি সংক্ষেপে বলি। ঐদিন আমি আমার মেয়ের বাড়ি গিয়েছি অসুস্থ মেয়েকে দেখার জন্যে। রহমত নামের ছেলেটা তখন বাজার থেকে এসেছে। তার কিছুক্ষণ পরই আমার বড় নাতি এসে বললো, রহমত মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। ছুটে গেলাম। সে বললো, তার বুকে ব্যথা। আমরা মাথায় পানি ঢাললাম, বাতাস করলাম। আমার নাতি গেলো ডাক্তার আনতে। ডাক্তার আনতে আনতে সব শেষ। হজুর, এখন দিনকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ রকম যে ঘরের কোন কাজের মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও সবাই মনে করে ভিতরে কোন রহস্য আছে। খবরের কাগজে হৈচৈ শুরু হয়। বড়ই আপসোসের ব্যাপার। আমার শরীর বড়ই অসুস্থ। আমি এখন আর কিছু বলতে পারছি না। যদি দরকার হয় পরে আবার বলব।

উকিল ঃ ডাক্তার আশফাক উদ্দিন! ডাক্তার সাহেব, আপনি গিয়ে কি দেখলেন?

ডাক্তার ঃ আমি দেখলাম সবাই খুব আপসেট। ছেলেটির মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে।

উকিল ঃ আপনি যখন গেছেন ছেলেটি তখনো বেঁচে আছে?

ডাক্তার ঃ জ্বি। সে ইশারা করে তার বুক দেখালো। তাতে মনে হয় তার বুকে খুব ব্যথা হচ্ছে। হাসপাতালে নেবার আগেই সে মারা যায়।

উকিল ঃ মাননীয় ধর্মাবতার, আজকের মত আমার জেরা শেষ হয়েছে।

বিপক্ষীয় উকিল ঃ জনাব আসাদ আহমেদ সাহেব!

(আসাদ আহমেদ কাঠগড়ায় প্রবেশ করবেন।)

আপনি কি জানেন বলেন।

আসাদ ঃ এরা সবাই মিথ্যা কথা বলছে। আংটি চুরি গেছে এই সন্দেহে তাকে মারধোর করা হয়। এবং কোন বেকায়দা জায়গায় লেগে ছেলেটা মারা যায়। আকবরের মা, ডাক্তার, এরা সবাই শিখানো কথা বলছে। এদের জন্যে অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টেও ভুল। টাকা দিলে আজকাল সব কিছুই হয়। ফরিদ আমার ভাইস্তা। ও একটু রগচটা। প্রায়ই মারামারি করে। জনাব, আমি ১৬ই বৈশাখ থেকে মিথ্যা বলি না। যা বলছি সব সত্যি বলছি।

বিপক্ষীয় উকিল ঃ আচ্ছা আসাদ সাহেব, ১৬ই বৈশাখ থেকে আপনি নতুন ধরনের জীবন যাপন শুরু করেছেন, ঠিক না?

আসাদ ঃ জ্বি ঠিক।

উকিল ঃ যে পরিবারটির সঙ্গে আপনি দীর্ঘদিন ধরে আছেন তাদের সঙ্গে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করছেন, ঠিক না?

আসাদ ঃ ঝগড়া না।

উকিল ঃ ঠিক আছে ঝগড়া না। কথা কাটাকাটি। একবার মাছের গাদা দেয়া হয়েছিল পেটির বদলে। এই নিয়ে আপনি অনেক কথা শুনিয়েছেন। ঠিক না?

আসাদ ঃ জ্বি ঠিক।

(হাসির শব্দ)

উকিল ঃ আপনি প্রায় তিন লক্ষ টাকা পেয়ে খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন টাকাটা কি ভাবে খরচ করবেন। ঠিক না? নানা জনের কাছ থেকে পরামর্শ চাচ্ছিলেন। ঠিক কি না বলুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ ঃ জ্বি ঠিক।

উকিল ঃ এবং আপনার ভাইস্তি রানুকে আপনি শাড়ি কিনবার জন্যে এক লক্ষ টাকা দিয়েছেন।

আসাদ ঃ এখনো দেই নাই।

উকিল ঃ দিতে রাজি হয়েছেন?

আসাদ ঃ জ্বি।

উকিল ঃ এবং আপনি দেবেন।

আসাদ ঃ জ্বি দেব।

উকিল ঃ আপনার কি কখনো মনে হয় নাই এক লক্ষ টাকা শাড়ির জন্যে খুব বেশি?

আসাদ ঃ (চুপ করে থাকবে)

উকিল ঃ আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় ১৬ই বৈশাখ থেকে আপনার মাথার ঠিক নাই। আপনি উল্টা-পাল্টা কথা বলছেন। উদ্ভট আচরণ করছেন।

আসাদ ঃ আমার মাথার ঠিক নাই!

উকিল ঃ আমাদের কাছে এ রকম মনে হচ্ছে।

(হাসির শব্দ)

আসাদ ঃ এটা ঠিক না, এটা ঠিক না। আমি সুস্থ, আমি সুস্থ। আমি মিথ্যা কথা বলি না, আমি মিথ্যা কথা বলি না। ১৬ই বৈশাখ থেকে আমি মিথ্যা বলি না। বিশ্বাস করুন।

উকিল ঃ বিশ্বাস করছি। বিশ্বাস করব না কেন? আচ্ছা, এটা কি সত্যি যে রহমত নামের ছেলেটি একবার দশ টাকা চুরি করেছিল এবং সেজন্য খুশি হয়ে আপনি তাকে দশ টাকা বখশিশ দিয়েছিলেন?

আসাদ ঃ (চুপ করে থাকবে)

উকিল ঃ মনে হচ্ছে সত্যি। আচ্ছা, আপনার বয়স কত?

আসাদ ঃ তেষট্টি।

উকিল ঃ এই তেষট্টি বৎসর বয়সে আপনি শুনলাম গান শিখবেন বলে মনস্থির করেছেন। এবং হারমোনিয়াম কিনেছেন। সকাল-বিকাল সারেগামা করছেন। এটা কি সত্যি? আমি বিশ্বাস করছি। বিশ্বাস করব না কেন বলুন। আচ্ছা আসাদ সাহেব, যখন ঘটনাটা ঘটলো সে সময় আপনি কি করছিলেন?

আসাদ ঃ ঘুমাচ্ছিলাম।

উকিল ঃ সমস্ত ব্যাপারটা তাহলে ঘুমের মধ্যে দেখলেন?

(সবাই হেসে উঠবে)

জজ ঃ অর্ডার অর্ডার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ ঃ আমি সুস্থ মানুষ। আমি পাগল না। আমি পাগল না। বিশ্বাস করেন।

উকিল ঃ তার মানে আপনি সেই সময় ঘুমাচ্ছিলেন না?

আসাদ ঃ আমি ঘুমাচ্ছিলাম।

উকিল ঃ ব্যাপারটা কেমন হয়ে যাচ্ছে না? আপনি ঘুমাচ্ছিলেন, আবার আপনি বললেন রহমতকে মারতে দেখেছেন।

আসাদ ঃ মারতে দেখি নাই। চিৎকার শুনেছি, তারপর আকবরের মা এসে বলে, সর্বনাশ হয়েছে।

উকিল ঃ তখন ক'টা বাজে?

আসাদ ঃ সাড়ে দশটা।

উকিল ঃ সকাল সাড়ে দশটা না রাত সাড়ে দশটা।

আসাদ ঃ সকাল সাড়ে দশটা।

উকিল ঃ সকাল সাড়ে দশটা তো ঘুমাবার সময় না। এই অসময়ে ঘুমালেন যে!

আসাদ ঃ শরীরটা ভাল ছিল না।

উকিল ঃ মাথা ধরেছিলো?

আসাদ ঃ জ্বি।

উকিল ঃ প্রায়ই আপনার মাথা ধরে। তাই না?

আসাদ ঃ আমি পাগল না। জজ সাহেব, বিশ্বাস করেন আমি পাগল না! ১৬ই বৈশাখ থেকে আমি সত্য কথা বলি। ১৬ই বৈশাখ ১৩৯২ থেকে আমি সত্য কথা বলি। (সবাই হেসে উঠবে) দয়া করে আপনারা হাসবেন না। ১৬ই বৈশাখ ১৩৯২ থেকে আমি সত্য কথা বলি। ১৬ই বৈশাখ ১৩৯২ থেকে আমি . . .

(সবাই হাসছে, জজ সাহেব বলছেন — অর্ডার অর্ডার)।

AMARBOI.COM

সপ্তম দৃশ্য

অন্ধকার স্টেজ আলোকিত হয়ে উঠবে। দেখা যাবে একটি চৌকিতে সাদা কাপড় জড়িয়ে কেউ একজন শুয়ে আছে। তাকে দেখাচ্ছে অনেকটা কফিনের মত। রানু এসে ঢুকবে।

রানু ঃ চাচা! বড় চাচা! আপনার জন্যে চা নিয়ে এসেছি। ও বড় চাচা!
(তিনি উঠবেন)

আসাদ ঃ চা নিয়ে যা। চা খাব না। কটা বাজে রে?

রানু ঃ ন'টা। অসময়ে শুয়ে আছেন কেন চাচা? চলুন হেঁটে আসি। পার্কের দিকে যাবেন?

আসাদ ঃ না। (তিনি আবার শুয়ে পড়বেন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানু ঃ চাচা, আমার একটা কথা শুনুন। প্লীজ। আপনি কি আমাদের উপর রাগ করেছেন?

আসাদ ঃ না। ফরিদকে একটু ডাক তো।

রানু ঃ ভাইয়া, ভাইয়া! (কেউ আসবে না) ও বোধহয় বাসায় নেই। চাচা, আপনি কি কিছু বলবেন?

আসাদ ঃ হ্যাঁ।

রানু ঃ বলেন, আমাকে বলেন।

আসাদ ঃ সবাইকে ডাক। সবাইকে ডেকে আন।

রানু ঃ সবাইকে ডাকার দরকার নেই। বড় চাচা, আমাকে বলেন। আমি সবাইকে বলে দেব।

আসাদ ঃ সবাইকে ডাক।

(রানু বের হয়ে যাবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই এসে একে একে বসবে।)

চাচা ঃ ফরিদ! ফরিদ!

(ফরিদ এসে ঢুকবে। বসবে মাথা নিচু করে)

আজ কত তারিখ ফরিদ? বাংলা তারিখ।

ফরিদ ঃ আমি জানি না।

রানু ঃ পহেলা আষাঢ় ১৩৯২।

চাচা ঃ পহেলা আষাঢ় কি যেন একটা কথা তোমাদের বলতে চাই। মনে করতে পারছি না। আজকাল আর কিছুই মনে থাকে না। মাঝে মাঝে কথাটা মনে হয়। তখন তোমরা কেউ থাক না।

রানু ঃ চাচা, আপনি ঘুমিয়ে থাকুন। বিশ্রাম করুন।

চাচা ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে।

(চাচা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বেন। সবাই একে একে চলে যাবে।)

নেপথ্য থেকে শোনা যাবে — আজ ১৬ই বৈশাখ ১৩৯২। আজ থেকে আমি কারোর উপর রাগ করব না। কোন ক্ষুদ্র ব্যাপারকে প্রশ্রয় দেব না। কখনো মিথ্যা বলব না।

শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে হাসির শব্দ হবে। আবার সেই কথা। শেষ হওয়া মাত্র হো হো হাসির শব্দ। আরো প্রচণ্ড শব্দ। আবার সেই কথা। আবারো হাসি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

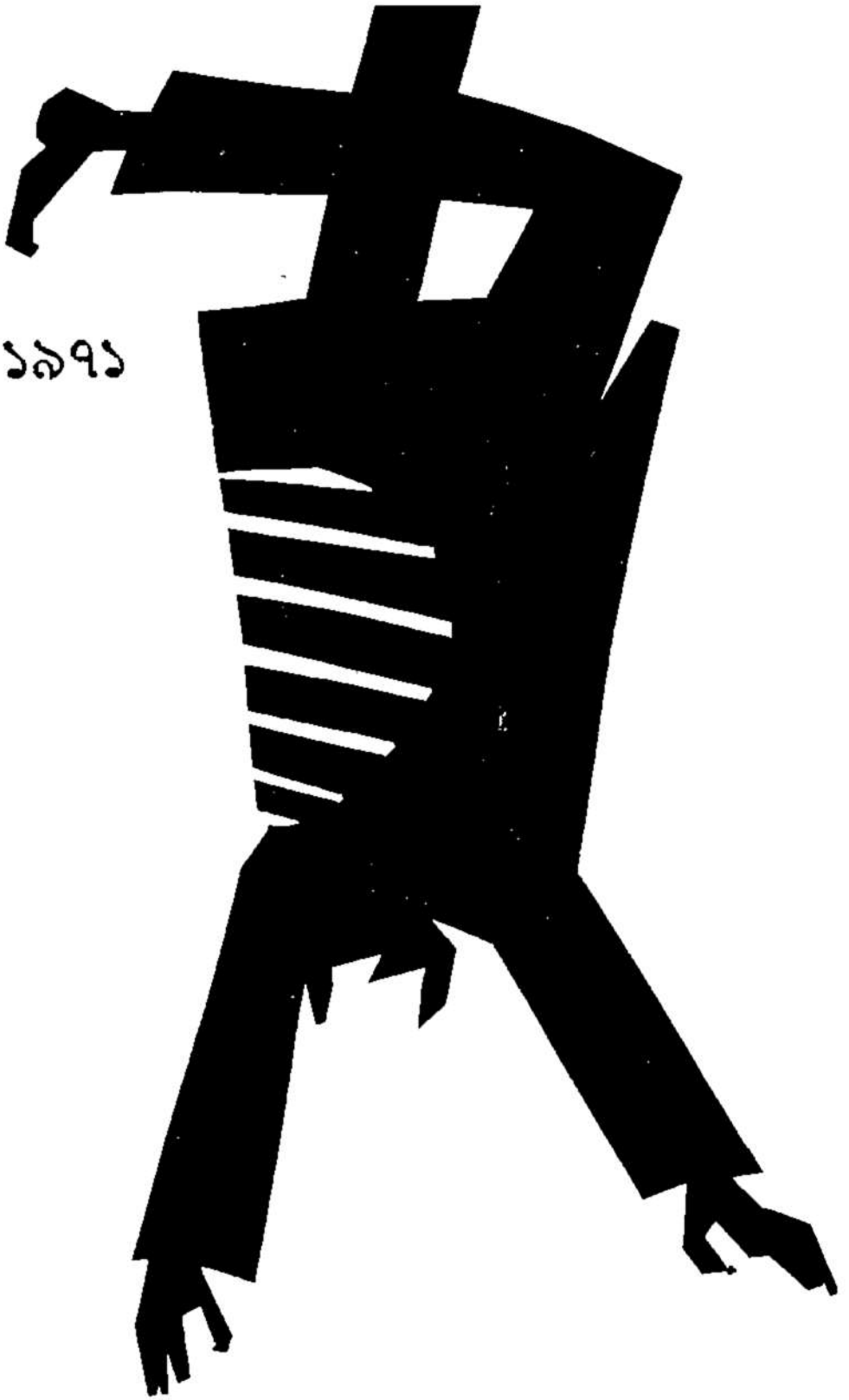

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম দৃশ্য

নীলগঞ্জ প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার আজীজ একজন কবি। তার হাতে একটা খাতা। খাতায় কবিতা। তার পাশে মালা এসে দাঁড়িয়েছে। মালার বয়স ১৬/১৭। বৈঠকখানা। সময় — ভোর। আজীজ মাস্টার গভীর ভাবের মধ্যে আছে। মালা পাশে এসেছে তা সে জানে কিন্তু ভান করছে যে সে জানে না

আজীজ ঃ আরে মালা, তুমি! কখন আসলে? মানে আমি বুঝতেই পারি নি। একটা ভাবের মধ্যে ছিলাম তো. . . কবি মানুষ, হঠাৎ হঠাৎ ভাব এসে যায়। ভাব বড় কঠিন জিনিস, মালা। একবার এসে পড়লে দুনিয়াদারীর কথা কিছু মনে থাকে না। হাসছ কেন মালা?

মালা ঃ আপনের কথা শুনলে খালি হাসি আসে। আপনে হইলেন ভাবের মানুষ। আমার অতো ভাব-টাব নাই।

আজীজ ঃ কাল রাতে, বুঝলে মালা, মাথার মধ্যে হঠাৎ ভাব এসে পড়ল। সারা রাত জেগে রইলাম । জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি আকাশে এত বড় একটা চাঁদ। যেন একটা রূপার থালা। চারদিকে ফকফকা জোছনা মনটা উদাস হয়ে গেল। হাস কেন মালা?

মালা ঃ কাইল রাইতে আপনে আসমানে চান্দ দেখলেন?

আজীজ ঃ হুঁ।

মালা ঃ আফনের মনডা উদাস হইল?

আজীজ ঃ হুঁ। খুব উদাস হল।

মালা ঃ কাইল ছিল অমাবস্যা!

আজীজ ঃ [খুবই অবাক] অমাবস্যা ছিল? বল কি? ইয়ে অবশ্যি অমাবস্যা থাকলেও কিছু যায় আসে না। কবিরা অমাবস্যার মধ্যেও চাঁদ দেখতে পান। কবি হওয়ার এইটাই হচ্ছে মজা।

মালা ঃ অমাবস্যার রাইতে ফকফকা জোছনা দেইখ্যা আপনে কি করলেন?

আজীজ ঃ কবিদের কাজ তো মালা একটাই — কবিতা লেখা। একটা কবিতা লিখলাম। কবিতার নাম হচ্ছে স্বপ্নরাণী। একটা মেয়েকে নিয়ে লেখা — তার বয়স এই ধর ১৬/১৭। পুরোটা লিখেছি পয়ার ছন্দে, শুনবে?

মালা ঃ না। কারে না কারে নিয়া কবিতা লেখছেন। আমি শুইন্যা কি হইব?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজীজ ঃ আগে শোন, তারপর বলব কাকে নিয়ে লিখেছি। হাস কেন মালা? কবিতা কোন হাসি-তামশার ব্যাপার না। মন দিয়ে শোন --

আজি এ নিশিথে তোমারে পড়িছে মনে
হৃদয়ে যাতনা উঠিছে জাগিয়া ক্ষণে ক্ষণে
তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি কল্পলোকের চোখে।
ভালবাসা ছাড়া নাই কিছু আর মোর মরুময় বুকে।

[মালার বাবা জয়নাল মিয়া ঢুকবেন। তিনি ভেতর থেকে এসেছেন। বাইরে কোথায়ও যাবেন।]

জয়নাল ঃ মালা।

মালা ঃ জ্বি বাজান।

জয়নাল ঃ এইখানে কি করস?

মালা ঃ কিছু করি না। মাস্টার সাব আমারে ডাকল কবিতা শুনবার জইন্যে।

জয়নাল ঃ যা, ভেতরে যা। [মালা চলে যাবে] তোমারে একটা কথা বলি মাস্টর, মন দিয়া হোন। আমার একশ' বিঘা জমি আছে। মধুবন বাজারে আছে রাইস মিল। নেত্রকোনায় চাইরডা টিনের ঘর। আমার ঘরে জায়গীর থাকে এমন বেকুব মাস্টারের কাছে আমি মাইয়া বিয়া দিব না। বুঝলা?

আজীজ ঃ জ্বি বুঝেছি।

জয়নাল ঃ মালা, মালা! [মালা ঢুকবে] আইজ থাইক্যা মাস্টর সাবরে মামা ডাকবি। মামা। বুঝছস?

মালা ঃ [মাস্টারকে] মামা, আমের ভর্তা খাইবেন? আইন্যা দেই?

আজীজ ঃ [না সূচক মাথা নাড়বে]

[মালা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে চলে যাবে]

জয়নাল ঃ মাস্টর!

আজীজ ঃ জ্বি।

জয়নাল ঃ তোমারে বেকুব কইছি। মনে ব্যথা পাও নাই তো?

আজীজ ঃ অল্প পেয়েছি। বেশি না। খুবই সামান্য।

জয়নাল ঃ বেকুবেরে বেকুব বললে দোষ নাই। তুমি হইলা আঠারো আনা বেকুব। ইস্কুল ঘরে তুমি জয়বাংলা পতাকা টানাইলা কোন্ আন্দাজে?

আজীজ ঃ কিছুদিন পরেই তো দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। যুদ্ধ হচ্ছে, আমরা জিতে যাচ্ছি। মনটায় খুব আনন্দ হল।

জয়নাল ঃ যুদ্ধ হইতাছে। তোমরা জিততেছ। যুদ্ধডা করতাছে কে? তুমি যুদ্ধে গেছ? গেছ তুমি যুদ্ধে?

আজীজ ঃ জ্বি না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়নাল ঃ তা হইলে? মুখে বাইশ আত লম্বা কথা বইল্লা লাভ নাই। তোমার মুখটা ছোড, কথাও বলবা ছোড ছোড। নান্দাইল বুড়ে মিলিটারী আইছে হেই খবর পাইছ?

আজীজ ঃ জ্বি না।

জয়নাল ঃ তা পাইবা কেমনে? বইস্যা বইস্যা কবিতা লেখ। হুনলাম গরম গরম বক্তৃতাও নাকি দিতাছ?

আজীজ ঃ বক্তৃতা না — মানে স্বাধীনতা ব্যাপারটা কি এইটা সবাইকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। সবাই তো বুঝে না।

জয়নাল ঃ তুমি নিজে বুঝছ? স্বাধীন জিনিসটা কি কও দেখি?

আজীজ ঃ [চুপ করে আছে।]

জয়নাল ঃ মিলিটারী আইয়া যখন শইলের চামড়া খুইল্ল্যা লবণ মাখাইয়া দিব তখন বুঝবা স্বাধীন কি জিনিস। তখন বুঝবা জয় বাংলা কারে কয়। তার আগে বুঝবা না। বেকুব সব জিনিস বুঝে শেষে।

[জয়নাল চলে যাবে। ঢুকবে মালা।]

মালা ঃ মামা! মামা!

আজীজ ঃ [কথা বলবে না]

মালা ঃ মামা কইছি বইল্যা গোসা হইছেন?

আজীজ ঃ না।

মালা ঃ বাজান বেকুব কইছে এই জইন্যে গোসা হইছেন?

আজীজ ঃ না। আমি গরীব, এটা মুখের উপর বললেন সে জন্যে মনটা একটু ইয়ে হয়েছে। কবি মানুষ, এই কারণে অল্পতে মনে ব্যথা পাই। তবে গরীব থাকব না, দেশ স্বাধীন হচ্ছে তো, স্বাধীন দেশে শিক্ষকদের খুব মর্যাদা হবে। কবি, লেখক এঁরা রাজা-বাদশার সম্মান পাবে। অভাব-অনটন কিছুই থাকবে না। বড়ই সুখের সময় আমাদের সামনে মালা। বড়ই সুখের সময়।

[জয়নাল মিয়া আবার ঢুকবেন]

জয়নাল ঃ মালা।

মালা ঃ জ্বি বাজান।

জয়নাল ঃ এইখানে কি?

মালা ঃ মাস্টর মামা আমারে ডাক দিলে আমি কি করমু? ডাক দিয়া স্বাধীন কি এইসব হাবিজাবি কথা বলতাছে।

জয়নাল ঃ যা তুই ভিতরে। স্বাধীন কি এইডা বুঝনের বেশি দিরং নাই, মিলিটারী রওনা হইছে। তারা যখন উপস্থিত হইব তখন ভাল কইরা বুঝাইয়া বলবা স্বাধীন কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খালি গায়ে একটা শিশু ছুটে যাবে।]

শিশু ঃ মিলিটারী। মিলিটারী। মিলিটারী।

[আরো একজনকে ঢুকতে দেখা যাবে]

লোক ঃ জয়নাল ভাই, পুব পাড়া দিয়া মিলিটারী ঢুকছে।

[বলেই সে দাঁড়াবে না, ছুটে যাবে। তার পেছনে পেছনে আরো দু'জন ছুটছে।]

[বাড়ির ভেতর থেকে মালা, মালার মামা এবং মালার বুড়ি দাদী বের হয়ে এসেছে]

জয়নাল ঃ আহ্, তোমরা ভিতরে যাও। ভিতরে যাও।

বুড়ি ঃ ও জয়নাল, মিলিটারী দেখতে কেমুন?

জয়নাল ঃ কথা কানে যায় না? ভিতরে যাও। যাও কইলাম।

[তিনটি গুলির শব্দ হবে। মহিলা দুজন ছুটে ভেতরে যেতে চাইবে, বুড়ি হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে, আর ঠিক তখন দেখা যাবে মার্চ করে মিলিটারীদের একটা দল সামনে দিয়ে যাচ্ছে। দলের মাথায় মেজর এজাজ আহমেদ এবং রফিক। পেছনে সৈন্যদল মার্চ করে যাচ্ছে]

বুড়ি ঃ এইগুলান মিলিটারী? ও জয়নাল, এইগুলান মিলিটারী?

[মালা ছুটে এসে বুড়িকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যাবে।]

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় দৃশ্য

অনেক মানুষ গোল হয়ে বসে আছে। তাদের মাঝখানে কুদ্দুস এবং জয়নাল। কুদ্দুস বয়স্ক মানুষ। গ্রামের সবার উপর এক ধরনের প্রভাব আছে। হৈচৈ হচ্ছে। জয়নাল হাত ইশারা করলেই হৈচৈ থেমে যাবে। গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন হচ্ছে পাগল — নাম ইরাজ আলি।

জয়নাল ঃ চুপ করেন। কুদ্দুস সাবের কথা মন দিয়া শুনেন। চুপ, চুপ।

কুদ্দুস ঃ বাঙ্গালী জাতির বড় দোষ কি কও দেখি? বাঙ্গালী জাতি হইল কান-কথার জাতি। কেউ একটা কান-কথা কইলে এইডা বিশ্বাস করে। কেউ যদি একটা বিলাই দেইখ্যা কয় বাঘ দেখলাম — তাই সই। সবে কইব বাঘ, বাঘ। একবার পিছন ফিরা্যা দেখনের সময় নাই। বাঘ বাঘ কইরা চিক্কুর।

জয়নাল ঃ খাডি কথা। লাখ কথার এক কথা।

কুদ্দুস ঃ কত কথা আগে শুনলাম। মিলিটারী এই করে, হেই করে। এরে মারে গুল্লি, তারে মারে গুল্লি। মাইয়া ধইরা নিয়া যায়। ঘরে আগুন দেয়। এইসব যে মিছা কথা এইটা বুঝলা? কিছু করল মিলিটারী? সক্কাল বেলা আইছে, এখন দুপুর। কিছু করছে কও? দিছে কাউরে একটা চড় থাপ্পর? কও, দিছে? চুপচাপ ইস্কুল ঘরে বইস্যা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইরাজ ঃ চাচামিয়া, আমি নিজের চউক্ষে একটা জিনিস দেখছি।

জয়নাল ঃ আরে এই পাগলা এইখানে আইল ক্যামনে। এই যা। যা কইলাম।

ইরাজ ঃ আমি বড় চমৎকার একটা জিনিস দেখছি। নিজের চউক্ষে দেখলাম — দুইটা মিলিটারী ইস্কুল ঘরের পিছে হাগতে বসছে। হাগে আর কথা কয়। আবার হাগে।

জয়নাল ঃ এই, এরে কানে ধইরা বাইর কইর‍্যা দেও তো। দেখ কি তোমরা? সভার মধ্যে পাগল থাকলে সভা হয়?

[একজন ঠেলতে ঠেলতে পাগলকে বের করে দিবে]

ইরাজ ঃ শইলে হাত দিলে কিন্তু বিষয় খারাপ হইব। এম্নে আমি ভাল মানুষ। শইলে হাত দিলে অবস্থা খারাপ হইব কইলাম। আমি একটা সত্য কথা বললাম . . . নিজের চউক্ষে দেখা — ইস্কুল ঘরের পিছে দুইটা মিলিটারী . . .

[পাগলকে কথা শেষ করতে দেয়া হবে না। ঠেলে বের করে দেয়া হবে।]

কুদ্দুস ঃ এই যে তোমরা জয়বাংলা পতাকা স্কুল ঘরে তুললা, মিলিটারী আইস্যা দেখল। তারার রাগ হওয়ার কথা না? এরা মিলিটারী মানুষ, বিনা কারণেই এরার রক্ত থাকে গরম। সেই গরম রক্তের মানুষ হইয়াও এরা কিছুই করল না। ঠিক কিনা কও। দশজনের মোকাবেলা। মাস্টার তুমিই কও। ভুল বলছি?

আজীজ ঃ এখনও কিছু করেনি তার মানে এই না যে ভবিষ্যতেও কিছু করবে না। এরা হচ্ছে শত্রুপক্ষ।

কুদ্দুস ঃ কি বললা?

আজীজ ঃ না মানে এদের বিশ্বাস করা ঠিক না। এরা ভয়াবহ সব অত্যাচার করে।

জয়নাল ঃ তুমি দেখছ?

আজীজ ঃ জ্বি না। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বলছে।

কুদ্দুস ঃ বললাম না আমরা কান-কথার জাতি। কেউ একটা কথা বললেই হইল — আমরা বিশ্বাস কইরা বইস্যা থাকি। কি একটা জাতি!

আজীজ ঃ আমি বলছিলাম কি, গ্রামের মেয়েদের সব দূরে কোথাও . . .

জয়নাল ঃ তুমি বস তো মাস্টার।

ইমাম ঃ মাস্টার কথাডা খারাপ কয় নাই।

কুদ্দুস ঃ ইমাম সাহেব চুপ কইরা বসেন তো। দাড়িওয়ালা মানুষের এই হইল অসুবিধা। সোজা জিনিস বেঁকা কইরা দেখে। মেয়েছেলেদের যদি বাইরে পাঠাইয়া দেই তা হইলে এরা কি ভাবব? এরা ভাবব আমরা এরারে অবিশ্বাস করতেছি। এরা মুসলমান। আমরাও মুসলমান। এই কথা ঠিক কি না কন দেখি ইমাম সাব? আপনে নিজেই কন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমাম ঃ কথা তো ঠিকই।

জয়নাল ঃ এরা দুই একটা দিনের জইন্যে আসছে। মেহমানের মত এরারে যত্ন কইর‍্যা দিব। এরা যাইব গিয়া। মামলা ডিস্‌মিস্‌। কথা ঠিক বললাম কিনা কন আফনেরা। এরা হইল অতিথি।

সবাই ঃ ঠিক ঠিক।

কুদ্দুস ঃ পাকিস্তানী পতাকা একটা হাতে লইয়া চল সবে যাই। দুই একবার পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিলেই এরা খুশি। এারের খুশি করলে ক্ষতি তো কিছু নাই। নাকি ক্ষতি আছে?

সবাই ঃ না না, কোন ক্ষতি নাই।

জয়নাল ঃ মাস্টার, ধর পতাকাটা হাতে লও।

আজীজ ঃ আমি? এইসব কি বলছেন? আমি কেন?

জয়নাল ঃ এক্কেবারে আসমান থাইক্যা পড়লা মনে হইল। তুমি হইলা এই গেরামের বিশিষ্ট লোক। ইংরাজি জানা লোক, বি.এ. পাস।

আজীজ ঃ বি.এ. পাস করতে পারি নি। একটা স্কলারশিপে রেফার্ড পেয়েছিলাম, পরীক্ষা দিতে পারিনি। টাইফয়েড হয়ে গেল।

জয়নাল ঃ রেফার্ড কয়জনে পায়! রেফার্ড পাওয়া কি সোজা কথা? ফটাফট ইংরাজিতে মিলিটারীরে বলবা। এই গেরামে কোন অসুবিধা নাই। এই গেরামে আমরা সবাই পাকিস্তানী।

আজীজ ঃ মিথ্যা কথা বলব?

জয়নাল ঃ আরে এই বেকুব দিয়া তো বড় যন্ত্রণা হইল।

[দূর থেকে হৈচৈ শব্দ। আগুনের আভা। আগুন, আগুন ধ্বনি। কা কা করে কাক ডাকছে]

[ইরাজ ঢুকবে]

ইরাজ ঃ জয়নাল ভাই, আবার আসলাম। না আইস্যা উপায় নাই, অবস্থা সঙ্গীন। হিন্দুপাড়া সাফ। আগুন জ্বলতাছে। ধাউ ধাউ ধাউ।

জয়নাল ঃ মিলিটারী আগুন দিছে?

ইরাজ ঃ না। মিলিটারীর সাথে বাঙ্গালী একটা আছে। হে হিন্দুবাড়ি খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা বাইর করতাছে আর আগুন দিতাছে। হের নাম রফিক। আমার সাথে আলাপ হইছে।

কুদ্দুস ঃ কি আলাপ?

ইরাজ ঃ জিগাইল এই গেরামে জয়বাংলার লিডার কে কে?

জয়নাল ঃ কি বললি তুই?

ইরাজ ঃ কিছুই বললাম না। পাগল হইলেও আমার বুদ্ধি ষোল আনার উফরে দুই আনা। আঠারো আনা। হে হে হে। সর্বনাশ, রফিক আসতাছে। সাবধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাবধান!

[রফিক ঢুকবে। সবাই সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ।]

কুদ্দুস ঃ আস্‌সালামু আলায়কুম।

রফিক ঃ [কুদ্দুসের দিকে তাকাবে। সালামের উত্তর দিবে না। জয়নালের দিকে তাকাবে।]

জয়নাল ঃ আস্‌সালামু আলায়কুম।

রফিক ঃ কি হচ্ছে এখানে? কিসের জটলা?

জয়নাল ঃ কিছু না জনাব। একটু গফসফ করতেছি।

রফিক ঃ পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ সঙ্গে আছে?

কুদ্দুস ঃ আলহামদুলিল্লাহ, ফ্ল্যাগ থাকবে না কেন? ঘরে ঘরে আছে। কয়টা চান?

রফিক ঃ তাহলে বসে আছেন কেন? ফ্ল্যাগ নিয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে বলতে এগিয়ে যান। দল বেঁধে যান। এখানে হিন্দু কেউ আছে?

জয়নাল ঃ জ্বি না।

রফিক ঃ খুব ভাল। এরা দেশের এক নম্বর শত্রু। খেয়াল রাখবেন এদের যেন ত্রিসীমানায় দেখা না যায়। হিন্দু যারা আছে এদের সবাইকে এটা জানিয়ে দেবেন। এদের যেন ত্রিসীমানায় না দেখা যায়। [রফিক চলে যাবে]

আজীজ ঃ কি আশ্চর্য, বাঙ্গালী হয়ে কিভাবে কথা বলছে!

জয়নাল ঃ আর একটা কথা না মাস্টর, তুমি বহুত যন্ত্রণা করছ। তোমার কারণে আমরার সবার বিপদ হইতে পারে। পাতাকা হাতে লও। লও কইলাম। পতাকা হাতে নিয়া বল — পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

[স্টেজের উল্টোদিকে গুলি হয়ে উঠবে। হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। আগুন, আগুন চিৎকার। দৌড়ে তিন চারজন স্টেজে ঢুকবে।]

জনৈক নমশূদ্র ঃ বাবা সগল, নমশূদ্র পাড়ায় আগুন দিছে। এখন কি করব বাবা সগল? কথা কন না কেন? কি করব বাবা সগল?

কুদ্দুস ঃ পাকিস্তান।

সকলে ঃ জিন্দাবাদ।

কুদ্দুস ঃ আরো জুরে বলো। গলা ফাটায়ে বলো। গলায় জোর নাই? বল — পাকিস্তান।

সকলে ঃ জিন্দাবাদ।

কুদ্দুস ঃ পাকিস্তান

সকলে ঃ জিন্দাবাদ।

নমশূদ্র ঃ বাবা সগল, আমাদের কি ব্যবস্থা বাবা সগল!

[নমশূদ্র পরিবারের কিছু মহিলা ও শিশুও ঢুকবে। ওদের দিকে কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি উঠছে। মাস্টার শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আরো গুলীর শব্দ]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় দৃশ্য

মেজর এজাজ আহমেদ চেয়ারে বসে আছেন। তার দু'টি পা-ই অন্য একটা চেয়ারে তোলা। মেজর সাহেবের পাশে রফিক। একটু দূরে গ্রামবাসী। আজীজ মাস্টারের হাতে নিশান। সে নিশান দুলাচ্ছে। মেজর সাহেবের চোখে সানগ্লাস, তিনি চুরুট টানছেন। তাঁর পাশে বাংলাদেশী পতাকা উড়ছে। তিনি মাঝে মাঝে পতাকা দেখছেন।

রফিক ঃ স্যার ওরা বোধহয় আপনার কাছে আসতে চাচ্ছে। আসতে বলব?

মেজর ঃ [জবাব দেবেন না]

রফিক ঃ আসতে বলব স্যার?

মেজর ঃ না। ওরা কি করে দেখতে চাই।

রফিক ঃ কিছুই করবে না স্যার। দূরে দাঁড়িয়ে নিশান দুলাবে। ওরা স্যার সাহস পাচ্ছে না।

মেজর ঃ জাতি হিসেবে তোমরা খুব সাহসী — এটা তাহলে মনে করার কোন কারণ নেই। কি বল রফিক?

[বলতে না বলতেই খালি গায়ে লুঙ্গি পরা ইরাজকে আসতে দেখা যাবে। কাছে এসেই সে একগাল হাসবে]

ইরাজ ঃ স্যারের শইল ভাল? সিগ্রেট খাওয়াইয়া দিয়েন না স্যার। আফনের ফালা সিগ্রেট খাইতে মন চায়।

মেজর ঃ ও কি বলছে?

রফিক ঃ আমার মনে হচ্ছে স্যার, ও একটা পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে পাগল থাকে।

মেজর ঃ তোমার নাম কি?

ইরাজ ঃ আমার নাম ইরাজ আলি, আমার পিতার নাম তরাব আলি। আমি পাগল এই কথা সত্য নহে স্যার। আমি ক্লাস নাইন পাস। তবে আমার শইলে গরম একটু বেশি। রইদ উঠলে গলা-পানিতে খাড়াইয়া থাকি। গরম সহ্য হয় না।

মেজর ঃ I see.

ইরাজ ঃ তবে স্যার আমার মাতুল বংশে পাগলের ছড়াছড়ি। আমার এক আপন মামা বিরাট পাগল। গেরামের লোক তারে ময়মনসিংহ শহরে ছাইড়া দিয়া আসছে। হেই মামাও ক্লাস নাইন পাস। বিশ্বাস না হইলে গেরামের দশজনরে জিগাইতে পারেন।

মেজর ঃ তুমি কেমন আছ, ইরাজ আলি?

ইরাজ ঃ আপনাদের দশজনের দোয়ায় আল্লাহ্ পাক শরীরটারে ভাল রাখছে। তয়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনাব কোমরে একটা ফোড়া হইছিল। এই এত্ত বড়। এখন আরাম হইছে। এই দেহেন —

[লুঙ্গি নামিয়ে ফোঁড়া দেখাবে]

মেজর ঃ বস। তুমি বস। [ইরাজ মাটিতে বসে পড়বে] আরে আরে, মাটিতে কেন? বস বস, চেয়ারে বস। রফিক উনাকে এক কাপ চা খেতে দাও।

ইরাজ ঃ চা আমি খাই না স্যার। গরম লাগে। আমার শইলে গরম একটু বেশি। খালি 'হট' লাগে।

মেজর ঃ এই পতাকা তোমরা টানিয়েছ?

ইরাজ ঃ জ্বি। এইটা হইল জয় বাংলা পতাকা।

মেজর ঃ তুমি জয় বাংলার লোক?

ইরাজ ঃ ঠিক ধরছেন। এই গেরামে আমরা সব জয় বাংলার লোক। একজনও বাদ নাই। মাস্টার সাব সবের উপরে জয়বাংলা।

রফিক ঃ ওর কথায় গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না, স্যার। ও একটা পাগল।

ইরাজ ঃ ভাইজান, ইহা সত্য নহে। আমি পাগল হইলে আফনে নিজেও পাগল। আফনের বাপ দাদা চইদ্দ গুষ্ঠি পাগল।

মেজর ঃ রেগে যাচ্ছ কেন, ইরাজ?

ইরাজ ঃ রাগি না স্যার। আমার শইলে বাপের বংশটাও নাই।

মেজর ঃ ঐ যে পতাকা দুলাচ্ছে — ঐ লোকটা কে?

ইরাজ ঃ আজীজ মাস্টার। খুব জ্ঞানী লোক। আই.এ. পাস। আবার কবি। কবিতা লেখে। [মুখ নিচু করে হাসতে থাকবে]

মেজর ঃ হাসছ কেন?

ইরাজ ঃ একটা শরমের কথা মনে হইছে, স্যার। আজীজ মাস্টার জয়নাল মিয়ার মাইয়ার সাথে ভালবাসা করে।

মেজর ঃ নাম কি মেয়েটির?

ইরাজ ঃ মালা। বড় লক্ষ্মী মেয়ে। তয় বাপটা হারামজাদা কিসিমের।

মেজর ঃ তাই নাকি?

ইরাজ ঃ ভালবাসার কথা কাউরে কইয়েন না স্যার। মাস্টার সাব শরম পাইব। শিক্ষিত লোকরে শরম দিয়া লাভ নাই। হের উপরে আবার কবি।

মেজর ঃ আমি কাউকেই বলব না। এই লোকও কি জয় বাংলার?

ইরাজ ঃ এতক্ষণ আফনেরে কইলাম কি? এই গেরামে আমরা সব জয় বাংলা। আজীজ মাস্টার হইল এক লম্বর জয় বাংলা।

মেজর ঃ এক নম্বর জয় বাংলা তাহলে পাকিস্তানী পতাকা দুলাচ্ছে কেন?

ইরাজ ঃ আফনেরে খাতির কইরা করতাছে। আফনে হইলেন গেরামের মেহমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[মেজর হেসে ফেলবেন।] এই লোকটা কি সুন্দর কইরা হাসে। দেখতে বড় ভাল লাগে।

মেজর ঃ রফিক !

রফিক ঃ জ্বি স্যার।

মেজর ঃ আজীজ মাস্টারকে আসতে বল।

ইরাজ ঃ আমি আনতাছি। কোন অসুবিধা নাই।

[ইরাজ উঠে দাঁড়াতেই স্লোগান শোনা যাবে]

জয়নাল ঃ পাকিস্তান।

দল ঃ জিন্দাবাদ।

জয়নাল ঃ কায়দে আযম।

দল ঃ জিন্দাবাদ।

আজীজ ঃ মহাকবি ইকবাল ।

দল ঃ জিন্দাবাদ ।

[আজীজ মাস্টার ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসছে।]

রফিক ঃ ইনি মেজর এজাজ আহমেদ, ইনাকে সালাম দেন।

আজীজ ঃ আসসালামু আলায়কুম।

রফিক ঃ আপনার কি নাম মেজর সাহেবকে বলুন।

আজীজ ঃ Respected sir, my name is আজিজুর রহমান মল্লিক।

রফিক ঃ বাংলায় বললেই হবে, স্যার অনেক দিন এদেশে আছেন। উনি খুব ভাল বাংলা জানেন।

[মেজর তাকে ইশারায় বসতে বললেন —]

আপনাকে বসতে বলছেন, বসুন। [আজীজ মাস্টার বসবে]

আজীজ ঃ থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। ইউ আর ভেরি ভেরি কাইন্ড।

রফিক ঃ ইংরেজী বলছেন কেন? বললাম না স্যার খুব ভাল বাংলা জানেন।

[মেজর সাহেব সিগারেট এগিয়ে দেবেন]

আজীজ ঃ আই ডোন্ট স্মোক স্যার।

মেজর ঃ এই গ্রামের জনসংখ্যা কত?

আজীজ ঃ আই ডোন্ট নো স্যার।

মেজর ঃ হিন্দু কতজন আছে?

আজীজ ঃ আই ডোন্ট নো স্যার।

মেজর ঃ তোমার নাম আজীজুর রহমান মল্লিক?

আজীজ ঃ ইয়েস স্যার।

মেজর ঃ মল্লিক মানে কি?

আজীজ ঃ আই ডোন্ট নো স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজরা ঃ এই গ্রামে কারা কারা জয়বাংলা করে?

আজীজ ঃ আই ডোন্ট নো স্যার।

মেজর ঃ তুমি দেখি কিছুই জান না।

আজীজ ঃ স্যার, আমি বিদেশী মানুষ। এইটা আমার গ্রাম না, স্যার। আমার বাড়ি পূর্বধলা ইউনিয়ন, গ্রামের নাম মনোহরদি, জেলা ময়মনসিংহ।

মেজর ঃ তুমি কি পাকিস্তানী না?

আজীজ ঃ জ্বি স্যার, পাকিস্তানী।

মেজর ঃ তাহলে বিদেশী হলে কিভাবে? তুমি বলছিলে ইকবাল জিন্দাবাদ। ইকবালটা কে?

আজীজ ঃ কবি স্যার। বড় কবি। মহাকবি। Very great poet and দার্শনিক।

মেজর ঃ তাঁর কবিতা পড়েছ?

আজীজ ঃ জ্বি না, স্যার।

মেজর ঃ পড়নি? চীন ও আরব হামারা। এ হিন্দুস্থা হায় হামারা। সারা জাঁহা হ্যায় হামারা।

আজীজ ঃ জ্বি না, স্যার।

মেজর ঃ এই পতাকা কি তুমি টানিয়েছ?

আজীজ ঃ ইয়েস স্যার।

মেজর ঃ কেন?

আজীজ ঃ বাই মিসটেক স্যার।

মেজর ঃ নামিয়ে ফেল।

আজীজ ঃ জ্বি আচ্ছা।

[আজীজ মাস্টার পতাকা নামাচ্ছে। দূর থেকে স্লোগান হচ্ছে — পাকিস্তান ঃ জিন্দাবাদ। ইয়াহিয়া খান ঃ জিন্দাবাদ। মেজর সাহেব ঃ জিন্দাবাদ।]

আজীজ ঃ [পতাকা নামিয়ে ফেলেছে] স্যার, আমি চলে যাব?

মেজর ঃ শুনলাম তুমি একজন কবি। [আজীজ হতভম্ব]। কবিতা আমি খুবই পছন্দ করি। সেই সঙ্গে কবিদেরও পছন্দ করি। কাজেই তুমি হচ্ছ আমার পছন্দেব একজন মানুষ। কি, ঠিক বললাম না?

আজীজ ঃ ইয়েস স্যার। ইউ আর ভেরি ভেরি কাইন্ড!

মেজর ঃ তুমি আমাকে এখন একটা কবিতা শোনাও। তোমার লেটেস্ট কবিতা। গতকাল কোন্ কবিতা লিখেছ?

[আজীজ ভয়ে ভয়ে রফিকের দিকে তাকাবে]

রফিক ঃ স্যার শোনাতে বলছেন, শোনান। চেয়ারে বসে শোনান। ভয়ের কিছু নাই।

আজীজ ঃ আজি এ নিশিথে তোমারে পড়িছে মনে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Night time, I remember you.
হৃদয়ে যাতনা উঠিছে জাগিয়া ক্ষণে ক্ষণে
In the heart I have pain all the time.
তুমি সুন্দর চেয়ে থাকি তাই কল্পলোকের চোখে
You are beautiful. So I look all the time.
ভালবাসা ছাড়া নাই কিছু আর মোর মরুময় বুকে
I have only love in the desert heart.

মেজর ঃ তোমার কবিতা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। বল, তোমার জন্যে কি করব?

আজীজ ঃ কিছু করতে হবে না স্যার। You are very kind.

মেজর ঃ অবশ্যই করতে হবে। যে মেয়েটিকে নিয়ে কবিতা লিখেছ তার সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করব। আজ রাতেই সেটা করা যেতে পারে। মালা নামের যে মেয়েটিকে নিয়ে কবিতা লিখেছ তার সঙ্গে তোমার বিয়ে।

[আজীজ হতভম্ব। কাশছে।]

রফিক ঃ বলুন শুকরিয়া।

আজীজ ঃ শুকরিয়া স্যার। আমি কি এখন যাব?

মেজর ঃ অবশ্যই যাবে, তার আগে শুধু একটা কথা বলে দিয়ে যাও — এই গ্রামের জংলা মাঠে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর-এর একটা দল লুকিয়ে আছে। তাদের সঙ্গে ফিফথ্ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দু'জন বন্দী অফিসারও আছে। এই দলটিকে কি এই গ্রাম থেকেই খাবার দেয়া হয়?

আজীজ ঃ আমি স্যার আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

মেজর ঃ আচ্ছা, তুমি যাও।

[মাস্টার চলে যাবে]

রফিক!

রফিক ঃ ইয়েস স্যার।

মেজর ঃ শুনলাম তুমি একটা পেট্রোলের টিন নিয়ে হিন্দুবাড়ি সব জ্বালিয়ে দিয়েছ।

রফিক ঃ জ্বি, স্যার। হিন্দুদের আমি সহ্য করতে পারি না, স্যার। ওরা দেশের শত্রু।

মেজর ঃ তোমাকে আমি ক্রমেই বেশি বেশি পছন্দ করা শুরু করেছি।

রফিক ঃ অশেষ শুকরিয়া।

মেজর ঃ এই কবি মাস্টারটার বিয়ের ব্যবস্থা আমি সত্যি সত্যি করতে চাই। কেন করতে চাই জান?

রফিক ঃ জানি না স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর ঃ আমি নিজেও জানি না। হা হা হা — রফিক !

রফিক ঃ ইয়েস স্যার।

মেজর ঃ জংলা মাঠ কি ঘিরে ফেলা হয়েছে?

রফিক ঃ আমি যতদূর জানি, হয়েছে।

মেজর ঃ গুড। ভেরি গুড। সবকিছু তাহলে পরিকল্পনা মতই হচ্ছে। I like it.

চতুর্থ দৃশ্য

রাতের দৃশ্য। ঝিঁঝি ডাকছে। ব্যাঙ ডাকছে। মঞ্চের একেক অংশ আলোকিত হবে, সেই অংশের মঞ্চায়ন হবে। আলো নিভে পাশের অংশ আলোকিত হবে। এইভাবে তিনটি অংশের কাজ শেষ হবে।

১ম অংশ

আজীজ মাস্টার ও মালা।

আজীজ ঃ রাতের বেলা তুমি যে এই ঘরে আসলে তোমার বাবা জানতে পারলে তো খুব রাগ করবেন। খুবই রাগ করবেন।

মালা ঃ আমি কি বিনা কাজে আসছি নাকি? বাড়ি খুঁজতে আসছি। তার উপর বাবাও বাড়িত নাই। মিলিটারীর লইন্যে ডাব পাড়াইতে গেছে। মাস্টার সাব। মিলিটারী লোক কেমন?

আজীজ ঃ খারাপ না, ভাল। বেশ ভালই। আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করল।

মালা ঃ আপনের সাথে ভদ্র ব্যবহার করছে বইল্যাই ভাল?

আজীজ ঃ না, তা না। মেজর সাহেব দেখলাম কবিতা পছন্দ করেন। যাঁরা কবিতা পছন্দ করেন তাঁরা খারাপ লোক হতে পারেন না।

মালা ঃ পারে না কেন?

আজীজ ঃ কবিতা পছন্দ করে অথচ খারাপ লোক, তা হয় না মালা। নিয়ম নাই।

মালা ঃ কার নিয়ম?

আজীজ ঃ প্রকৃতির নিয়ম। ও তুমি বুঝবে না।

মালা ঃ আমি কিছুই বুঝি না আর আফনে সব বুঝেন। হিন্দু ঘর জ্বালাইয়া দিছে, ছোড ছোড পুলাপান নিয়া এরা জঙ্গলে বইস্যা আছে। সারা সইন্ধ্যা বৃষ্টিতে ভিজছে — হেই খবর জানেন?

আজীজ ঃ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

মালা ঃ স্বাধীন স্বাধীন বইল্যা কত বড় বড় কথা ; আর আইজ এক্কেবারে চুপ। বলে কিনা ভদ্রলোক – কবিতা বালবাসে। আফনের শইলে শরম নাই?

আজীজ ঃ তুমি বুঝতে পারছ না মালা, আমাদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র এখন কিছুই নাই। এদের যদি ক্ষেপিয়ে দেই। লাভ তো কিছু হবে না। ভুলিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালিয়ে এদের বিদায় করতে হবে।

মালা ঃ আফনে বরং এক কাম করেন — মেজররে নিয়া একখান বাইশ হাত লম্বা কবিতা লেখেন। হেই কবিতা হুইন্যা মেজর সাব খুশি হইয়া বলব — তুমি কি চাও? আফনে বলবেন — আমি একজনরে বিবাহ করতে চাই। তার বাপ রাজি না। আফনে বইল্যা দিলে বিবাহটা হয়।

আজীজ ঃ মালা, তুমি শুধু শুধু আমার উপর রাগ করছ।

[উঠে হাতটা ধরবে] আমার কথা শোন।

মালা ঃ হাত ধরলেন কোন্ আন্দাজে। আমি আফনেরে মামা ডাকি না? মামা, হাতটা ছাড়েন। হাত ছাড়েন মামা।

২য় অংশ

হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে পড়বে মালার মুখে। মাস্টার হাত ছেড়ে দেবে।

মালা ঃ কে কে? মুখের উপর টর্চ ধরে লোকটা কে? [আলো নিভে যাবে। লোকটি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, তাকে দেখা যাচ্ছে না।] কথা বলে না, লোকটা কে?

রফিক ঃ আমার নাম রফিক। [খানিকক্ষণের জন্যে নীরবতা। ঝিঁঝি ডাকছে। কুকুরের ডাক।] এই বাড়িতে কোন মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামী লীগের কেউ কিংবা কোন হিন্দু লুকিয়ে নেই তো?

আজীজ ঃ জ্বি না, জনাব।

রফিক ঃ আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি না। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করছি।

মালা ঃ আছে। ঘর ভর্তি হিন্দু। মুক্তিযোদ্ধাও আছে। যান, ধইরা নিয়া যান। নদীর পারে নিয়া গুলী কইরা মারেন।

আজীজ ঃ মালা, তুমি ঘরে যাও তো। এইসব কি বলছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?

[মালার মা ভেতর থেকে এসে টানতে টানতে মালাকে নিয়ে যাবে।]

রফিক ঃ মাস্টার সাহেব, আপনার প্রেমিকা মেয়েটি খুব সুন্দর।

আজীজ ঃ ভাইসাব, এ সম্পর্কে আমার ভাগ্নি হয়। আমাকে মামা ডাকে।

রফিক ঃ [শব্দ করে হেসে উঠবে।]

৩য় অংশ

মঞ্চের মাঝামাঝি একটি অংশ আলোকিত হতেই দেখা যাবে অন্ধ মীর আলিকে। সে বারান্দায় জলচৌকিতে বসে আছে।

মীর ঃ ও বৌ, বৌ, ও বৌ! [ঘোমটা দিয়ে অনুফা বের হয়ে আসবে।] শইলডা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুইত লাগতেছে না বৌ। বুকের মইদ্যে কফ জমছে। এক বাটি চা হইলে আরাম হইত। চা হইল কফের বড় অষুধ।

অনুফা ঃ চা নাই।

মরী ঃ যেডা চাই হেইডাই নাই। এই বিষয়ডা তো আমি বুঝলাম না। মুড়ি আছে। জাম বাটিত কইরা এক বাটি মুড়ি দেও। এখন আবার কইও না যে মুড়িও নাই।

অনুফা ঃ মুড়ি নাই।

মীর ঃ তোমার কথা শুইন্যা দিলডা এক্কেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল বৌ। যা চাই, নাই। আমি কি বিষয় বুঝি না? ঠিকই বুঝি। বুড়া শ্বশুররে না খাওয়াইয়া মারতে চাও। এর ফল ভাল হইত না বৌ। আখেরাতে আল্লাহপাকের কাছে জবাবদিহী হইবা।

অনুফা ঃ গেরামে অতবড় বিপদ। আর আফনের খালি খাই খাই।। ছিঃ! গেরাম ভর্তি মিলিটারী। ঘর-দোয়ার সব জ্বালাইয়া দিতাছে। লোকজন সব আল্লাখোদার নাম নিতাছে আর আফনে . . .।

মীর ঃ মিলিটারী আইছে হেই ভয়ে কাজকম্ম খাওয়াদাওয়া বন্ধ কইরা ঘরে বইয়া থাকন লাগব? এইটা কেমন কথা! এত ডরাইলে তো হয় না বৌ। সাহস থাকা লাগে। আমার তোমার বয়সের একটা গফ কই হোন।

অনুফা ঃ থাক আব্বাজান, এই গফ শুনছি।

মীর ঃ আরেকবার হোন। ভাল জিনিস বারবার হোনা যায়। তহন বিটিশ আমল গেরামে আইছে দারোগার। আমি খেতের কাম করতাছি, আমারে কয় কি, এই বলদের বাচ্চা হুইন্যা যা। আমি আস্তে আস্তে উইঠ্যা গিয়া সামনে খাড়াইলাম, তারপরে একটা চড় এমুন দিলাম বৌ, হারামজাদা তিন আত দূরে গিয়া উল্টাইয়া পড়ল। হা হা হা। অবশ্য আমারে বাইন্দা লইয়া গেল। সদরে চালান করল। একমাস হাজত খাটলাম। হেইডা কিছুই না, চড় একটা তো দিলাম। কি কও বৌ?

অনুফা ঃ তা তো ঠিকই।

মীর ঃ সাহস একটা বড় জিনিস বউ। এইটা থাকন লাগে। যার সহাস নাই তার কিছুই নাই। এখন তুমি পাকঘরে গিয়া দেখ দেখি চিড়া আছে কি না। থাকলে ভাইজ্যা আন। মরিচ দিয়া একটা ডলা দিবা। আর এক ফোটা সরিষার তেল দিবা। সরিষার তেল জিনিসটা কফের জন্য খুব ভাল।

[অনুফা চলে যাবে। দেখা যাবে রফিক এসে দাঁড়িয়েছে।]

মীর ঃ যায় কেডা সামনে দিয়া? লোকডা কেডা?

রফিক ঃ আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি বিদেশী মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীর ঃ নামটা বলেন। বিদেশী মানুষেরও তো নাম থাকে, থাকে না?

রফিক ঃ আমার নাম রফিক।

মীর ঃ বাবাজী, আপনে বিদেশী মানুষ এই কারণে বলতাছি — সাবধানে চলাচল করবেন। গেরামে মিলিটারী ঢকুছে। ঘর–দোয়ার জ্বালাইতাছে। এই গেরাম হইল মাইয়া পুরুষের গেরাম। ভয়ে সব আধমরা। জোয়ান জোয়ান পুরুষ সব গিয়া ঢুকছে বউয়ের শাড়ির তলে। কারোর মুখে একটা কথা নাই। আমার নিজের এক পুত্রসন্তান আছে বাবা — নাম বদিউজ্জামান। হেই হারামজাদা মাঝের ঘরে দুপুর থাইক্যা বইস্যা আছে। একটু পরে পরে হেই হারামজাদা খালি পানি খায়।

রফিক ঃ তাই নাকি?

মীর ঃ সাহসী লোকজন আইজ কাইল আর নাই বাবাজী। ছিল আমরার সময়। আপনেরে একটা গফ বলি — আমার তখন জোয়ান বয়স। বিটিশ রাজত্ব . . . বাবাজী আপনের নামটা যেন কি বললেন?

রফিক ঃ আমার নাম রফিক।

মীর ঃ রফিক? এই নামের এক কমিনের বাচ্চা মিলিটারীরে পথ দেখাইয়া আনছে। আপনে কি . . .

রফিক ঃ ঠিকই ধরেছেন। আপনি ঠিকই ধরেছেন। চাচা মিয়া, আমি যাই . . .। আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে।

[রফিক চলে যাচ্ছে। মীর হতভম্ব। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। ঘেউ ঘেউ শব্দে কুকুর ডাকছে।]

AMARBOI.COM

পঞ্চম দৃশ্য

মঞ্চে মেজর সাহেব একা। রাতের দৃশ্য। মেজর অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন।

মেজর ঃ রফিক! রফিক [কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।] আমার ভাল লাগছে না। সামথিং ইজ রং। রাতটাকে ভয়ংকর মনে হচ্ছে— অ'ফুল নাইট। রফিক! রফিক! [রফিক ঢুকবে] কোথায় ছিলে?

রফিক ঃ হাঁটতে গিয়েছিলাম, স্যার। রাতের বেলা গ্রামের ভেতর দিয়ে হাঁটতে বড় ভাল লাগে। আকাশে চাঁদ নেই। চাঁদ থাকলে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুতাম।

মেজর ঃ ইয়েস। চাঁদের আলো থাকলে ভাল হত। মুনলিট নাইট। চাঁদের আলোয় তোমাদের এই দেশটাকে ভালই দেখায়।

রফিক ঃ তোমাদের দেশ বলছেন কেন স্যার! এই দেশ কি আপনারও নয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর ঃ অবশ্যই আমার দেশ। অবশ্যই। এবং চিরদিন যেন তাই থাকে সেই ব্যবস্থা করে যেতে হবে। এখন সময়টা খুব চমৎকার। এই সময়ে যা ইচ্ছা তাই করা যায়। সেই সুযোগ আমরা নেব। আগাছা পরিষ্কার করে ফেলব। কি বল রফিক? এটা কি অসম্ভব?

রফিক ঃ খুবই সম্ভব।

মেজর ঃ রাইট। খুবই সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের রক্তপিপাসু জানোয়ার বলে মনে হবে। কিন্তু ইতিহাস আমাদের কি চোখে দেখবে? রফিক, তুমি কি ইতিহাস পড়েছ?

রফিক ঃ সাবসিডিয়ারিতে আমার জেনারেল হিস্ট্রী ছিল। পাস করতে পারিনি।

মেজর ঃ ইতিহাস সব সময় বিজয়ীদের পক্ষে। ইতিহাস আমাদের দেখবে মহাবীর হিসেবে। আলেকজান্ডার বা নেপোলিয়নকে কি আমরা নৃশংস-খুনী, রক্তপিপাসু মানুষ হিসেবে দেখি? না, দেখি না। তাঁরা হচ্ছেন দিগ্বিজয়ী মহাবীর। ইতিহাস আমাদের অত্যাচারের কথা মনে রাখবে না।

রফিক ঃ স্যার, আপনি বরং খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিন। কয়েক রাত ধরে আপনার ঘুম হচ্ছে না। আপনাকে খুব অস্থির লাগছে।

মেজর ঃ রাইট। ঘুম হচ্ছে না, কয়েকরাত ধরে আমার ঘুম হচ্ছে না। ঘুমানো দরকার। রফিক!

রফিক ঃ জ্বি স্যার।

মেজর ঃ এখানে কেউ সত্যি কথা বলছে না — জংলা মাঠ সম্পর্কে যাকেই জিজ্ঞেস করি সে-ই বলে — আমি কিছু জানি না। তোমার এই দেশ মিথ্যাবাদীর দেশ। তবে এদেরকে দিয়ে আমি সত্যি কথা বলাব। আর ঠিক দু'ঘণ্টার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ মিথ্যা বলবে না। হড়হড় করে সব কথা বের হয়ে আসবে। আমি আতংক জাগিয়ে তুলব। ভয়াবহ আতংক। এমন আতংক যে কোন গর্ভবতী মেয়ে যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে তার গর্ভপাত হয়ে যাবে। আমি দশটা হিন্দুকে গুলী করে মারবার হুকুম দিয়েছি। যে কোন দশজন। শুরুতেই ধর্ম ব্যাপারটাকে আমি ব্যবহার করব। অতীতে ধর্মকে অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে। এখন হবে এবং ভবিষ্যতেও অনেকবার হবে। তাই না রফিক?

রফিক ঃ তা হবে। ধর্ম একটা চমৎকার জিনিস, একে নানানভাবে ব্যবহার করা যায়।

[কুদ্দুস সাহেবকে এগিয়ে আসতে দেখা যাবে।]

মেজর ঃ কে কে কে ওখানে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুদ্দুস ঃ জনাব, আমি কুদ্দুস। হুকুমের খাদেম।

মেজর ঃ ও আচ্ছা, আচ্ছা। আমার খাদেম। বন্দুকের নলের আশেপাশে সব সময় কিছু খাদেম জুটে যায়। এটা একটা চমৎকার ব্যাপার । খাদেম জুটে বলেই বন্দুকের নলের ক্ষমতা এত ভয়াবহ হয়। এই খাদেম খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। খুবই প্রয়োজীয়। কুদ্দুস!

কুদ্দুস ঃ জ্বি, জনাব।

মেজর ঃ হিন্দু দশজন কি পাওয়া গেছে?

কুদ্দুস ঃ জ্বি না, জনাব। ভয়ে সব আগেই গেরাম ছাইড়া পালাইছে। এরা হইল ভীতুর জাত। চাইরজন পাওয়া গেছে। এর মইদ্যে একটা আবার বেশি বাচ্চা, নয় বছর বয়স।

মেজর ঃ এখন ন' বছর বয়স কিন্তু এক সময় তো বয়স বাড়বে। বাড়বে না? চারজন পাওয়া গেছে, চারজন দিয়েই শুরু হোক। সঙ্গে একটা মুসলমান ঢুকিয়ে দিন। নয়ত মুসলমানরা ভাববে মুসলমান হলে আর কোন ভয় নেই।

কুদ্দুস ঃ কারে দিব?

মেজর ঃ দিন, আপনার একজন শত্রুর নাম মুছিয়ে দিন। আপনি হচ্ছেন আমার খাদেম। আপনাকে আমি খুশি রাখতে চাই। আছে আপনার কোন শত্রু? থাকলে বলুন। কোন রকম দ্বিধা রাখবেন না।

কুদ্দুস ঃ মাখনা বইল্যা একজন আছে — খুবই হারামজাদা। তার উপর আবার দেশেরও শত্রু।

মেজর ঃ বেশ চারের সঙ্গে যুক্ত হল মাখনা। এখন হল পাঁচ। চারও যা, পাঁচও তা। তাই না কুদ্দুস সাহেব?

কুদ্দুস ঃ খাঁটি কথা বলছেন জনাব। পাঁচ হইল গিয়ে বেজোড় নম্বর। বেজোড় নম্বরের উপরে আল্লাহতালার খাস রহমত আছে।

মেজর ঃ যান, তাহলে তাই হবে। পাঁচ — Five. [কুদ্দুস চলে যাবে]

রফিক ঃ স্যার!

মেজর ঃ কিছু বলবে রফিক?

রফিক ঃ আমার মনে হয় আপনার কিছু ঘুম দরকার। কয়েক রাত ধরে আপনি ঘুমাননি। আপনার চোখ লাল হয়ে আছে।

মেজর ঃ ঘুম আসবে না রফিক। ঘুম আসবে না। আমি আমার রক্তের মধ্যে দারুণ এক আনন্দ অনুভব করছি। এই আনন্দ হচ্ছে ক্ষমতার আনন্দ। এই গ্রামের যে কোন মানুষকে আমি হত্যা করতে পারি। ইচ্ছা করলে সব ক'টাকে মেরে ফেলতে পারি। তার জন্যে কারো কাছে আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবাবদিহি করতে হবে না। এই আনন্দের কাছে পৃথিবীর সব আনন্দই তুচ্ছ। আমাকে বিধাতা-পুরুষের মত মনে হচ্ছে রফিক। আচ্ছা শোন, পাঁচটা গুলী হয়ে যাবার পর গ্রামের লোকজন আমাকে বিধাতার মত ভয় পাবে না?

রফিক ঃ বিধাতার চেয়েও অনেক বেশি ভয় পাবে। এই মুহূর্তে বিধাতার ক্ষমতার চেয়েও আপনার ক্ষমতা অনেক বেশি।

মেজর ঃ রফিক, আই ফিল স্লিপী। ঘুম পাচ্ছে। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে।

[মেজর মঞ্চে পাতা একটা বেঞ্চিতে গিয়ে শোবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসবেন।]

তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ঐ আজীজ মাস্টারকে কথা দিয়েছিলাম বিয়ে দিয়ে দেব। সেই ব্যবস্থা করেছি। সম্ভবত বিয়ে হয়েও গিয়েছে। হা হা হা। স্বামী-স্ত্রী কৃতজ্ঞতা জানাতে আসবে। কারণ আসতে বলেছি। তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলবে।

কে কে কে? কে ওখানে?

ইমাম ঃ আমি নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম, আমার নাম মিনহাজ উদ্দিন। আমি কোরানে হাফেজ। একটা দুঃসংবাদ পাইয়া ছুটে আসলাম জনাব। পাঁচটা লোকরে ধইরা নিয়া যাইতেছে গুলী করতে।

মেজর ঃ দুঃসংবাদ বলছ কেন? এ সুসংবাদ। দেশ শত্রুমুক্ত হচ্ছে।

ইমাম ঃ বিনাবিচারে শাস্তি কোরান মজিদে নিষেধ আছে জনাব। আল্লাহ্‌পাক কোরান মজিদে বলেছেন. . .

মেজর ঃ বিচার করা হয়েছে। আমিই ছিলাম বিচারক। আমিই আইন এবং আমিই আদালত।

ইমাম ঃ জীবের জীবন আল্লাহ্‌পাকের দেয়া, এই জীবন আমরা নিতে পারি না জনাব। হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌পাক যখন আপনারে জিজ্ঞেস করবে — কেন তুমি মানুষগুলিরে মারলা? আপনি কি জবাব দিবেন?

মেজর ঃ বুদ্ধিদীপ্ত কোন জবাব আমি নিশ্চয়ই দেব। এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। এখন আমার কিছু প্রশ্নের জবাব চাচ্ছি। এই গ্রামে জুম্মার নামাজ হয়?

ইমাম ঃ হয় জনাব।

মেজর ঃ জুম্মার নামাজে খুৎবা পাঠ হয়?

ইমাম ঃ হয়।

মেজর ঃ খুৎবার শেষে যখন দোয়া পড়া হয় তখন কি পাকিস্তানের জন্যে দোয়া করা হয়?

ইমাম ঃ সব মুসলমানের জন্যে দোয়া করা হয়, জনাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর ঃ আমার কথার জবাব দাও, পাকিস্তানের জন্যে দোয়া করা হয়েছে?

ইমাম ঃ না।

মেজর ঃ বাংলাদেশের জন্যে দোয়া করা হয়েছে?

ইমাম ঃ [নিশ্চুপ]

মেজর ঃ জবাব দাও।

ইমাম ঃ হয়েছে।

মেজর ঃ শেখ মুজিবের জন্যে দোয়া করা হয়েছে?

ইমাম ঃ হয়েছে জনাব।

মেজর ঃ রফিক !

রফিক ঃ বলুন স্যার।

মেজর ঃ এই ছাগলটাকে কানে ধরে এখান থেকে বের করে দাও। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। আমি আর জেগে থাকতে পারছি না।

[আবার শুয়ে পড়বেন। ঠিক তখন একটি গুলীর শব্দ হবে, মেজর সাহেব উঠে বসবেন।]

ওয়ান। ওয়ান ফর সরো।

[দ্বিতীয় শব্দ]

টু। টু ফর জয়।

[তৃতীয় শব্দ]

থ্রী। থ্রী ফর লেটার।

[চতুর্থ শব্দ]

ফোর। ফোর ফর ফ্রেন্ডশীপ।

[পঞ্চম শব্দ]

[মেজর সাহেব আবার শুয়ে পড়বেন। ভীত এবং হতভম্ব ইমাম সাহেব এক মনে দোয়া পড়ছেন। আস্তে আস্তে ভোর হচ্ছে। আকাশ ফর্সা হচ্ছে]

ইমাম ঃ ইয়া মাবুদ ! ইয়া গফুরুর রহিম। এইসব কি ! এইসব কি ! !

AMARBOI.COM

ষষ্ঠ দৃশ্য

এই দৃশ্যের তিনটি আলাদা আলাদা অংশ আছে। হত্যা-দৃশ্যের পরের অবস্থাটা বোঝানোর জন্যে এই দৃশ্যের অবতারণা। পাগল ইরাজ আলি মঞ্চে আসছে।

১ম অংশ

ইরাজ ঃ ভাইসকল, কে কোথায় আছেন বাইর হন। গুল্লি হয়া গেছে । গুল্লি হয়া গেছে। পাঁচ গুল্লি, পাঁচজন খতম। চাইর হিন্দু, এক মুসলমান। ফটাফট সব শেষ। নদীর পারে নিয়া গুল্লি দিল। হাত পিছমোড়া বান্দা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার নিজের চউক্ষে দেখা। উপরে আল্লা নীচে মাটি, কতা যা বলতেছি সব খাঁটি। এর মইদ্যে কিছু ভুল নাই। ভাইসকল, কে কোথায় আছেন বাইর হন।

[কুদ্দুস বের হয়ে আসবে।]

কুদুস ঃ এই, চুপ কর্ তো। চুপ কর্।

ইরাজ ঃ আপনে চুপ করেন। কি বলতেছি হুনেন। ভাইসকল, কে কোথায় আছেন বাইর হন। গুল্লি হয়া গেছে, সরকারী হুকুমে গুল্লি। এক লম্বর গুল্লি পালপাড়ার নিবারণ। গুল্লির সময় চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া তার পিসিরে ডাকতেছিল। দুই লম্বর গুল্লি আমরার মাখনা ভাই। মাখনা ভাই কোন চিল্লা-ফাল্লা করে নাই! [কুদ্দুস এগিয়ে এসে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দেবে।]

কুদ্দুস ঃ হারামজাদা পাগল!

ইরাজ ঃ আমি পাগল এইডা তো সবেই জানে। আফনে আমারে মারলেন কেন্? আফ নে তো পাগল না।

কুদ্দুস ঃ চুপ কর্ হারামজাদা।

ইরাজ ঃ ব্যাটা তুই চুপ কর্। গেরামের মানুষ যইয়া সাফ হইতাছে! কই সবে মিল্যা চিল্লা-ফাল্লা করবে, আর হে মলে চুপ কর্।

কুদুস ঃ আরে পাগল, চিল্লা-ফাল্লা করলে তুইও তো গুল্লি খাবি।

ইরাজ ঃ খাইলে খামু। ভাইসকল, কে কোথায় আছেন বাইর হন। গুল্লি হয়া গেছে। পাঁচ গুল্লি। চাইর হিন্দু, এক মুসলমান — ফটাফট সব শেষ।

AMARBOI.COM

২য় অংশ

অন্ধ বৃদ্ধ মীর আলি জলচৌকিতে বসে আছে। শুনছে পাগলার বক্তৃতা।

মীর ঃ অনুফা, ও অনুফা, এইটা কি শুনি? কি শুনি অনুফা?

অনুফা ঃ ভিতরে আইসা বসেন আব্বাজান।

মীর ঃ কি বললা? ভিতরে গিয়ে বসতাম? শিয়ালের মত গর্ত বানায়া দেও বউ। আমারে না, তোমার স্বামীরে বানায়া দাও। গর্তের মধ্যে তারে নিয়া ঢোকাও। হারামজাদা ভয়ে কাঁপতাছে। ঐ হারামজাদা, মায়ের বুকে দুধ খাস নাই তুই! তরে কি তর মা পানি খাওয়াইয়া বড় করছে?

[ভেতর থেকে বদি মুখ বের করবে।]

বদি ঃ সক্কালবেলা কি যন্ত্রণা শুরু করলেন? চুপ করেন তো।

[বদি আবার মুখ ভেতরে টেনে নেবে।]

অনুফা ঃ বড় বড় কথা বইল্যা তো আব্বাজান লাভ নাই, এরা পিস্তল বন্দুক লইয়া আইছে।

মীর ঃ পিস্তল বন্দুক কিছু না বৌ। পিস্তল বন্দুক কিছু না। আসল জিনিস হইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কইলজা। কইলজা বড় থাকন লাগে। তা হইলে হোন, তোমারে একটা গফ কই। আমার তখন জোয়ান বয়স, বিটিশ আমলের কথা, একদিন খেতে কাম করতাছি, অমন সময় গেরামে চৌকিদার আইয়া উপস্থিত।

[বদি আবার মাথা বের করবে।]

বদি ঃ এই বুড়া তো বড় যন্ত্রণা করতাছে। চুপ করেন।

মীর ঃ আইচ্ছা রে ব্যাটা আইচ্ছা। চুপ করলাম। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে]। তুই পানি খা। পানি খাইয়া কইলজা শীতল কর। বৌমা, তোমার স্বামীরে এক কলসি পানি দেও। [দেখা যাবে কুদ্দুসকে]

কুদ্দুস ঃ মীর ভাই, শইল ভাল?

মীর ঃ শইল ভালই আছে, মনডা খারাপ। মানুষ মাইরা সাফ কইরা ফেলতাছে — কেউ কোন শব্দ করে না। সবে মিল্যা বলে — চুপ কর্ চুপ কর্। চুপ করতে কয় আর পানি খায়।

কুদ্দুস ঃ একটা দুর্ঘটনা হয়া গেছে এইটা নিয়া চিল্লা–ফাল্লা কইরা তো লাভ নাই। জন্ম–মৃত্যু আল্লাহ্‌পাকের হাতে। পাঁচটা মৃত্যু যে হইল — এইটা কর্মফল। আল্লাহ্‌পাক যদি ঠিক কইরা রাখেন এদের মৃত্যু হবে নদীর পারে, তখন তুমি-আমি কি করব কও?

মীর ঃ মারছে মিলিটারী, দোষ হইল আল্লাহর?

কুদ্দুস ঃ দোষ মিলিটারীরও আছে। তয় ব্যাপার কি জান? — এরা হইল রক্তগরমের জাত। এরাও উনারে উনিশ–বিশ হয়। তয় আর যেন না হয় তার জন্যে শান্তি কমিটি হবে। সব বিশিষ্ট লোক থাকব শান্তি কমিটিতে, শান্তি ফিরা আসবো বদি, ও বদি! [বদি বের হয়ে আসবে] পাকিস্তানী পাতাকা ঘরে আছে? না থাকলে কচুয়া শাড়ি কাইট্টা তাড়াতাড়ি টানা — দিরং করিস না। শান্তি কমিটির মইদ্যে তরে রাখলাম। তুই হইলি শান্তি কমিটির মেম্বর। চিন্তা করিস না।

মীর ঃ বুঝতাছি না। আমি কিছুই বুঝতাছি না। মানুষ মাইর‍্যা সাফ কইর‍্যা ফেলতাছে — আর এরা বানাইতেছে শান্তি। কুদ্দুস, ও কুদ্দুস!

কুদ্দুস ঃ জ্বি।

মীর ঃ একটা গফ করি। হোন — বিটিশ আমলের কথা। আমার তখন জোয়ান বয়স। একদিন খেতে কাম করতেছি . . [বদি বের হয়ে আসবে]

বদি ঃ চুপ করেন।

মীর ঃ [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নিচু গলায় বলবে] আচ্ছা বাবা, চুপ করতাছি। তুমিও চুপ কইরা থাক। তুমি হইলা শান্তি কমিটির লোক। তুমি শান্ত হও গো বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তম দৃশ্য

ভোর। মেজর সাহেব এখনো ঘুমুচ্ছেন। পাশে রফিক। ঘুম ভেঙে মেজর সাহেব উঠে বসবেন।

মেজর ঃ কতক্ষণ ঘুমিয়েছি রফিক?

রফিক ঃ প্রায় তিন ঘণ্টা।

মেজর ঃ বাহ্, চমৎকার। ঘুমটাও খুব গাঢ় হয়েছে। এতটা গাঢ় হবে বুঝতে পারি নি। একটা স্বপ্নও দেখলাম। A very pleasant dream. সুন্দর একটা স্বপ্ন। অনেকদিন পর একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম।

রফিক ঃ চায়ের ব্যবস্থা করতে বলব, স্যার?

মেজর ঃ তার আগে স্বপ্নটা শুনে নাও। আমি দেখলাম কি জান? আমি দেখলাম তোমার সঙ্গে আমার খুবই বন্ধুত্ব হয়েছে। অসম বন্ধুত্ব। আমি একটি দেশের সম্রাট, তুমি সেই দেশেরই একজন দরিদ্র প্রজা। তবু আমাদের চমৎকার বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বের কারণে আমি তোমাকে উপহার দিতে চাইলাম। আমি বললাম, তুমি কি উপহার চাও, বন্ধু? তুমি বললে . . . ভাল কথা, আজীজ মাস্টার এবং তার স্ত্রী কি এসেছিল?

রফিক ঃ জ্বি, না।

মেজর ঃ কেন এল না?

রফিক ঃ হয়ত ভয় পাচ্ছে। আপনি ভয়াবহ আতংক চারদিকে জাগিয়ে তুলেছেন।

মেজর ঃ [উচ্চস্বরে] আজীজ মাস্টার এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে আস। আচ্ছা ভাল কথা, তুমি যেন কি বলছিলে — চারদিকে আতংক জাগিয়ে তুলেছি? আমি কি চারদিকে ভয়াবহ আতংক জাগিয়ে তুলেছি?

রফিক ঃ হ্যাঁ।

মেজর ঃ সবাই ভয় পাচ্ছে?

রফিক ঃ পাচ্ছে। প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে।

মেজর ঃ তুমি নিজে পাচ্ছ না?

রফিক ঃ পাচ্ছি। আমি নিজেও পাচ্ছি। আমি সাহসী মানুষ না, মেজর সাহেব।

মেজর ঃ আচ্ছা, তুমি কি বিবাহিত?

রফিক ঃ আপনি তো স্যার আপনার স্বপ্নের কথাটা শেষ করলেন না। মধুর যে স্বপ্নটি দেখছিলেন . . .

মেজর ঃ প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি বিবাহিত?

রফিক ঃ জ্বি।

মেজর ঃ তোমার স্ত্রী কি সুন্দরী?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিক ঃ হ্যাঁ।

মেজর ঃ তোমার ছেলেমেয়ে কি?

রফিক ঃ আমার একটি মেয়ে।

মেজর ঃ তার নাম কি?

রফিক ঃ তার নাম চন্দ্রশীলা।

মেজর ঃ চন্দ্রশীলা আবার কেমন নাম? এর মানে কি?

রফিক ঃ মানুষ যেদিন প্রথম চাঁদে নামল সেই দিন আমার মেয়ের জন্ম। কাজেই তার নাম চন্দ্রশীলা — চাঁদের পাথর।

মেজর ঃ বাহ্, চমৎকার। আচ্ছা শোন, স্বপ্নটা শেষ করি। আমি বললাম, তুমি কি উপহার চাও বন্ধু, তুমি বললে . . . [কথা শেষ হবার আগেই আজীজ মাস্টার এবং তার স্ত্রীকে ঠেলে মঞ্চে ঢোকান হবে।] কেমন আছ আজীজ?

আজীজ ঃ [জবাব দেবে না]

মেজর ঃ তুমি আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করছ। তুমি আমাকে সালাম দাও নি। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। অথচ আমি তোমাকে তোমার প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করেছি। তোমার প্রেমিকা তো দেখতেও সুন্দরী। এখন বল তুমি কেমন আছ?

আজীজ ঃ [উত্তর দেবে না]

রফিক ঃ এরকম করছেন কেন? বন্ধুর প্রশ্নের জবাব দিন। বলুন আমি ভাল আছি।

আজীজ ঃ [চুপ]

মেজর ঃ তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? পাঁচটি মানুষ মেরে ফেলেছি এই জন্যে তুমি কি অসন্তুষ্ট?

আজীজ ঃ [চুপ]

মেজর ঃ রফিক, তুমি ওর গালে কষে একটা চড় দাও।

[রফিক সশব্দে একটা চড় বসাবে। আজীজ মেঝেতে পড়ে গিয়েছে। তার স্ত্রী তাকে জড়িয়ে ধরবে। আস্তে আস্তে বসাবে]

মেজর ঃ বাহ্, মেয়েটি তো বেশ সুন্দর। [মালা ভয় পেয়ে একটু দূরে সরে যাবে।] রফিক, তোমরা বাঙ্গালীরা হচ্ছ অকৃতজ্ঞের জাত। এই মাস্টার আমি এখানে আসবার আগে চারদিকে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছে — শেখ মুজিবকে নিয়ে কবিতা লিখেছে — তা সত্ত্বেও ওকে চমৎকার একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এখন সে আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। দেখ, দেখ, সে কিভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে। যেন আমি ভয়াবহ কোন জন্তু। হা হা হা।

রফিক ঃ তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘমিয়ে লাভ নেই, স্যার। আমাদের জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো বড় ব্যাপার অপেক্ষা করছে। ওদের যেতে দিন।

মেজর ঃ বড় ব্যাপারটা কি?

রফিক ঃ ইপিআর এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের খোঁজ পাওয়া গেছে স্যার। ওরা মিসাখালি খাল ক্রস করে উত্তর দিকে এগুচ্ছে।

মেজর ঃ [সিগারেট ধরাবেন] তুমি অনেক করছ আমাদের জন্যে রফিক। তোমার কাজকর্মে আমি খুশি। ও আচ্ছা, স্বপ্নটা তো বলা হল না — আমি স্বপ্নের মধ্যে তোমাকে বললাম, তুমি কি চাও, বন্ধু? তুমি বললে, আমি কিছুই চাই না, তবু আপনি যদি আমাকে কিছু দিতে চান তাহলে আপনার রাজ্যের সবচে' সুন্দর রমণীটিকে আমায় দিন। তোমার কথা শুনে আমি অসম্ভব রেগে গেলাম। কেন বল তো?

রেগে গেলাম, কারণ আমার রাজ্যের সবচে' সুন্দরী রমণীটি ছিল আমার স্ত্রী। কাজেই স্বপ্নে আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। ভাগ্যিস পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নে ঘটল। হা হা হা। তবে এখন তোমাকে পুরস্কৃত করা যাবে। তুমি এক কাজ কর রফিক, এই মেয়েটিকে তুমি নিয়ে নাও। সবচে' সুন্দর না হলেও মন্দ নয়।

মালা ঃ এইসব কি বলতেছে! এইসব কি বলতেছে!

মেজর ঃ [মালার স্বর বিকৃত করে] এইসব কি বলতেছে! এইসব কি বলতেছে!

[তিনি উঠে গিয়ে মেয়েটিকে ধাক্কা ছুড়ে দেবেন রফিকের দিকে। রফিক এক হাতে ধরে ফেলবে। সে ধরেছে খুব শক্ত করে। মেয়েটি এঁকেবেঁকে ছুটে যেতে চাচ্ছে।]

She looks like snake. A pretty angry snake. I like that. I like that.

রফিক ঃ এই মেয়েটি কি আমার?

মেজর ঃ অবশ্যই, অবশ্যই।

রফিক ঃ এই মেয়েটিকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি?

মেজর ঃ অবশ্যই। তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। হা হা হা। এ হচ্ছে তোমাকে দেয়া আমার সামান্য উপহার। খুবই সামান্য উপহার।

[মালা থু থু করে রফিকের মুখে কয়েকবার থুথু দেবে।]

রফিক ঃ আমি যেহেতু মেয়েটিকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি, কাজেই আমি তাকে ছেড়েও দিতে পারি। তাই না মেজর সাহেব? আমি মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছি। এই যাও, তুমি চলে যাও।

[রফিক মেয়েটির হাত ছেড়ে দেবে। মালা হতভম্ব। কয়েক মুহূর্ত দুজনের মুখের দিকে তাকাবে। তারপরই দেখা যাবে স্বামীর হাত ধরে চলে যাচ্ছে। মেজর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রফিকের দিকে।]

মেজর ঃ রফিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিক ঃ বলুন স্যার।

মেজর ঃ তুমি যে এই কাজটা করবে তা কিন্তু আমি জানতাম। মিলিটারী সম্পর্কে জর্জ বার্নাড শ' একটা মজার কথা বলেছিলেন। তুমি কি তা জানো?

রফিক ঃ আমি জানি না। আমাদের সিলেবাসে জর্জ বার্নাড শ' ছিল না।

মেজর ঃ বার্নার্ড শ'র একটি নাটকের নাম —**The Arms and the Man.** ঐ নাটকে তিনি মিলিটারী সম্পর্কে বলেছেন, দশজন মিলিটারীর মধ্যে ন'জনই হয় রামবোকা। তোমার কি ধারণা আমি ঐ ন'জনের একজন?

রফিক ঃ এখনো বুঝতে পারছি না।

মেজর ঃ আমি বুদ্ধিমান নই, রফিক। আমি বোকা। **A damn foll.** বোকা বলেই তুমি ধোঁকা দিয়ে আমাদের এই গ্রামে নিয়ে এলে। আমি যখন মধুবনে পৌছলাম তখন বিদ্রোহী সৈন্যের দলটি মুধবনে ছিল। তুমি এই গ্রামের জংলা ভিটার কথা বলে আমাদের এদিকে নিয়ে এলে। বিদ্রোহী সৈন্যরা পালিয়ে যাবার সুযোগ পেল। তুমি ওদের পালিয়ে যাবার চমৎকার সুযোগ করে দিলে। কি রফিক, আমি কি ঠিক বলছি না?

রফিক ঃ [সিগারেট ধরাবে।]

মেজর ঃ এই গ্রামে এসেই তুমি হিন্দুদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে লাগলে যাতে ভয় পেয়ে তারা সরে যায়। কারণ তুমি হিন্দুদের উপর আমার আক্রোশের কথা জান। তোমার উদ্দেশ্য সফল হল। ওরা পালিয়ে গেল। মাত্র দশজন হিন্দুও জোগাড় করা সম্ভব হল না। রফিক, আমি কি ঠিক বলছি না?

রফিক ঃ ঠিকই বলছেন।

মেজর ঃ সব ক'টা ট্রাম্প কার্ড ছিল আমার হাতে, তবু তুমি খেলায় আমাকে হারিয়ে দিলে। **You played a good game.** তোমার বুদ্ধি এবং কৌশল দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি রফিক। সত্যি মুগ্ধ হয়েছি।

রফিক ঃ আপনাকে ধন্যবাদ। পাকিস্তান আর্মির একজন শক্তিমান অফিসারকে মুগ্ধ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

মেজর ঃ রফিক, তুমি নিশ্চয়ই জানতে যে এক সময় তুমি ধরা পড়ে যাবে এবং তোমাকে আমি কুকুরের মত গুলী করে মারব। তুমি জানতে না?

রফিক ঃ জানতাম।

মেজর ঃ ভয় করেনি?

রফিক ঃ কেন করবে না বলুন। আমি ভীতু এবং কাপুরুষ ধরনের একজন মানুষ। আমার শুধু বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে।

মেজর ঃ [উচ্চস্বরে] একে নদীর পারে নিয়ে যাও। এক্ষুণি, এক্ষুণি নিয়ে যাও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ দৃশ্য

নদীর পাড়ে বুক-পানিতে রফিক দাড়া হয়ে আছে। স্টেজে সে একা। কতকগুলি রাইফেলের নল উঁচু হয়ে আছে। মেজর সাহেবের কথা শোনা যাবে, তাঁকে দেখা যাবে না। রফিকের চারদিকে থৈ থৈ করছে জল।

মেজর ঃ রফিক।

রফিক ঃ স্যার বলুন।

মেজর ঃ কেমন লাগছে রফিক!

রফিক ঃ ভয় লাগছে। এর বেশি কিছু না।

মেজর ঃ তোমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে না?

রফিক ঃ [নিশ্চুপ]

মেজর ঃ তোমার কন্যার কথা মনে পড়ছে না? কি যেন তার নাম?

রফিক ঃ তার নাম চন্দ্রশীলা।

মেজর ঃ চন্দ্রশীলা। চন্দ্রশীলা — ভাল নাম। সুন্দর নাম। রফিক!

রফিক ঃ বলুন।

মেজর ঃ তোমার কি ধারণা এই দেশ তোমার বীরত্বের কথা মনে রাখবে? তোমায় নিয়ে গল্প-কাহিনী লেখা হবে, কাব্য লেখা হবে? কিছুই হবে না রফিক। নাথিং। কেউ মনে রাখবে না। কেউ না।

রফিক ঃ তাতে কিছু যায় আসে না স্যার। আমার ক্ষমতা ছিল সামান্য। সেই সামান্য ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব করেছি।

মেজর ঃ এই দেশ স্বাধীন হয়ে গেলেও তোমার কথা কারো মনে পড়বে না। আমাদের অত্যাচারের কথাও কারোর মনে থাকবে না। এসব কথা কেউ যদি বলেও — তাহলেও কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবে গল্পকথা।

রফিক ঃ [তাকিয়ে আছে] হয়তো বা।

মেজর ঃ তোমার কি ধারণা এই দেশ স্বাধীন হবে?

রফিক ঃ দেশ যে স্বাধীন হবে তা আমি যেমন জানি — আপনিও জানেন। আপনি আমার চেয়ে অনেক ভাল জানেন।

মেজর ঃ রফিক, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও?

রফিক ঃ চাই মেজর সাহেব। সবাই বেঁচে থাকতে চায়। আপনি নিজেও চান। চান না? কিন্তু মেজর সাহেব, আমার মনে হয় না আপনি জীবিত এদেশ থেকে ফিরে যাবেন।

মেজর ঃ আমার ক্রোধের সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই রফিক। তুমি হয়ত জান না আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই গ্রামের প্রতিটি মানুষকে আমি গুলী করে মারব। কেউ ছাড়া পাবে না। কেউ না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিক ঃ তাও আমি আন্দাজ করেছি মেজর সাহেব। আমি খবর পৌঁছে দিয়েছি। এতক্ষণে গ্রাম খালি হয়ে গেছে। আপনি কাউকেই খুঁজে পাবেন না। হা-হা-হা-।

মেজর ঃ তোমার কি কোন শেষইচ্ছা আছে? তোমার বুদ্ধিমত্তায় আমি চমৎকৃত হয়েছি। কাজেই তোমাকে গুলী করে মারার আগে তোমার শেষইচ্ছা আমি পূরণ করব। আছে কোন শেষইচ্ছা?

রফিক ঃ আছে জনাব। আমি আপনার গায়ে একবার শুধু থু করে থুথু ফেলতে চাই। একটু এগিয়ে আসুন মেজর সাহেব।

মেজর ঃ ফায়ার।

[পর পর কয়েকটি গুলী হল। মঞ্চ নিস্তব্ধ।]

[ঘোষকের কণ্ঠ ভেসে আসছে —]

ঘোষক ঃ ১৯৭১ সনের ১১ই মে ময়মনসিংহের নীলগঞ্জে রফিক নামের একজন মানুষকে মিলিটারী গুলী করে মারে। ছোটখাট এই মানুষটি পথ ভুলিয়ে নীলগঞ্জে নিয়ে আসে ওদের। এবং সেই খবর পৌঁছে দেয় ইপিআর-এর কাছে। পাকিস্তান মিলিটারীর পুরোদলটিকে ঘিরে ফেলে ইপিআর-এর সেনারা। পাকিস্তানী মেজর গুলী করে মারার আগে আগে রফিককে বলেছিলেন — তোমার কি ধারণা এই দেশ তোমার বীরত্বের কথা মনে রাখবে? তোমাকে নিয়ে গল্পকাহিনী লেখা হবে? কাব্য লেখা হবে? কিছুই হবে না রফিক, কেউ মনে রাখবে না।

স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর আমরা অবাক হয়ে দেখছি — মেজরের কথাই সত্যি হচ্ছে — আমরা কেউ কিছুই মনে রাখছি না। চেষ্টা করছি অতি দ্রুত সবকিছু ভুলে যেতে। এমন ভাব করছি যেন ১৯৭১ বলে কোন সময় আমাদের জীবনে আসেনি। ঐ সময়টি যেন ইতিহাসের বাইরের কোন সময়। আর কতদিন এইভাবে চলবে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৃপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম দৃশ্য

[অন্ধকার মঞ্চ। বেদীর মত একটি স্থান। কেউ একজন গর্বিত ভঙ্গিতে বসে আছে সেখানে। মঞ্চ ক্রমে ক্রমে আলোকিত হচ্ছে। ভারী গলায় নেপথ্য থেকে কেউ একজন কথা বলবে।]

নেপথ্য কণ্ঠ ঃ মহিমগড়ের মহামান্য রাজা প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে পথে নেমেছিলেন। সন্ধ্যার আগেই তাঁর রাজপ্রাসাদে ফেরার কথা — তিনি ফিরলেন না। পথ হারিয়ে ভূষণ্ডি মাঠে বসে রইলেন। রাত বাড়তে লাগলো। আমাদের আজকের গল্প মহিমগড়ের নৃপতির গল্প। গল্প শুরু করছি এইভাবে — এক দেশে এক রাজা ছিল।

[কয়েকজন ছেলে ও দু'টি মেয়ে সমবেত কণ্ঠে গাইতে থাকবে। সম্মিলিত কণ্ঠের বিলম্বিত সুরের গান ক্রমে উচ্চগ্রামে উঠবে। দেখা যাবে মঞ্চ আলোকিত হচ্ছে।]

একদেশে এক রাজা ছিল।
রাজার অনেক সৈন্য ছিল।
হাতীশালে হাতী ছিল।
ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল।
টাকশালেতে টাকা ছিল।
একদেশে এক রাজা ছিল।
একদেশে এক রাজা ছিল।

[মঞ্চ আলোকিত। উপবিষ্ট রাজাকে দেখা যাচ্ছে বিমর্ষ ভঙ্গিতে বসে আছেন। মঞ্চের অন্য প্রান্ত থেকে একজন বেরিয়ে এসে বেদীতে উপবিষ্ট রাজাকে অবাক হয়ে দেখবে।]

[প্রায় অন্ধকার মঞ্চে প্রবেশ করছে চোর। তার গায়ে কাঁথা, এক হাতে একটি পুটলি। অন্য হাতে বিড়ি। হাতে কিছু থাকবে না কিন্তু বিড়ি টেনে টেনে আসছে এমন একটি ভঙ্গি করবে। হঠাৎ সে রাজাকে দেখে থমকে দাঁড়াবে। দু'পা পিছিয়ে আসবে।]

রাজা ঃ তোমার নাম, তোমার পরিচয়?

প্রজা ঃ হুজুর আমারে জিগাইতেছেন? আমার নাম হইল গিয়া . . .

রাজা ঃ তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজা ঃ আপনেরে চিনুম না! কন কি আপনে? হে-হে-হে-।

রাজা ঃ তোমরা স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি। আমাকে চিনতে পেরেও কুর্নিশ করনি! আবার দাঁত বের করে হাসছ। রাজার সামনে হাসতে হলে তাঁর অনুমতি লাগে তাও জান না?

প্রজা ঃ আপনেরে চিনতে পারি নাই। আল্লাহর কসম হুজুর এট্টুও চিনি নাই। বড় আন্ধাইর।

রাজা ঃ চিনতে পারনি।

প্রজা ঃ জ্বে না। আন্ধাইরে রাজার চেহারা যেমুন, চোরের চেহারাও তেমুন।

রাজা ঃ তুমি কি কর?

প্রজা ঃ রাজা সাব, আমি একজন চোর।

রাজা ঃ [স্তম্ভিত] চোর?

প্রজা ঃ জ্বে হুজুর। আমার বাপও চোর ছিল আর হুজুর আমার দাদা . . .

রাজা ঃ যাও যাও —। আমার সামনে থেকে চলে যাও। একজন চোর কথা বলছে আমার সঙ্গে! [চোর পায়ে পায়ে সরে যাচ্ছে। রাজা হঠাৎ মত বদলাবেন] এই চোর।

চোর ঃ রাজা সাব ডাকলেন?

রাজা ঃ আমি ভেবে দেখলাম চোর হলেও তুমি আমার প্রজা। এবং প্রজা হচ্ছে সন্তানতুল্য। কাজেই তুমি আমার সন্তান। ঠিক বলেছি কিনা বল?

চোর ঃ এক্কেবারে খাঁটি কথা কইছেন। হুজুর আপনে আমার পিতা।

রাজা ঃ তুমি আমাকে মহিমগড়ের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে পারবে?

চোর ঃ তা পারুম কিন্তু হুজুর আপনি এই মাঠের মইধ্যে ক্যামনে আইলেন? আপনের সৈন্য সামন্ত কই? মুকুট কই? হাতী ঘোড়া কই? মন্ত্রী সাবরা কই?

রাজা ঃ তোমার সঙ্গে খোশ-গল্প করার আমার কোন ইচ্ছা নেই।

চোর ঃ হুজুরের কাছে অস্ত্রপাতি কিছু আছে? তলোয়ার, ছুরি, চাক্কু?

রাজা ঃ প্রজারা আমার সন্তানের মত। ওদের কাছে আমি নিরস্ত্র অবস্থায় যেতে পছন্দ করি।

[চোর তার ঝুলি হাতড়ে ভয়াল-দর্শন একটা ছোরা বের করবে।] আমাকে ঠিকমত রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিলে প্রচুর ইনাম পাবে। তোমার হাতে ওটা কি? [চোর ছোরার ধার পরীক্ষা করবে] হাতের এই জিনিসটা ফেলে দাও।

চোর ঃ [হেসে উঠবে]

রাজা হাসছ কেন?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোর ঃ জিনিসটার মইধ্যে জবর ধার। আর এইটা বার করছি হুজুর আপনার জইন্যে সেরেফ আপনার জইন্যে।

রাজা ঃ [রাজা স্তম্ভিত ও ভীত।] আমার জন্যে?

চোর ঃ জ্বে হুজুর। যদি কেউ আপনেরে আক্রমণ করে। দুষ্টু লোকের তো হুজুর দেশে অভাব নাই। দেশ ভর্তি দুষ্টু লোক — এই জইন্যে এই জিনিস।

রাজা ঃ ও তাই বল। ওটা তাহলে সঙ্গেই রাখ — ফেলার প্রয়োজন দেখি না। তোমার নাম কি যেন বলছিলে?

চোর ঃ মজনু। মাইনসে ডাকে মজনু চোরা।

রাজা ঃ তোমাকে কিন্তু ভদ্রলোকের মতই দেখাচ্ছে, চোর বলে মনে হচ্ছে না।

চোর ঃ [হেসে উঠবে।]

রাজা ঃ হাসছ কেন?

চোর ঃ বেয়াদবী মাপ করেন হুজুর। এই কান ধরলাম আর যদি হাসি।

রাজা ঃ না না ঠিক আছে। হাসতে ইচ্ছে হলে হাসবে। আমার অনুমতি লাগবে না।

চোর ঃ হুজুরের দয়ার শরীর।

রাজা ঃ রাজপ্রাসাদে পৌঁছেই তোমার জন্যে জায়গীরের ব্যবস্থা করব। পঞ্চাশ একর লাখেরাজ জমি। এতে চলবে?

চোর ঃ হুজুরের অসীম দয়া।

রাজা ঃ ঠিক আছে, ওটাকে একশ একর করে দিচ্ছি। একশ বিঘা লাখেরাজ জমি।

চোর ঃ গোস্তাকী মাপ হয়। হুজুর কিন্তু বিঘার কথা বলেন নাই। হুজুর বলেছিলেন একশ একর।

রাজা ঃ ও আচ্ছা। আমার কাছে বিঘাও যা একরও তা। তোমার যা পছন্দ তাই হবে। একশ একর।

চোর ঃ হুজুর তাহলে চলেন, রওনা দেই। মেলা দূরের পথ।

রাজা ঃ আমার পক্ষে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। জুতো হারিয়ে গেছে। কি করা যায় বল তো? এ তো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

চোর ঃ হুজুর কি আমার পিঠে উঠতে চান?

রাজা ঃ তোমার যদি কষ্ট না হয়। কষ্ট হবে? তোমার শরীরও তো খুব মজবুত মনে হচ্ছে না। অকারণে কষ্ট দিতে চাই না।

চোর ঃ জ্বে না। কোন কষ্ট নাই। উঠেন হুজুর। [রাজা পিঠে চড়বেন] মাবুদে এলাহী, ওজন তো কম না।

রাজা ঃ কষ্ট হচ্ছে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোর ঃ না হুজুর। আরাম লাগতাছে। হুজুরের শইলডা মাখনের মত নরম। বড় আরাম হুজুর।

রাজা ঃ আস্তে আস্তে যাবে। কোন তাড়া নেই। ঝাঁকনি দেবে না। আমার ঝাঁকনি সহ্য হয় না।

চোর ঃ জ্বে আইচ্ছা। খুব আস্তে যামু।

রাজা ঃ তোমার যেন কি নাম বললে?

চোর ঃ মজনু।

রাজা ঃ মজনু, বেশ সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। এটা কি বসন্তকাল?

চোর ঃ এইডা হুজুর শীতকাল।

রাজা ঃ না, না, না। শীতকাল হতেই পারে না। আমি ফুলের ঘ্রাণ পাচ্ছি। তুমি পাচ্ছ না?

চোর ঃ জ্বে না হুজুর, আমার সর্দি। [নাক ঝাড়বে]

রাজা ঃ তোমার নামটা যেন কি?

চোর ঃ মজনু।

রাজা ঃ মজনু, তুমি গান জান?

চোর ঃ [হাঁপাতে হাঁপাতে] জ্বি না হুজুর।

রাজা ঃ আমার কবিতা লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে মজনু।

মজনু ঃ হুজুর, এট্টু নামেন পিঠ থাইক্কা।

রাজা ঃ কষ্ট হচ্ছে?

মজনু ঃ কোন কষ্ট না, তয় হুজুর দমটা বন্ধ হইয়া আসতাছে। এট্টু নামেন।

[রাজা নামবেন। মজনু বড় বড় করে শ্বাস নিতে থাকবে। জামা খুলে সে নিজেকে প্রবল বেগে বাতাস করতে থাকবে। মঞ্চে একজনের পেছনে একজন দল বেঁধে প্রবেশ করবে। তাদের দলপতি এক বৃদ্ধ]

রাজা ঃ ওরা কারা? মজনু, জিজ্ঞেস কর ওরা কারা?

মজনু ঃ [উচ্চস্বরে] তোমরা কে?

বৃদ্ধ ঃ আমরা হেতমপুরের প্রজা।

রাজা ঃ তোমরা কোথায় যাও?

মজনু ঃ [উচ্চস্বরে] তোমরা কোথায় যাও?

বৃদ্ধ ঃ আমরার পেটে ভাত নাই,
এই কথাটাই — রাজা সাবরে নিজের মুখে বলতে চাই।

তরুণী ঃ রোজা সাবরে বলতে চাই।
আমরার পেটে ভাত নাই
শীত পড়ছে আকাশ-পাতাল
শীতে কষ্ট পাই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা ঃ হেতমপুর কতদূর?
সকলে ঃ হেতমপুর অনেক দূর!
রাজা ঃ এই সামান্য কথা বলবার জন্যে এতদূর থেকে এসেছ?
সকলে ঃ ভাতের কষ্ট বড় কষ্ট
এর উপরে কষ্ট নাই।
বৃদ্ধ ঃ এই কথাটাই রাজা সাবরে
নিজের মুখে বলতে চাই।
মজনু ঃ অত কথা শুনবার সময়
রাজা সাবের নাই।
সকলে ঃ কথা বলতে চাই
আমরা কথা বলতে চাই।
তরুণী ঃ রাজা সাবরে বলতে চাই
আমরার পেটে ভাত নাই
ভাতের কষ্ট বড় কষ্ট
এর উপরে কষ্ট নাই।
এই কথাটা রাজা সাবরে
নিজের মুখে বলতে চাই।
সকলে ঃ কথা বলতে চাই।
আমরা কথা বলতে চাই।

[এই সুরে গান গাইতে গাইতে তারা এগিয়ে যাবে। মজনু পিঠ বাঁকা করে দাঁড়াবে। রাজা চিন্তিত মুখে তার পিঠে চড়বেন। তাঁরা রওনা হবেন।]

[মঞ্চের আলো কমে আসবে। রাজার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। দূর থেকে গম্ভীর গলায় একক কণ্ঠে শোনা যাবে —]

"এক দেশে এক রাজা ছিল
রাজার অনেক সৈন্য ছিল।
ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল।
... ...।"

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে রাণী ঢুকছেন। রাণীর পেছনে ফুলের সাজী হাতে দুইজন সহচরী। রাণী ঘুরছেন অস্থির হয়ে। রাণীর পিছনে পিছনে সহচরীরা ঘুরছে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাণী ঃ মহারাজা প্রাসাদে এখনো এসে পৌছেন নি?

সহচরী ঃ [না সূচক মাথা নাড়বে।]

রাণী ঃ এত সময় তো লাগার কথা নয়? আমার ভাল লাগছে না।

১ম সহচরী ঃ সুরশিল্পী আসমত আলী খাঁ সাহেবকে আসতে বলব? গান শুনিয়ে তিনি আপনাকে তুষ্ট করবেন।

রাণী ঃ প্রথম প্রহর পার হয়েছে, আমার খুব অস্থির লাগছে। কিছুতেই মন বসছে না। প্রজাদের দেখতে বেরিয়েছেন। ওদের দেখার কি আছে?

১ম সহচরী ঃ ওস্তাদজীকে আসতে বলি?

রাণী ঃ প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন দেশের অবস্থা ভাল নয়। প্রজারা অসন্তুষ্ট। চারিদিকে অভাব। এই সব বলে বলে তারা মহারাজাকে বিরক্ত করেছে। নয়ত তিনি বের হতেন না। আমার ভাল লাগছে না।

১ম সহচরীঃ ওস্তাদজীকে বলি আপনার প্রিয় গান গেয়ে শুনাবার জন্যে। এতে মহারাণীর মন প্রফুল্ল হবে। বলব?

রাণী ঃ না, না। আমার কিছুতেই মন বসছে না। তোমরা আমাকে বিরক্ত করবে না।

২য় সহচরীঃ চলে যাব?

রাণী ঃ যাও, চলে যাও।

১ম সহচরী ঃ আপনি একা থাকবেন?

রাণী ঃ চলে যেতে বলছি, চলে যাও, কেন কথা বাড়াচ্ছ? আমি একা একা খানিকক্ষণ বাগানে হাঁটব। মহারাজা এসে পৌছান মাত্র আমাকে খবর দেবে।

[সহচরী দু'জন চলে যাওয়ার পর ওস্তাদজী ঢুকবেন।]

ওস্তাদজী ঃ মহারাণী, আমাকে স্মরণ করেছেন?

রাণী ঃ আমি কাউকে স্মরণ করিনি।

ওস্তাদ ঃ ওরা বলছিল আপনার মন বিক্ষিপ্ত। বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করবার জন্যে সঙ্গীতের মত আর কিছুই নেই। আপনি চাইলে মালকোষ রাগে . . .।

রাণী ঃ আমি কিছুই চাই না। আচ্ছা, আপনি বলুন তো প্রজাদের দেখতে যাবার এই খেয়াল মহারাজার কেন হল? কি মানে থাকতে পারে এর?

ওস্তাদ ঃ রাজাদের কিছু অদ্ভুত খেয়াল থাকতে হয়। তা না থাকলে সবাই ওদের সাধারণ মনে করবে। নৃপতিরা অসাধারণ থাকতে পছন্দ করেন।

রাণী ঃ তারে মানে?

ওস্তাদ ঃ দেশ জুড়ে অভাব! ঘরে ঘরে হাহাকার! এর মধ্যে দেখার কিছুই নেই। মন প্রফুল্ল করার মত কোন দৃশ্য নয়। তবে, রাজারা মাঝে মাঝে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের কষ্ট দেখতে ভালবাসেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখার মধ্যেও আনন্দ আছে।

রাণী ঃ এসব আপনি কি বলছেন?

ওস্তাদ ঃ প্রজারা যখন রাজপ্রাসাদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াবে, তখন আপনি ছাদে দাঁড়িয়ে তাকাবেন ওদের দিকে। আপনার ভালই লাগবে। দুঃখী মানুষদের দেখতে বড় ভাল লাগে। অন্যের দুঃখকে খুব কাছ থেকে না দেখতে পেলে নিজের সুখ ঠিক বোঝা যায় না মহারাণী।

রাণী ঃ প্রজারা রাজপ্রাসাদ ঘিরে দাঁড়াবে? [ওস্তাদ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়বেন।] কবে?

ওস্তাদ ঃ তা তো বলতে পারব না। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ওদের পায়ের শব্দ শুনি। ওরা আসতে শুরু করেছে মহারাণী।

রাণী ঃ আপনি চলে যান আমার সামনে থেকে। [ওস্তাদ কুর্নিশ করে চলে যেতেই রাণী হাততালি দেবেন। সহচরী দু'জন এসে ঢুকবে।] মহারাজার কোন খবর পাওয়া গেছে?

সহচরী ঃ [না সূচক মাথা নাড়বে।]

রাণী ঃ মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে তোমরা কি কোন পায়ের আওয়াজ পাও?

সহচরী ঃ [না সূচক মাথা নাড়বে।]

[ঠিক তখন নকিবের গলার আওয়াজ।]

নকিব ঃ মহিমগড়ের মহামান্য রাজা অজাতশত্রু, ভীমবাহু, মহাবল বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজা রাজপ্রাসাদে ফিরে পৌঁছেছেন।

[সহচরী দু'জন বের হয়ে যাবে, মহারাজার প্রবেশ।]

রাণী ঃ আপনার ফিরতে দেরি দেখে বড় ভয় পেয়েছিলাম।

রাজা ঃ পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। এক বিশাল মাঠের মাঝখানে বসে বসে আকাশের তারা দেখছিলাম।

রাণী ঃ প্রজাদের অবস্থা কেমন দেখলেন?

রাজা ঃ মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা নামল। ক্রমে ক্রমে চারদিকে অন্ধকার হচ্ছে। চারদিকে পাখি ডাকছে। কি চমৎকার দৃশ্য! মনে বড় আনন্দ হলো রাণী।

রাণী ঃ প্রজাদের তাহলে দেখতে যাননি?

রাজা ঃ এত চমৎকার বাতাস বইছিল — এত আনন্দ চারদিকে — তোমাকে একদিন নিয়ে যাবো সেখানে। দু'জনে পাশাপাশি বসে সন্ধ্যা-হওয়া দেখব। সেই মাঠে আমরা ছোট-খাট উৎসবের মত করতে পারি।

রাণী ঃ কবে? কবে নিয়ে যাবেন? আমার এক্ষুণি যেতে ইচ্ছা করছে। আমরা কি কাল যেতে পারি?

রাজা ঃ নিশ্চয়ই পারি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাণী ঃ প্রজাদের কথা যেসব শুনছি সেসব তাহলে ঠিক নয়। ওরা সুখেই আছে, তাই না মহারাজা?

রাজা ঃ দুঃখ নিয়ে মাতামাতি করা আমার পছন্দ নয়। দুঃখ থাকবেই। সেই দুঃখ থেকে ওদের মন ফিরিয়ে নেব। ওদের জন্যে একটা উৎসব করব।

রাণী ঃ উৎসব?

রাজা ঃ চমৎকার একটি উৎসব। আনন্দ-উল্লাস-গান। আকাশ ভরা থাকবে জোছনা। পুরনারীরা হাত ধরাধরি করে নাচবে।

রাণী ঃ চমৎকার। কিন্তু . . .। শুনছি হাজার হাজার মানুষ রাজপ্রাসাদের দিকে আসছে।

রাজা ঃ কোথায় শুনেছ?

রাণী ঃ সত্যি নয় তাহলে?

রাজা ঃ না, সত্যি নয়। তাছাড়া সত্যি হলে কিছু যায় আসে না। ওদের আসতে দাও। ওরা আসুক, যোগ দিক আমাদের উৎসবে। এ উৎসব শুধু তোমার আমার উৎসব নয়। এ উৎসব আমাদের সবার। আমরা সবাই মিলে নাচবো, সবাই মিলে গাইবো। ফুলে ফুলে রাজ্য ঢেকে দেব। রাণী . . .।

রাণী ঃ বলুন!

রাজা ঃ যাও, ফুল-সাজে সেজে আস। আজ আমার মনে বড় আনন্দ। বড় সুখের সময় আজ। তুমি অপরূপ সাজে সেজে দাঁড়াও আমার সামনে। সভাসদদেরও আসতে বলো। আজ আমি সবাইকে পুরস্কৃত করবো।

রাণী ঃ আমি আসছি। আমি এক্ষুণি আসছি। [প্রস্থান]

[মন্ত্রী প্রবেশ করেন]

মন্ত্রী ঃ মহারাজা আমাকে স্মরণ করেছেন?

রাজা ঃ আমি আজ সবাইকে স্মরণ করেছি। আজ আমার মনে গভীর আনন্দ। আজ আমি সবাইকে পুরস্কৃত করব। কিন্তু তোমাকে আজ এত মলিন দেখাচ্ছে কেন?

মন্ত্রী ঃ আমার গায়ের রঙটাই ময়লা মহারাজা।

রাজা ঃ তোমার ঘোর কৃষ্ণবর্ণেও আনন্দের জ্যোতি ছিল। আজ তা দেখছি না।

মন্ত্রী ঃ হেতমপুর থেকে হাজার হাজার প্রজা এসেছে, তারা আপনার দর্শনপ্রার্থী। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

রাজা ঃ এখন তো আমার কথা বলার সময় নেই মন্ত্রী।

মন্ত্রী ঃ অপেক্ষা করতে বলব?

রাজা ঃ হ্যাঁ, অপেক্ষা করুক। ভূষণ্ডির মাঠে বসে অপেক্ষা করুক। সময় হলেই আমি ওদের দর্শন দেব। কিংবা আমার বার্তা নিয়ে লোক যাবে। সে বার্তা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে আনন্দের বার্তা। সুখের বার্তা।

মন্ত্রী ঃ এই শীতের রাতে মাঠে বসে থাকবে?

রাজা ঃ [চমকে] এটা কি শীতকাল?

মন্ত্রী ঃ [হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়বেন।]

রাজা ঃ শীত হলেও ভূষণ্ডির মাঠের দৃশ্য বড় চমৎকার। আকাশে চাঁদ আছে। ফুলে সৌরভ আছে। পাখির গান আছে। চারদিকে আনন্দ চিকমিক করছে। ওদের সময় ভালই কাটবে।

[নেপথ্য থেকে শোনা যাবে — কথা বলতে চাই। আমরা কথা বলতে চাই। মহারাজা কান পেতে শুনবেন ও বিরক্ত হয়ে মঞ্চ ত্যাগ করবেন। মন্ত্রীও যাবেন। গ্রামবাসীর দল কথা বলতে চাই, আমরা কথা বলতে চাই — বলতে বলতে মঞ্চে প্রবেশ করবে। রাজার নকিব এসে দাঁড়াবে। গর্বিত ভঙ্গিতে।]

তরুণী ঃ টুপিওয়ালা ভাই —
রাজা সাবের সাথে আমরা কথা বলতে চাই।

নকিব ঃ রাজা সাব ব্যস্ত মানুষ
এত সময় নাই।

বৃদ্ধ ঃ টুপিওয়ালা ভাই —
রাজা সাবের সাথে দুইটা কথা বলতে চাই।
সময় আমরার অনেক আছে
সময়ের অভাব নাই। [দলের সবার দিকে তাকিয়ে]
ওরে তোরা বস।
[সবাই বসে পড়বে।]
[নকিব রেগে গিয়ে একজনকে টেনে তুলে এক চড় বসিয়ে দেবে।]

নকিব ঃ মনে নাই ডর ভয়
পা ছড়াইয়া ক্যামনে বয় [সবাই উঠে দাঁড়াবে]
এই কথাটা মনে রাখন চাই
রাজবাড়ির সামনে কারুর বসার হুকুম নাই।
হেতমপুরের বোকার দল,
আইন জানা নাই?

তরুণী ঃ টুপিওয়ালা ভাই,
কোন জায়গাতে বইসা থাকম্ এইটা জানতে চাই।

নকিব ঃ ভূষণ্ডির মাঠে যাও। জায়গাটা ভাল। ফুলের গন্ধ আছে। পাখির গান আছে। চান্দের আলো ভি আছে। যখন সময় হবে, খবর নিয়ে সেইখানেতে মোদের লোক যাবে।

তরুণী ঃ টুপিওয়ালা ভাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবরটা একটু যেন তাড়াতাড়ি পাই।

নকবি ঃ রাজা সাবের অত তাড়া নাই।

সকলে । কথা বলতে চাই।

[বলতে বলতে ভূষণ্ডির মাঠের দিকে রওনা হবে।]

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজা সিংহাসনে বসে আছেন। চোখ আধ-বোঁজা। সিংহাসনের পাশে একজন ওস্তাদ দরবারী কানাড়া গাইছেন। দরবারে রাজার মেজাজ আনার জন্যে। ওস্তাদের গলা অদ্ভুত সুন্দর, তিনি গাইছেনও চমৎকার। সরগমের মাঝখানে রাজা হাততালি দিয়ে গান থামিয়ে দেবেন]

[ওস্তাদ তাকাবেন রাজার দিকে]

রাজা ঃ এটা কি বসন্তকাল?

ওস্তাদ ঃ জ্বি না।

রাজা ঃ এটা কোন্ কাল?

ওস্তাদ ঃ শীত শুরু হচ্ছে হুজুর।

রাজা ঃ তাই নাকি? কাল রাতে আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল এটা বসন্তকাল।

ওস্তাদ ঃ কারো কারো এ রকম ভুল হয় জনাব। শীতকালকে বসন্তকাল ভাবে। এই ভুল অবশ্যি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

রাজা ঃ আমার স্পষ্ট মনে হলো এটা বসন্তকাল। ফুলের গন্ধ পেলাম। মিষ্টি বাতাস বইছিলো। আমি তখন কি ঠিক করলাম জান? ঠিক করলাম একটা বসন্ত উৎসব করব। একটা বসন্ত উৎসব করলে কেমন হয়? আনন্দ-গান-উল্লাস।

ওস্তাদ ঃ ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করাই ভাল। এটাকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না। বসন্ত উৎসব হবে বসন্তকালে।

রাজা ঃ ইদানিং তুমি বেশি-বেশি কথা বলছ।

ওস্তাদ ঃ [চুপ করে থাকবেন।]

রাজা ঃ এবং তোমার গলাও খারাপ হয়ে গেছে।

ওস্তাদ ঃ বয়েস হয়ে গেছে।

রাজা ঃ দেখি একটা বসন্তের গান শুনি।

ওস্তাদ ঃ শীতের সময় আমি বসন্তের গান গাইতে পারি না।

রাজা ঃ কেন?

ওস্তাদ ঃ নিয়ম নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা ঃ নিয়ম! কার নিময়?

ওস্তাদ ঃ শীতের সময় বসন্তের গান কেউ গাইবে না।

[রাজা হাততালি দিতেই মন্ত্রীর প্রবেশ]

রাজা ঃ আমি একটি বসন্ত উৎসব করতে চাই। [মন্ত্রী তাকিয়ে থাকবে] বসন্ত উৎসব!

ওস্তাদ ঃ হুজুরের অনুমতি পেলে আমি উঠি?

রাজা ঃ নাচ হবে। গান হবে, আনন্দ–উল্লাস হবে।

ওস্তাদ ঃ প্রজারা কেউ রাজি হবে না। এখন ওদের দুঃসময়। শীত হচ্ছে দুঃখ ও কষ্টের সময়।

মন্ত্রী ঃ দুঃখ–কষ্ট থেকে ওদের মন ফেরাবার জন্যেই উৎসব দরকার। উৎসব হবে।

রাজা ঃ বসন্ত উৎসব!

মন্ত্রী ঃ বসন্ত উৎসবই হবে।

রাজা ঃ নাচ হবে। গান হবে। আনন্দ–উল্লাস হবে। ফুল দিয়ে আমি রাজ্য ঢেকে দেব।

ওস্তাদ ঃ শীতের সময় ফুল পাওয়া যাবে না।

মন্ত্রী ঃ রাজবাড়ির কারিগর কাগজের ফুল তৈরি করবে। তার সৌরভ হবে আসল ফুলের চেয়ে বেশি, তার বর্ণ হবে . . .

[পিঠ বাঁকা করে মজনু আর লাঠিতে ভর দিয়ে ঢুকবে।]

রাজা ঃ [চমকে উঠে] এ কে?

মজনু ঃ হুজুর, আমারে চিনলেন না? কাইল রাইতে আপনেরে পিঠে কইরা আনলাম। আমার নাম মজনু।

রাজা ঃ মজনু, তুমি ভাল আছো?

মজনু ঃ হুজুরের দয়া। পিঠের মইধ্যে এট্টুখানি দরদ। সোজা হইতে পারি না। কিন্তু আছি ভাল।

রাজা ঃ রাতটা খুব আনন্দের ছিল মজনু। বাতাস ছিল মধুর। পাখি ডাকছিলো। মজনু, পাখি ডাকছিলো না?

মজনু ঃ কাউয়া ডাকতেছিল। আর কোন পাখির ডাক শুনি নাই।

রাজা ঃ কিন্তু সেই কাকের ডাকও মধুর ছিল। ছিল না?

মজনু ঃ জ্বে ছিল। কি সুন্দর কা–কা কইরা ডাকলো। বড় মধুর!

রাজা ঃ আমি তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। মন্ত্রী একে একশ' বিঘা নিষ্কর জমির ব্যবস্থা করে দিন।

মজনু ঃ হুজুর একরের কথা বলেছিলেন। হুজুরের বোধহয় স্মরণ নাই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা ঃ একশ' একর নিষ্কর জমি। শোন মজনু, তোমার উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।

মজনু ঃ হুজুরের দয়া। হুজুর দয়ার সাগর।

রাজা ঃ এখন তুমি আমার পদচুম্বনেরও সুযোগ পাবে।

মজনু ঃ হুজুর দয়ার মহাসাগর।

রাজা ঃ বৎসরে দু'বার তোমাকে এই সম্মান দেয়া হবে।

মজনু ঃ হুজুর হচ্ছেন দয়ার মহা-মহা-সাগর।

[রাজা তার পা বাড়িয়ে দেবেন। মজনু পায়ে চুমু খাবে। তার চোখে-মুখে স্বর্গীয় ভাব।]

মন্ত্রী ঃ জাঁহাপনা, বাইরে অনেকেই আপনার পদচুম্বনের জন্যে অপেক্ষা করছে।

রাজা ঃ আজ আমার মন উৎফুল্ল। আজ আমি সবাইকে সুখি করতে চাই। ওদের নিয়ে এসো।

[মন্ত্রী হাততালি দিতেই ২য় প্রজা এসে ঢুকবে। তারও হাতে লাঠি এবং পিঠ বাঁকা।] এ কে?

মন্ত্রী ঃ একবার মৃগয়াতে আপনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন সে আপনাকে পিঠে করে নিয়ে এসেছিল। এর নাম বশির।

রাজা ঃ বশির, ভাল আছ?

[বশিরের মুখভর্তি হাসি। রাজা পা বাড়িয়ে দেবেন। বশির মহানন্দে তাঁর পায়ে চুমু খাবে এবং মজনুর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। মন্ত্রী দ্বিতীয়বার হাততালি দিবেন। ৩য় প্রজা এসে ঢুকবে। তারও পিঠ বাঁকা।]

মন্ত্রী ঃ এ হচ্ছে নিয়ামত। সেও একবার আপনাকে পিঠে করে এনেছিল।

রাজা ঃ ভাল আছ নিয়ামত?

[নিয়ামতের মুখে হাসি। রাজা পা বাড়িয়ে দেবেন। নিয়ামত পায়ে চুমু খাবে এবং বাকী দু'জনের পাশে দাঁড়াবে।]

মন্ত্রী ঃ জাঁহাপনা, অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা ঃ থাকুক। মুখের লালায় আমার পা ভিজে গেছে। আমার গা ঘিন ঘিন করছে।

[রাজা হাততালি দিতেই একটা বড় গামলা এনে একজন পানি দিয়ে রাজার পা ধুইয়ে দেবে।]

রাজা ঃ তোমরা কেউ বসন্তের গান জানো? গাও, বসন্তের গান গাও।

[পিঠ-বাঁকারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে।]

তিনজনে ঃ হুজুর! আমরা গান জানি না।

রাজা ঃ গাইতে বলছি গাও [রাগতস্বরে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনজনে ঃ গান কি করে গাইতে হয় জানি না, হুজুর।

[রাজা কড়া চোখে তাকাবেন।]

মন্ত্রী ঃ রাজা সাহেব রেগে যাচ্ছেন। তাঁকে রাগিও না।

[তিনজনে ভয়ে জড়সড় হয়ে কাছাকাছি চলে আসবে।]

ওস্তাদ ঃ ঠিক আছে, তোমরা আমার সঙ্গে গাও।

[ওস্তাদ গাইবেন। ওরা তাঁর সঙ্গে ঠোঁট মেলাতে চেষ্টা করবে। 'আজি এ বসন্তে' এই গানটি দেয়া যেতে পারে।]

রাজা ঃ মধু, মধু। মধুময় সংগীত। আমার মন প্রফুল্ল হয়েছে। মন্ত্রী, কেমন লাগল আপনার?

মন্ত্রী ঃ [কাশতে থাকবেন।]

রাজা ঃ ওস্তাদ, আপনার কেমন লাগল?

ওস্তাদ ঃ রাজা-মহারাজাদের কখন কি ভাল লাগে বোঝা মুশকিল।

রাজা ঃ আপনি বলতে চাচ্ছেন ওদের কণ্ঠ মধুময় নয়?

ওস্তাদ ঃ আমি কিছুই বলতে চাচ্ছি না। ওদের গান আপনার ভাল লাগলেই হল।

রাজা ঃ আমার ভাল লেগেছে।

বৃদ্ধ ঃ আমরা রাজা সাবের জইন্যে সকাল-বিকাল-সইন্ধ্যা তিন বেলা গান গাইতে চাই।

বাকি সবাই ঃ গাইতে চাই।

তিন বেলা গান গাইতে চাই।

রাজা ঃ গাইবে, দিনরাত তোমরা মন খুলে গাইবে। তোমাদের জন্যে আমি গান রচনা করব। সেই গান তোমরা ছড়িয়ে দেবে দেশে দেশান্তরে।

তিনজনে ঃ দেশে দেশান্তরে।

রাজা ঃ পৃথিবীর মানুষেরা জানবে এই মহান নৃপতি শুধু প্রজাবৎসল নৃপতিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কবি এবং একজন মহান সুরকার।

তিনজনে ঃ একজন মহান সুরকার।

রাজা ঃ [বিরক্ত হয়ে] এরা বারবার আমার কথার পিঠে কথা বলছে কেন? ওদের ঘাড় ধরে বের করে দিন।

[তিনজনেই তাড়াহুড়ো করে পালাতে গিয়ে একজন চিৎ হয়ে পড়ে যাবে।]

চতুর্থ দৃশ্য

[খোলা মাঠ। শো শো করে শীতের হাওয়া বইছে। তিনটি শিশু গায়ে চট জড়িয়ে বসে বসে শীতে কাঁপছে। এদের মধ্যে আছে ওসমান নামের অতিবৃদ্ধ এক ব্যক্তি। কাদের নামের এক তরুণ। লতিফা নাম্নী এক তরুণী। মঞ্চের এক কোণায় মাটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালসায় আগুন। অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আগুন তাপাচ্ছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ দূরাগত ধ্বনি শোনা যাবে। আনন্দের বাজনা বাজছে ও তা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। গ্রামবাসীরা উৎকীর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করবে। দেখা যাবে লাঠিতে ভর দিয়ে মজনু আসছে। সে একবারও না থেমে একই গতিতে মঞ্চ অতিক্রম করবে। কথাবার্তা যা হবে চলার মধ্যেই হবে।]

বৃদ্ধ ঃ বড় কষ্ট ! বড় কষ্ট ! শীত জবর পড়ছে। বুড়া-মরণের শীত পড়ছে। এই শীতে সব বুড়া শেষ হবে রে। বুড়ার দল সব শেষ।

তরুণ ঃ শেষ হইলেই ভাল। বুড়া দিয়া কি হয়? কিছু না।

তরুণী ঃ এইটা কেমুন কথা? ও বুড়ো চাচা, আপনে আগুনের কাছে গিয়া বসেন। হাত দুইটা মেলেন আগুনের উপরে।

বৃদ্ধ ঃ দুই দিকে আগুন জ্বলে রে বেটি। পেটের মইধ্যেও আগুন। খিদার আগুন। সেই আগুনের কষ্ট আরো বেশি।

তরুণ ঃ এক কাজ করেন চাচা মিয়া, হা কইরা এট্টু আগুন খাইয়া ফেলেন। আগুনে আগুনে শান্তি। পেট ঠাণ্ডা হইব। হা-হা-হা।

তরুণী ঃ চুপ কর। লজ্জা নাই? কেমন কথা কও?

তরুণ ঃ মজাক করি রে, মজাক করি। রাইতটা তো কাটান দেওন লাগব। হাসি-মজাক কইরা রাইত পার করি। ও চাচা মিয়া, গোসা হইছেন?

বৃদ্ধ ঃ [কথা বলবে না]

তরুণ ঃ গোসা কইরেন না চাচা মিয়া। শীতের মইধ্যে মাথার ঠিক থাকে না। একটা কিচ্ছা কন দেখি।

বৃদ্ধ ঃ [চুপ করে থাকে]

অন্য একজন ঃ কন গো, একটা কিচ্ছা কন। কিচ্ছা হুনতে হুনতে রাইতটা পার করি।

বৃদ্ধ ঃ [চুপ।]

সবাই ঃ কনগো কন, একটা কিচ্ছা কন।

বৃদ্ধ ঃ এক দেশে আছিল এক রাজা।

তরুণ ঃ রাজার গপ্প বাদ দেন। একটা গরীব মাইনষের গপ্প কন দেহি।

বৃদ্ধ ঃ গরীব মাইনষের কোন গপ্প হয় না। খামাখা কথা কইও না। গপ্পটা হুন মন দিয়া। শুনতে মনে না চায় দূরে গিয়ে বইসা থাক। একদেশে আছিল এক রাজা। [তরুণ উঠে দূরে চলে যায়।] সেই রাজার বড় শান-শওকত। বেশুমার খানা-খাদ্য।

অন্য একজন ঃ কি খানা-খাদ্য এট্টু কন শুনি।

বৃদ্ধ ঃ কি কমু কও? রাজবাড়ির খানা-খাইদ্যের হিসাব-নিকাশ নাই। সেই রাজার হাতিশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোক-লস্কর, পাইক বরকন্দাজ। কিন্তু রাজার মনে সুখ নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণী ঃ তবু সুখ নাই? কন কি? ক্যান? সুখ নাই ক্যান?

বৃদ্ধ ঃ রাজা হইল আটকুড়া, তার পুত্রসন্তান নাই।

তরুণী ঃ আহা রে!

বৃদ্ধ ঃ পুত্রসন্তানের কারণে রাজা শুধু বিয়া করে। যেখানে যত সুন্দর কন্যা পায় বিয়া করে। কিন্তু পুত্রসন্তান হয় না। [তরুণ শব্দ করে হেসে উঠবে।] হাস ক্যান?

তরুণ ঃ আটকুড়া রাজা হইতে মনে চায়।

[সবাই হেসে উঠবে। এবং হাসি থেমে যাবে।]

তরুণী ঃ এর পরে কি হইল কন? পুত্রসন্তান হইল?

বৃদ্ধ ঃ কিচ্ছা আইজ থাউক। মন ভাল লাগতাছে না। বড় কষ্ট রে, বড় কষ্ট! শীতের কষ্ট। খিদার কষ্ট।

তরুণী ঃ একটা খিদার কিচ্ছা কন্ তো চাচা মিয়া? জানা আছে?

অন্য একজন ঃ চুপ, চুপ, চুপ। পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। রাজার লোক আসতাছে।

[সবাই চুপ]

তরুণ ঃ পায়ের শব্দ না গো, বাতাসের শব্দ। ঠাণ্ডা বাতাস। বড় ঠাণ্ডা বাতাস।

বৃদ্ধ ঃ সমস্ত দিন গেল। সইন্ধ্যা গেল। চৌদিক অন্ধকার। ঠাণ্ডা শীতের বাতাস। রাজার খবর নিয়া তো এখনো কেউ আইল না।

সকলে ঃ আসে না।

কেউ আসে না।

তরুণী ঃ পায়ের শব্দ শোনা যায়।

ভাল কইরা চাইয়া দেখেন।

কাউরে দেখা যায়?

সকলে ঃ না। কেউ নাই।

বৃদ্ধ ঃ শীতের বাতাস বয়,

শরীর দুর্বল হইছে, বড় কষ্ট হয়।

তরুণী ঃ পায়ের শব্দ শোনা যায়

চারদিকে চউখ ফেলেন

রাজা সাবের লোকজন কাউরে দেখা যায়?

সকলে ঃ না, কেউ নাই।

বৃদ্ধ ঃ শীতের বাতাস বয়

শরীর দুর্বল হইছে, বড় কষ্ট হয়।

অন্য একজন ঃ চুপ করেন, চুপ করেন,

কোন কথা নাই।

কে যেন আসতে ধরছে লাঠির শব্দ পাই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসমান ঃ তুমি কেডা?

মজনু ঃ আমি মজনু ।

ওসমান ঃ বাদ্য–বাজনা শোনা যায়। আসে কেডা?

মজনু ঃ রাজার পায়গাম আসতেছে। বড় সুসংবাদ।

[দ্বিতীয় প্রজা নিয়ামত পিঠ বাঁকা করে ঢুকবে। সেও প্রথমজনের মত মঞ্চ অতিক্রম করবে]

তরণ ঃ আপনে কেডা?

বশির ঃ আমার নাম বশির।

তরুণ ঃ বেঁকা হইয়া হাঁটেন ক্যান?

বশির ঃ রাজার পয়গাম আসতাছে। বড় সুসংবাদ।

[তৃতীয় জনের প্রবেশ। প্রথম দু'জনের মতো মঞ্চ অতিক্রম করবে।]

তরুণী ঃ আপনি কেডা গো?

নিয়মাত ঃ আমি নিয়ামত।

তরুণী ঃ জোয়ান বয়সে অমুন বেঁকা হইয়া হাঁটেন ক্যান? [নিয়ামত দাঁড়াবে] কমরটা ভাঙলেন ক্যামনে? ঘটনাটা কন।

বৃদ্ধ ঃ নিয়ামত, শীত লাগলে আগুনের কাছে আইসা এট্টু খাড়াও।

নিয়ামত ঃ [হাঁটতে শুরু করবে] বাদ্য–বাজনা শুনা যায়
রাজার পয়গাম আয়।
বড় সুসংবাদ।

[দেখতে দেখতে রাজার সংবাদ বহনকারী দল এসে পড়বে। ঢোল আছে, রামসিংগা আছে। একজন ঘোষক আছে।]

ঘোষক ঃ গ্রামবাসী, মন দিয়া শুনেন। রাজা সাবের হুকুমে এই বৎসর বসন্তের উৎসব আগে আগে হইবার কথা। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত বলেন।

গ্রামবাসী ঃ [মুখ চাওয়া–চাওয়ি করবেন। গুন গুন কথা হবে।]

ঘোষক ঃ হ্যাঁ কিংবা না। স্পষ্ট করে বলেন।

ওসমান ঃ পেটে ভাত নাই। রাজা সাবরে ভাত দিতে কন। শীতের মইধ্যে আবার বসন্ত উৎসব কি?

ঘোষক ঃ এত কথা না রে ভাই, হ্যাঁ কিংবা না স্পষ্ট করে বলেন।

ওসমান ঃ না।

ঘোষক ঃ একজন শুধু না বললেন আর সব হ্যাঁ।

[বলতে বলতে বাজনা শুরু হবে।]

গ্রামবাসী ঃ [মুখ চাওয়া–চাওয়ি করবে।]

ঘোষক ঃ ভাই আপনের নাম?

ওসমান ঃ ওসমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষাক ঃ আসেন আমাদের সাথে।

ওসমান ঃ কই?

ঘোষক ঃ এত কথা বলবার সময় নাই। আসতে বলছি আসেন। চলেন এইবার যাই। [ওসমান উঠে দাঁড়াবে।]

গ্রামবাসী ঃ কই যান?

[ঘোষক তার দলবল নিয়ে চলে যাবে। শোঁ শোঁ করে বইবে শীতের বাতাস। শুকনো পাতা পড়ছে। তিন পিঠ-বাঁকাকে আবার মঞ্চ অতিক্রম করতে দেখা যাবে। এবার একজনের পিছনে একজন। গ্রামবাসী তাকিয়ে দেখবে, কিছু বলবে না। দূরাগত ধ্বনি। গ্রামবাসী সচকিত। ঘোষকের প্রবেশ।]

ঘোষক ঃ সুসংবাদ ভাই, সুসংবাদ! রাজ্যের সব লোক বসন্তের উৎসব চায় তাই ~ – উৎসবের সময়টা আপনাদের জানাই — মাঘ মাসের নয় তারিখে খুব শুভক্ষণ — এই দিনে উৎসব হবে শুনেন দিয়া মন।

[এ পর্যন্ত বলতেই তরুণটি থু করে থুথু ফেলবে।]

গ্রামবাসী ঃ [থু করে থুথু ফেলবে]

ঘোষক ঃ মাঘ মাসের নয় তারিখে শুভ দিনক্ষণ।

তরুণ ঃ ভাই আপনে রাজা সাবরে ভাত দিতে কন।

ঘোষক ঃ গ্রামবাসী বৃদ্ধ-যুবা শুনেন দিয়া মন।

তরুণ ঃ ভাই আপনে রাজা সাবরে কাপড় দিতে কন।

গ্রামবাসী ঃ ভাত দিতে কন।
কাপড় দিতে কন।
ভাত দিতে কন।
কাপড় দিতে কন।

[ঘোষকের লোকজন তরুণটিকে ধরবে এবং নিয়ে যেতে শুরু করবে]

তরুণী ঃ একটা কথা শুনেন — আপনে কথার জবাব দেন। আপনে আমার ঘরের মানুষ কোন্ জাগাতে নেন?

ঘোষক ঃ চুপ।

তরুণ তুই চুপ।

ঘোষক ঃ মনে নাই ডর ভয় — বড় বেশি কথা কয়।

তরুণী ঃ [গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে] ঘরের মানুষ লইয়া যায়, চাইয়া থাকেন ক্যান! আমার মানুষ আমার কাছে কাইড়া আইন্যা দেন। [গ্রামবাসী সব একত্রে দাঁড়িয়ে যাবে।]

ঘোষক ঃ খবরদার, চুপ।

[সবাই যে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় ফ্রীজ হয়ে যাবে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম দৃশ্য

[রাজা বসে আছেন সিংহাসনে। মন্ত্রী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে]

রাজা ঃ বসন্ত উৎসবের আয়োজন কি সুসম্পন্ন?

মন্ত্রী ঃ প্রায়!

রাজা ঃ প্রায় কেন? মনে হচ্ছে কাজ এগুচ্ছে না?

মন্ত্রী ঃ যে রকম ভাবা গিয়েছিল তেমন উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না। শীতকালটা উৎসবের জন্যে ভাল নয়।

রাজা ঃ এই মতামত কি তোমার?

মন্ত্রী ঃ আমার নয় মহারাজ। মন্ত্রীর নিজস্ব কোন মতামত থাকে না। যারা উৎসবের ব্যাপারে আপত্তি করছে তাদের মতামত।

রাজা ঃ তারা সংখ্যায় খুব বেশি নয় আশা করি।

মন্ত্রী ঃ খুব কমও নয়। আমি ওদের আপনার সামনে উপস্থিত করছি।

রাজা ঃ কেন?

মন্ত্রী ঃ ওদের কথা আপনার শোনা দরকার।

রাজা ঃ আমাকেই যদি ওদের কথা শুনতে হয়, তাহলে আপনারা কি জন্যে আছেন?

মন্ত্রী ঃ বয়স হয়ে গিয়েছে। এখন আর ওদের সব কথা পরিষ্কার বুঝতে পারি না।

রাজা ঃ কেন? ওরা কি আজুন কোন ভাষায় কথা বলছে?

মন্ত্রী ঃ হুঁ।

রাজা ঃ বেশ তো, ওদের নিয়ে আসুন।

[বৃদ্ধ ওসমান ও তরুণটি প্রবেশ করবে। এদের দু'জনের কোমড়ে দড়ি বাঁধা। খালি গা]

রাজা ঃ তোমরা ভাল আছ? [বন্দী দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে।] ওদের বেঁধে রেখেছেন কেন? বাঁধন খুলে দিন।

[বাঁধন খুলে দিতেই বৃদ্ধটি নত হয়ে কুর্নিশ করবে।]

শুনলাম তুমি চাও না বসন্ত উৎসব হোক?

বৃদ্ধ ঃ [ইতস্ততঃ করে] বড় অভাব হুজুর! বড় কষ্ট!

রাজা ঃ অভাব থাকবে, কষ্ট থাকবে। আবার সুখও থাকবে। আনন্দ-উল্লাসও থাকবে। বসন্ত উৎসবও হবে।

বৃদ্ধ ঃ হুজুর এটা শীতকাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা ঃ শীত ভাবলেই শীত, বসন্ত ভাবলেই বসন্ত। তুমি যদি ভাব এটা বসন্তকাল তাহলে এটা বসন্তকাল। ঠিক না?

বৃদ্ধ ঃ তা তো ঠিকই।

রাজা ঃ তুমি জ্ঞানীর মত কথা বলছ। তুমি বৃদ্ধ, কাজেই তুমি জ্ঞানী। বৃদ্ধরা জ্ঞানী হয়।

বৃদ্ধ ঃ তা তো ঠিকই।

রাজা ঃ মন্ত্রী, আপনি একে একটি উপাধি দেবার ব্যবস্থা করুন।

বৃদ্ধ ঃ হুজুরের দয়া।

রাজা ঃ তোমার উপাধি হবে জ্ঞানবৃদ্ধ।

বৃদ্ধ ঃ হুজুরের অসীম দয়া।

রাজা ঃ আমার পদচুম্বনের দুর্লভ সম্মানও তুমি পাবে।

তরুণ ঃ [থু করে থুথু ফেলবে]

[সবাই তাকাবে। রাজা হাসিমুখে তার পা বাড়িয়ে দেবেন। বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করবে। তরুণটির দিকে কয়েকবার তাকাবে। তারপর এগুবে রাজার দিকে।]

মন্ত্রী ঃ তোমার মুখ পরিষ্কার আছে তো?

বৃদ্ধ ঃ [থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যাবে]

মন্ত্রী ঃ মুখ ধুয়ে নাও।

[একজন প্রতিহারী পানি এগিয়ে দেবে। বৃদ্ধ বার বার তাকাবে তরুণটির দিকে। তারপর মুখ ধুয়ে এগিয়ে গিয়ে পদচুম্বন করবে।]

রাজা ঃ খুশি হয়েছো?

বৃদ্ধ ঃ জ্বে। বড় মোলায়েম পা হুজুরের।

[মন্ত্রী হাততালি দিতেই একজন একটি প্রকাণ্ড কাঠের টুকরো এনে বৃদ্ধের গলায় ঝুলিয়ে দেবে। বৃদ্ধ বাঁকা হয়ে যাবে। তার হাতে একটি লাঠি ধরিয়ে দেয়া হবে। কাঠের টুকরোটিতে লেখা 'জ্ঞানবৃদ্ধ'।]

তরুণ ঃ থু থু করে থুথু ফেলবে।]

[ঐ তিন-বাঁকা লোক লাঠি হাতে একে একে ঢুকবে। মুখ ধুয়ে যাবে। ওদের সংগে সংগে যাবে এনায়েত।]

রাজা ঃ তোমাকে জ্ঞানবৃদ্ধ উপাধি দেয়া হয়েছে, তুমি এখন একজন জ্ঞানী। কাজেই জ্ঞানীর মত কিছু কথা বল।

বৃদ্ধ ঃ [কাশতে থাকবে এবং এদিক-ওদিক তাকাবে।]

রাজা ঃ তুমি জ্ঞানীর মত কথা বলতে জান না?

বৃদ্ধ ঃ জ্বে না হুজুর।

রাজা ঃ জ্ঞানের কথা হবে দুর্বোধ্য। কোন অর্থ থাকবে না। অথচ মনে হবে অর্থ আছে। এরকম কিছু তুমি কি জান না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধ ঃ জ্বে না হুজুর।

রাজা ঃ কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে কখনো দেখনি?

বৃদ্ধ ঃ এই জীবনে কুল্লে একজনরে দেখছি। আপনেরে দেখছি। আর কেউরে দেখি নাই হুজুর।

রাজা ঃ সাধু সাধু! তুমি শুধু জ্ঞানীই নও, তুমি মহাজ্ঞানী।

[রাজার কথা শেষ হতেই একজন প্রতিহারী এসে বৃদ্ধের গলায় 'মহাজ্ঞানী' পদক পরিয়ে দেবে। বৃদ্ধের মাথা অনেকখানি নেমে যাবে। বৃদ্ধ হাঁপাতে থাকবে।]

বৃদ্ধ ঃ ওজন বড় বেশি জনাব।

রাজা ঃ পদকের ওজন তো বেশি হবেই। কষ্ট হচ্ছে? খুলে ফেলতে চাও?

বৃদ্ধ ঃ জ্বে না। দুই-একদিন গলায় ঝুললে সহ্য হইব। আর ওজনও তেমন বেশি না। রাজা সাব সেলাম, মন্ত্রী সাব সেলাম। [এগিয়ে আসবে চান্দ মিয়ার দিকে।] ও চাঁদ মিঞা, আমার কথা শোন্ — চুমা দে একটা রাজা সাবের পাওডাত। পাও ধোয়া আছে। আমার কথাডা শোন।

তরুণ ঃ আপনে আপনের কামে যান। আমার কথা চিন্তা করনের দরকার নাই।

বৃদ্ধ ঃ বেকুবি করিস না চাঁন। জোয়ান বয়স হইল বেকুবির বয়স। জোয়ান বয়সে খালি বেকুবি করতে মন চায়।

রাজা ঃ ও সত্যি সত্যি জ্ঞানীর মত কথা বলছে। ও সত্যি জ্ঞানী হয়ে গেছে। বুঝলে মন্ত্রী, জ্ঞান মানুষকে জ্ঞানী করে না —

মন্ত্রী ঃ পদক জ্ঞানী করে।

রাজা ঃ শোন জ্ঞানবৃদ্ধ তুমি এখন যাও, একে একা থাকতে দাও।

[বৃদ্ধ চলে যাবে। তিন বাঁকা ঢুকবে এবং কুর্নিশ করে চলে যাবে।]

রাজা ঃ তুমি আমার কথা শোন। তাকাও আমার দিকে।

তরুণ ঃ [মাথা ঝাঁকাবে।]

রাজা ঃ দুর্বল শরীরে এত জোরে মাথা ঝাঁকি দেয়া ঠিক না। এতে মাথা খুলে পড়ে যেতে পারে।

মন্ত্রী ঃ রাজার পদচুম্বন করতে কি তোমার অহংকারে লাগছে? অহংকার ভাল নয়। দুর্বলের অহংকার থাকতে নেই।

[তরুণটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে পদচুম্বন করবে]

রাজা ঃ তোমার শুভবুদ্ধির উদয় হচ্ছে দেখে খুশি হচ্ছি। এসো, এসো।

[তরুণটি এগিয়ে এসে গোঁ গোঁ করতে করতে রাজার পা কামড়ে ধরবে। তীব্র বাজনা বেজে উঠবে। রাজার মুখ হাসি-হাসি থাকবে।]

তোমার সাহস দেখে চমৎকৃত হয়েছি। কি নাম তোমার?

তরুণ ঃ [তাকিয়ে থাকবে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা ঃ সাহসী মানুষদের আমি সব সময়ই পছন্দ করি। শুধু পছন্দ নয়, পুরস্কৃতও করি। মন্ত্রী, ওকে কি পুরস্কার দেয়া যায়?

মন্ত্রী ঃ মহারাজ, ওকে সাহসী তরুণ উপাধি দিয়ে দিন।

তরুণ ঃ [থু করে থুথু ফেলবে।]

রাজা ঃ একে আমি মূল্যহীন উপাধি কি করে দেই? অন্য কিছু দিতে হবে।

মন্ত্রী ঃ পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দিন।

তরুণ ঃ [থু করে থুথু ফেলবে।]

[রাজা তরুণকে লক্ষ্য করছেন।]

মন্ত্রী ঃ পঞ্চাশটি দিন।

তরুণ ঃ [থুথু ফেলবে]

মন্ত্রী ঃ পাঁচশ' দিন।

তরুণ ঃ [এইবার আর থুথু ফেলবে না।]

রাজা ঃ পাঁচশ' নয়, এই সাহসী তরুণকে পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিন।

[সভাসদের হাততালি — একটি স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি থলে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সে অন্যদের মত বাঁকা হয়ে যাবে।]

হ্যাঁ, তুমি এখন যেতে পার।

[তরুণটি ইতস্ততঃ করে দরজা পর্যন্ত যাবে। আবার ফিরে আসবে। রাজা পা বাড়িয়ে দেবেন। তরুণটি চুম্বনের জন্য মাথা নিচু করতেই]

মন্ত্রী ঃ মুখ ধুয়ে নাও। ভাল করে মুখ ধুয়ে নাও।

[মুখ ধুয়ে চুম্বন করামাত্রই অসংখ্য কাক কা-কা করে ডাকতে থাকবে।]

রাজা ঃ একদিনে অনেক কাজ হল মন্ত্রী। আজ তাহলে সভা ভঙ্গ হোক।

মন্ত্রী ঃ আর অল্প কিছু সময় কি দিতে পারবেন না মহারাজ?

রাজা ঃ নিশ্চয় পারব। একশ' বার পারব। হাজার বার পারব। আজ আমার বড় আনন্দ মন্ত্রী। বড় আনন্দ!

মন্ত্রী ঃ আপনার আনন্দে আমাদেরও আনন্দ। আপনার সুখেই আমাদের সুখ।

রাজা ঃ আহ্, এসব কথা অনেকবার শুনেছি। আর কি বলবে বল। নতুন কিছু বল।

মন্ত্রী ঃ নগরের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি আপনাকে ফুলের মালা দিতে চান।

রাজা ঃ ফুলের মালা?

মন্ত্রী ঃ জ্বি, ফুলের মালা। এরা সকাল থেকে অপেক্ষা করছেন।

রাজা ঃ আহা, সকাল থেকে অপেক্ষা করছে! ওদের তো বড় কষ্ট হয়েছে মন্ত্রী। আমি কারো কষ্ট সহ্য করতে পারি না। যাও যাও, এক এক করে নিয়ে এসো।

[ফুলের মালা হাতে একজন প্রবেশ করবে। মালা পরাবে।]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাল আছ তুমি?

১ম লোকঃ ভাল আছি। খুব ভাল আছি।

রাজা ঃ সুখে আছ?

১ম লোকঃ মহাসুখে আছি, মহানন্দে আছি।

[১ম লোক চলে যাবে। ২য় লোক ঢুকবে, মালা দেবে।]

রাজা ঃ তুমি ভাল তো?

২য় লোকঃ জ্বি জনাব, ভাল। আমি সুখী–মহা–সুখী।

রাজা ঃ কেন তুমি মহাসুখী?

২য় লোকঃ আপনাকে দেখতে পেয়েছি, তাই। রাজদর্শনে পুণ্য আছে। শাস্ত্রের কথা। পুণ্যতেই সুখ — মহাসুখ। [প্রস্থান।]

[৩য় ব্যক্তির প্রবেশ]

৩য় লোক ঃ হুজুর, এই মালাটি আমার কন্যা রাত জেগে নিজ হাতে গেঁথেছে আপনার জন্যে।

রাজা ঃ রাত জেগে গেঁথেছে? আহা, আহা বড় কষ্ট হয়েছে তো।

৩য় লোক ঃ আপনার জন্যে মালা গাঁথায় কোন কষ্ট নেই।

রাজা ঃ [মালা শুঁকে] এত কষ্টের মালা কিন্তু কোন গন্ধ পাচ্ছি না কেন?

৩য় লোকঃ ফুলগুলি কাগজের, তাই গন্ধ নেই। রাজ্যে ফুলের বড় অভাব জনাব।

রাজা ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক ঠিক। আমার মনে ছিল না। গন্ধের কোন প্রয়োজন নেই। এর সৌন্দর্য তার গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে। আমি তোমার কন্যার প্রতি প্রীত হয়েছি। ওকে আমি পুরস্কৃত করতে চাই।

৩য় লোক ঃ হুজুরের অসীম দয়া! প্রজাদের প্রতি আপনার মমতার কোন সীমা নেই।

রাজা ঃ চুপ, সব চুপ। আমি এর কন্যার জন্যে একটি কবিতা লিখে দেব। আমার ভাব এসে গেছে। কাগজ, কলম। আলো, আলো কমিয়ে দাও। গোধূলির পরিবেশ তৈরি কর। কলম, কলম।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[রাণী একাকী হাঁটছেন। ওস্তাদের প্রবেশ]

রাণী ঃ আপনি এসেছেন কেন? আপনাকে তো ডাকিনি! তাছাড়া আপনি এমন নিঃশব্দে কেন হাঁটেন? আমি চমকে উঠেছিলাম। এখনো আমার বুক কাঁপছে।

ওস্তাদ ঃ মাঝে মাঝে চমকে ওঠা ভাল। এতে শরীর সুস্থ থাকে।

রাণী ঃ আপনি কি চান আমার কাছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওস্তাদ ঃ শুনলাম কয়েক রাত ধরে আপনার ঘুম হচ্ছে না। আপনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন।

রাণী ঃ কোত্থেকে শুনলেন আমার ঘুম হচ্ছে না?

ওস্তাদ ঃ রাজপ্রাসাদের সবাই আপনার দুঃস্বপ্নের কথা বলাবলি করছিল। অনেকেই মনে করছে যেহেতু মহারাণী দুঃস্বপ্ন দেখছেন কাজেই তাদেরও দেখা উচিত। কাজেই তারাও দেখছে। কয়েক রাত ধরে অনেকেই ঘুমুতে পারছে না, মহারাণী।

রাণী ঃ আপনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন?

ওস্তাদ ঃ হ্যাঁ।

রাণী ঃ কি দেখছেন?

ওস্তাদ ঃ দেখলাম, মহানন্দে রাজ্যে বসন্ত উৎসব হচ্ছে, গান-বাজনা, আনন্দ-উল্লাস। রূপসী নর্তকীরা মহারাজাকে ঘিরে ঘিরে নাচছে। প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে মহারাণী স্বয়ং প্রজাদের মধ্যে ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। একটি-দু'টি ফুল নয়, লক্ষ লক্ষ ফুলের অযুত নিযুত পাপড়ি। কি অপূর্ব তার সৌরভ!

রাণী ঃ এ-তো চমৎকার একটি স্বপ্ন। একে দুঃস্বপ্ন বলছেন কেন?

ওস্তাদ ঃ দুঃস্বপ্ন বলছি কারণ ফুলের পাপড়ি আপনি যাদের দিচ্ছেন তারা ফুল চায় না।

রাণী ঃ তারা কি চায়?

ওস্তাদ ঃ ভাত চায়।

[রাণী তাকিয়ে থাকবেন। এবং দ্রুত চলে যাবেন। ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজতে থাকবে। একজনের পেছনে একজন করে পিঠ-বাঁকার দল মঞ্চ অতিক্রম করবে। তারা পা ফেলছে তালে তালে।]

মজনু ঃ জয়! মহারাজার জয়! [চলতে চলতে বলবে।]

বাকী সবাই ঃ জয়! মহারাজার জয়!

ওস্তাদ ঃ তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

মজনু ঃ বসন্ত উৎসবের কথা দশজনেরে বলতে যাই, জনাব। মহারাজার দয়ার কথা সাবরে বলতে যাই। মহারাজা দয়ার সাগর।

সবাই ঃ দয়ার সাগর!

মজনু ঃ আনন্দের সমুদ্র।

সবাই ঃ আনন্দের সমুদ্র!

ওস্তাদ ঃ বাঁকা হয়ে কি উৎসবের সংবাদ দিতে আছে? উৎসবের সংবাদ দিতে হয় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে। বুক টান করে দাঁড়ান না সবাই।

মজনু ঃ আমাদের অত সময় নাই। [চলে যাবে।]

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বশির ঃ আমাদের অত সময় নাই। [প্রস্থান।]

নেয়ামত ঃ আমাদের অত সময় নাই। [চলে যাবে।]

সবাই ঃ আমাদের অত সময় নাই। [চলে যাবে।]

[মঞ্চে শুধু বৃদ্ধ ও তরুণটি থাকবে। দু'জনেরই পিঠ বাঁকা।]

ওস্তাদ ঃ বুক টান করে দাঁড়ান। মানুষের মত দাঁড়ান।

[দু'জনেই চেষ্টা করবে, পারবে না।]

বৃদ্ধ ঃ এর ওজন বড় বেশি জনাব। সোজা হওন যায় না। অল্প কয়টা দিন বাচুম, বেঁকা হইয়া থাকলে অসুবিধা নাই। আচ্ছা ভাই, যাই। সেলাম।

[চলে যেতে ধরবে।]

[তরুণটি দাঁড়িয়ে আছে একা।]

ওস্তাদ ঃ অল্প ক'টা দিন বাঁচবে, এই ক'টা দিন না হয় সোজা হয়েই বাঁচো।

বৃদ্ধ ঃ লাভ তো কিছু নাই ওস্তাদজী।

ওস্তাদ ঃ লাভ থাকবে না কেন? এই বয়সে এতো বড় একটা বোঝা! তোমার কোমর তো ভেঙে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ ঃ কিন্তু জনাব, এই বোঝাটার একটা ইজ্জত আছে। এর কারণে পাঁচজনে আমারে সালাম দেয়। দুই-একটা জ্ঞানের কথা শুনতে চায়। রাজাসাবও আমারে পেয়ার করেন।

ওস্তাদ ঃ তোমার লোকজন তো এক সময় তোমাকে ভালবাসতো। তারা কি এখনো বাসে?

বৃদ্ধ ঃ ছোড লোকের ভালবাসার কি কোন দাম আছে জনাব? কোন দাম নেই। একটা ময়ূরপঙ্খী এক হাজার কাকের সমান।

ওস্তাদ ঃ বাহ্, তুমি তো সত্যি সত্যি জ্ঞানের কথা বলতে শুরু করেছ!

বৃদ্ধ ঃ আরো একটা কথা আছে, জনাব।

ওস্তাদ ঃ বল, সেই কথাটাও শুনি।

বৃদ্ধ ঃ আমি হইলাম মরণকালের বুড়া। আমার পিঠ বেঁকা থাকলেই কি, সোজা হইলেই কি? [তরুণকে ইঙ্গিত করে।] যারার পিঠ সোজা থাকনের কথা তারাই বেঁকা হইয়া ঘুরতাছে। আচ্ছা ওস্তাদজী, যাই। সেলাম।

[বৃদ্ধ চলে যাবে।]

ওস্তাদ ঃ তোমার জোয়ান বয়স। তোমার বাঁকা হয়ে থাকা তো ঠিক না। নাম কি তোমার?

তরুণ ঃ চাঁন মিয়া।

ওস্তাদ ঃ বাহ্, কি চমৎকার একটা নাম! এত সুন্দর নামের একটি ছেলে সারাজীবন বাঁকা হয়ে থাকবে? দেশের বাড়িতে কে আছে তোমার?

তরুণ ঃ আমার বউ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওস্তাদ ঃ তার কি নাম?

তরুণ ঃ ফুলি।

ওস্তাদ ঃ বাহ্ বাহ্ বাহ্, কি সুন্দর নাম! ফুল থেকে ফুলি। শোন চাঁন মিয়া — ফুলি না ডেকে এখন থেকে তুমি তাকে ডাকবে ফুলকুমারী।

তরুণ ঃ জ্বি আচ্ছা।

ওস্তাদ ঃ এখন তুমি এক কাজ কর, বস্তাটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর ফিরে যাও ফুলকুমারীর কাছে।

[তরুণ গলা থেকে বস্তা নামিয়ে রাখবে। সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।]

যাও, এখন ফুলকুমারীর কাছে যাও। সে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। অনেক দিন তো তার সংগে তোমার দেখা হচ্ছে না, ঠিক না?

তরুণ ঃ [হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়বে।]

[তরুণ সোজা হয়ে উল্টো দিকে চলে যাবে। আনন্দ ও উল্লাস-এর সঙ্গীত বেজে উঠবে। হঠাৎ সমস্ত সংগীত থেমে যাবে। দেখা যাবে তরুণটি চোরের মত আবার ঢুকছে। স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি ব্যাগ গলায় ঝুলিয়ে পিঠ বাঁকা করে সে অন্যরা যেদিকে গেছে সেদিকে রওনা হবে। একবারও তাকাবে না ওস্তাদজীর দিকে। ওস্তাদজী পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটি দেখবেন।]

[মঞ্চের অন্যপ্রান্ত থেকে ঢুকবেন রাজা, তাঁর মুখ হাসি-হাসি]

রাজা ঃ যদি দশটি স্বর্ণমুদ্রা থাকতো তাহলে সে হয়তো তোমার কথা শুনতো। বিশটি বা ত্রিশটি থাকলেও শুনতো। কিন্তু ওখানে আছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

ওস্তাদ ঃ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তুচ্ছ করতে পারে এমন মানুষও তো এ রাজ্যে আছে মহারাজ। আছে না?

রাজা ঃ হয়তো আছে। কিন্তু তাদের জন্যে আছে দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রার থলে। যারা দু'হাজারকে তুচ্ছ করবে তাদের জন্যে তিন হাজারের ব্যবস্থা আছে। [রাজা হাসতে থাকবেন।] রাজ্য চালনা কঠিন কাজ ওস্তাদজী।

ওস্তাদ ঃ হ্যাঁ খুবই কঠিন।

রাজা ঃ আমি দূর থেকে সমস্ত ব্যাপারটা খুব আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করছিলাম। এত আগ্রহ নিয়ে এর আগে কোনকিছু লক্ষ্য করিনি।

ওস্তাদ ঃ মহারাজার আগ্রহের কারণ ঘটাতে পেরেছি। তার জন্যে বড় আনন্দবোধ করছি।

রাজা ঃ আনন্দবোধ করাই উচিত। আমি তোমার উপর খুব খুশি হয়েছি।

ওস্তাদ ঃ আপনার সুখের কারণ ঘটাতে পেরেছি। তাতেই আমার আনন্দ।

রাজা ঃ ওস্তাদজী!

ওস্তাদ ঃ বলুন জনাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা ঃ শুনলাম, তুমি না-কি আজকাল দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছ? ভয়াবহ সব দুঃস্বপ্ন!

ওস্তাদ ঃ [চুপ করে আছে।]

রাজা ঃ এবং তুমি তোমার দুঃস্বপ্নের কথা বলে বেড়াচ্ছ সবাইকে?

ওস্তাদ ঃ স্বপ্ন খুব রহস্যময় বস্তু জনাব। এতে থাকে ভবিষ্যতের ইংগিত, কাজেই স্বপ্নের কথা বলতে হয়।

রাজা ঃ ঠিক ঠিক। খুব ঠিক। বলাই উচিত। বলে তুমি ভালই করেছ। আমি তোমার উপর খুশি। খুব খুশি। নাও, তুমি এই মালাটা নাও। এটা তোমার জন্য।

ওস্তাদ ঃ মহারাজার মালা গলায় পরার যোগ্যতা কি আমার আছে?

রাজা ঃ ওস্তাদজী, মহারাজার মালা অযোগ্য লোকদের গলাতেই বেশি ঝুলে। আমি কি ঠিক বলেছি?

ওস্তাদ ঃ বলেছেন। ঠিক বলেছেন। আপনি মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলেন যে আমি বিভ্রান্ত হয়ে যাই।

রাজা ঃ [হাসি] বিভ্রান্ত হয়ে যাও। খুব ভাল করেছ। একজন বুদ্ধিমান নৃপতির কাজই হচ্ছে আশেপাশের সবাইকে বিভ্রান্ত করে রাখা। দশটি মিথ্যা কথার সঙ্গে তিনটি সত্যি কথা মিশিয়ে দেয়া। দশটি ভুল সিদ্ধান্তের সঙ্গে দু'টি সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া।

ওস্তাদ ঃ আপনি বুদ্ধিমান।

রাজা ঃ ধন্যবাদ।

ওস্তাদ ঃ আমি কি যেতে পারি, মহারাজা?

রাজা ঃ নিশ্চয়ই যেতে পারো। তবে শোন, একটি কথা তোমাকে বলা প্রয়োজন মনে করছি — তোমার গান এখন আর আমাকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। তোমার গলা নষ্ট হয়ে গেছে। এমন একটি সুন্দর কণ্ঠ তো নষ্ট হতে দেয়া ঠিক না। কি করে তোমার গলা ঠিক করা যায় বল তো? [রাজা হাততালি দেবেন, মন্ত্রী এসে ঢুকবেন। রাজা আবার হাততালি দেবেন, দু'জন সভাসদ এসে ঢুকবে।] এর গলা নষ্ট হয়ে গেছে। কি করে এর গলা ঠিক করা যায় বল তো? আমি তার কণ্ঠের অপূর্ব সংগীত আবার শুনতে চাই। [সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে।] [আপন মনে] অন্ধ গায়ক-গায়িকারা খুব সুকণ্ঠ হয়। কি, হয় না? [সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে।] ওকে নিয়ে যাও। নষ্ট করে দাও ওর চোখ। আমি আবার তার কণ্ঠে অপূর্ব সুরধ্বনি শুনতে চাই। আমি আবার আবেগে উদ্বেলিত হতে চাই। যাও ওকে নিয়ে যাও।

মন্ত্রী ঃ [অবাক] মহারাজা!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা ঃ আহা, কেন প্রশ্ন করছো? ও তো করছে না। সে তো তার কণ্ঠে যৌবন ফিরে পেতে চায়। তাই না?

ওস্তাদ ঃ [তাকিয়ে আছেন।]

রাজা ঃ যাও, ওকে নিয়ে যাও।

[ওস্তাদ চলে যাবেন। তার পেছনে মন্ত্রী ও সভাসদরাও যাবে। আলো কমে আসবে। রাজা নিজ মনে পায়চারি করবেন ও হাসতে শুরু করবেন। অট্টহাসি শুনে রাণী ঢুকবেন।]

রাণী ঃ [আতঙ্কিত হয়ে।] কি হয়েছে?

রাজা ঃ কিছুই হয়নি। সব ঠিক আছে এবং দীর্ঘ দিন ধরে ঠিক থাকবে। এসো, তুমি আমার কাছে এসো!

[রাজা ও রাণীর প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য

[রাজার সিংহাসন। রাজা নেই। মন্ত্রী ও সভাসদরা আছেন।]

মন্ত্রী ঃ মহিমগড়ের মহারাজা আজ প্রজাদের দর্শন দিতে পারছেন না। আসন্ন উৎসব নিয়ে তিনি একটি দীর্ঘ ছক রচনা করবেন বলে ঠিক করেছেন।

নকিব ঃ মহারাজার জয় হোক।

সবাই ঃ মহারাজার জয় হোক।

মন্ত্রী ঃ বসন্ত উৎসব উপলক্ষে আমাদের প্রিয় নৃপতি এই রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের জন্যে একটি বিশেষ উপহারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সবাইকে সুখি দেখতে চান, আনন্দিত দেখতে চান।

মজনু ঃ মহারাজার জয় হোক।

সবাই ঃ মহারাজার জয় হোক।

মন্ত্রী ঃ মহারাজার উপহার হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত প্রজা উৎসবের দশদিন রাজার পদচুম্বনের সুযোগ পাবে। ধনী-নির্ধন, আমীর-ফকির সবার জন্যেই এই উপহার। মহারাজার চোখে সবাই সমান।

সবাই ঃ জয়, মহারাজার জয়!

[ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজবে। রাজার প্রবেশ।]

রাজা ঃ তুমি কি উপহারের ঘোষণাটি পড়ে ফেলেছ?

মন্ত্রী ঃ এইমাত্র পড়লাম।

রাজা ঃ কিন্তু ব্যাপারটা এখন আর আমার পছন্দ হচ্ছে না। সারাক্ষণ আমার পায়ে থুথু লেগে থাকবে ভাবতেই আমার গা ঘিন—ঘিন করছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। তারচেয়ে বড় কথা — সবাই অল্পে তুষ্ট নয়। কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ পা চাটতে শুরু করবে। অসহ্য, অসহ্য! ঘোষণা বাতিল করে দাও। উৎসবের দশদিন আমি ওদের দেখতে চাই না। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।

মন্ত্রী ঃ তা হয় না মহারাজ। ঘোষণা বাতিল হলে প্রজাদের আশাভঙ্গের কারণ ঘটবে। ওদের সমস্ত আনন্দই মাটি হবে। সেটা ঠিক হবে না। তবে মহারাজা, আমি দু'দিক বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছি। প্রজারা আপনার পায়ে চুমু খাবে কিন্তু তা আপনাকে স্পর্শ করবে না।

রাজা ঃ বল কি!

মন্ত্রী ঃ [হাততালি।] রাজমিস্ত্রিকে দিয়ে অবিকল আপনার পায়ের মত একটি কাঠের পা তৈরি করা হয়েছে। [প্রকাণ্ড একটি ট্রেতে প্লাস্টার অব প্যারিসের তৈরি ধবধবে একটি পা এনে মঞ্চে রাখবে।] প্রজারা চুমু খাবে এই পায়ে।

রাজা ঃ চমৎকার!

সবাই ঃ চমৎকার ! চমৎকার!

রাজা ঃ আমি অত্যন্ত প্রফুল্ল বোধ করছি। সমস্যার একটি সুন্দর সমাধান তুমি বের করেছ। বল, তুমি আমার কাছে কি চাও?

মন্ত্রী ঃ আপনার অনুগ্রহ চাই। আর কিছুই চাই না।

রাজা ঃ না না, শুধু অনুগ্রহ নয়। আমি এর বাইরেও তোমাকে কিছু দিতে চাই। কি দেয়া যায়? আমার এই রাজকীয় পা বহন করার দুর্লভ সম্মান আমি তোমাকে দিতে চাই।

মন্ত্রী ঃ এ আমার পরম সৌভাগ্য।

[রাজার ইঙ্গিতে সে পা মন্ত্রীর গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। পা গলায় ঝুলানোর পর মন্ত্রী খুব ধীরে ধীরে বাঁকা হতে থাকবেন।]

রাজা ঃ [হাসতে থাকবেন।]

সবাই ঃ [রাজার দেখাদেখি হাসতে থাকবে।]

[টুং টুং করে ঘন্টা বাজবে। পাঁচ পিঠ-বাঁকাকে ঢুকতে দেখা যাবে এবং মন্ত্রীর গলায় ঝুলানো পায়ে চুমু দিয়ে একে একে চলে যাবে। ওরা চলে যেতেই রাজা গম্ভীর গলায় ডাকবেন।]

রাজা ঃ ডাক, ওদের ডাক। [ওরা এসে ঢুকবে।] তোমরা এখানে কেন? তোমাদের তো বলেছিলাম — আনন্দের বার্তা নিয়ে দূর-দূরান্তে যাবে। বসন্ত উৎসবের কথা বলবে। তোমরা কি যাওনি কোথাও? বল, বল, কথা বল। চুপ করে আছ কেন?

মজনু ঃ রোজ একবার আপনেরে না দেখলে মনটা কান্দে।

সবাই ঃ মনটা কান্দে।

মজনু ঃ আমরা মহারাজের আশে-পাশেই থাকতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই ঃ থাকতে চাই।

মজনু ঃ বেকুবগুলির কাছে যাইতে চাই না হুজুর।

সবাই ঃ চাই না হুজুর।

রাজা ঃ আমার প্রতি তোমাদের প্রীতি দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। বড় ভাল লাগছে।

সবাই ঃ আমাদেরও বড় ভাল লাগতাছে। বড় আনন্দ। [সবাই হাসবে]

রাজা ঃ হাসছ কেন? তোমাদের তো হাসতে বলিনি। তোমাদের বলেছিলাম বসন্ত উৎসবের খবর পৌঁছাবে। তাও পৌঁছাওনি। রাজার আদেশ মাননি। রাজার আদেশ অমান্য করেছ।

মজনু ঃ ওদের কাছে যাইতে বড় ভয় লাগে হুজুর।

রাজা ঃ ভয়! কিসের ভয়? আমাকে ভয় লাগে, না ওদের ভয় করে! এসব কি কথাবার্তা শুনছি? ওদের পিঠে দশ ঘা করে চাবুক বসিয়ে দিন।

[বলার সঙ্গে সঙ্গে মজনু এক হাতে কাপড় ঘুচিয়ে শাস্তি গ্রহণ করবার জন্যে এগিয়ে আসবে। অন্যরাও পিঠের কাপড় তুলবে।]

রাজা ঃ আহ্, এরা আমার বড় অনুগত। এদের সঙ্গ বড় ভাল লাগছে। চাবুক মারা শেষ হবার পর পরই এদের একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেবেন। [ওরা পিঠের কাপড় আরো খোলার চেষ্টা করবে। সবার চোখে-মুখে স্বর্গীয় ভাব। চাবুক নিয়ে একজন ঢুকবে।] না না, এখানে নয়। আমার সামনে নয়। আমি মানুষের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারি না। ওদের এখান থেকে নিয়ে যাও। [ওরা চলে যাবে ।] তোমরা কেন দাঁড়িয়ে আছ? যাও, তোমরাও যাও। [সবাই চলে যাবে। মঞ্চ অন্ধকার হতেই দূরাগত ধ্বনি শোনা যাবে। ভাত দেন, কাপড় দেন, অনেকটা সঙ্গীতের মত ধ্বনি। ধীর লয়ে সমুদ্রের গর্জন। রাণী ঢুকবেন।]

AMARBOI.COM

রাণী ঃ কিসের শব্দ হচ্ছে?

রাজা ঃ বাতাসের শব্দ। বাতাসে গাছের পাতা কাঁপছে। চমৎকার ধ্বনি। তোমার ভাল লাগছে না?

রাণী ঃ না না, ওটা বাতাসের শব্দ নয়। আমি প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে দেখলাম, হাজার হাজার মানুষ প্রাসাদের দিকেই আসছে।

রাজা ঃ ওরা আমার ভক্ত প্রজা, ওরা আসছে উৎসব দেখতে।

রাণী ঃ ওদের সবার হাতে মশাল।

রাজা ঃ অন্ধকার রাত। চারদিকে ভাল দেখা যাচ্ছে না, সে জন্যেই মশাল। মশালের আলোয় ওরা উৎসব ভালমত দেখতে পাবে।

রাণী ঃ তুমি বুঝতে পারছ না। ব্যাপারটা সে রকম নয়। দূর-দূর থেকে সবাই আসছে। আমার ভাল লাগছে না। আমার একটুও ভাল লাগছে না।

রাজা ঃ [হাসতে হাসতে বলবেন] রাজপ্রাসাদের সদর দরজা বন্ধ করা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা কেউ এখানে আসবে না। তাছাড়া উৎসব যাতে সুশৃঙ্খলভাবে হতে পারে তার জন্যে হাজার হাজার সৈন্য আছে বাইরে। রাণী, তোমার মন বিক্ষিপ্ত। দুঃস্বপ্ন দেখে দেখে এ রকম হয়েছে। রাজা-রাণীদের কখনো দুঃস্বপ্ন দেখতে নেই। ওস্তাদজীকে ডেকে এনে গান শোন, মন ভাল হবে।

[হাততালি দিতেই অন্ধ ওস্তাদ ঢুকবেন।]

রাজা ঃ তুমি ভাল আছ?

ওস্তাদ ঃ ভাল আছি। বেশ ভাল।

রাজা ঃ বাহ্ বাহ্ বাহ্। তোমার গলা চমৎকার হয়েছে। কণ্ঠ খুলেছে। মহারাণীকে চমৎকার একটি গান শুনাও তো। ওর মন বিক্ষিপ্ত, ওর মন ভাল করে দাও।

[ওস্তাদ বসবেন। গানের আয়োজন করবেন। নেপথ্য থেকে শোনা যাবে — ভাত দেন, কাপড় দেন, ভাত কাপড় দেন — ইত্যাদি স্লোগান।]

শেষ দৃশ্য

[মঞ্চে নকিব দাঁড়িয়ে আছে একা। তার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। হাতে একটি চোঙ। সে চোঙ মুখে নিয়ে কিছু বলতে যাবে — তখন দেখা যাবে জ্ঞান-বৃদ্ধ এসে ঢুকছে। তার হাতে প্লাকার্ড লেখা 'বসন্ত উৎসব, আনন্দ করুন।']

বৃদ্ধ ঃ নকিব সাব, সেলাম। ভাল আছেন?

[নকিব কোন কথা বলবে না]

আমারে চিনছেন না তো? আমার নাম ওসমান। আমি খুব জ্ঞানী লোক। এই দেখেন, রাজা সাব আমারে উপাধি দিছে। আমি খুব জ্ঞানের কথা জানি। হে-হে-হে।

নকিব ঃ জানেন ভাল কথা, এখন যান কোথায়?

বৃদ্ধ ঃ দেশ দেশান্তরে। জ্ঞানের কথা কইব। বসন্ত উৎসবের কথা কইব।

নকিব ঃ ভাল কথা।

বৃদ্ধ ঃ মহারাজার কথাও কইব। মহারাজার কথা বলতে বড় ভাল লাগে।

নকিব ঃ সময়টা কিন্তু ভাল না বুড়া মিয়া। কারো ঘরে ভাত নাই। পুলাপান কান্দে। বুড়াবুড়ি কান্দে। আর জোয়ানগুলি কেমুন-কেমুন কইরা চায়। লক্ষণ কিন্তু ভাল না বুড়া মিয়া। সময়টা খারাপ। বড় খারাপ। কানে কিছু শুনেন না?

বৃদ্ধ ঃ বয়স হইছে, কানে ভাল শুনি না।

নকিব ঃ কিছু দেখেন না?

বৃদ্ধ ঃ বয়স হইছে, চউক্ষে ভাল দেখি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[দেখা যাবে দু'টি লোক খাটিয়া নিয়ে যাচ্ছে।]

নকিব ঃ কে যায়?

লোক দু'টি ঃ খাটিয়াতে হেতমপুরের খবিরুদ্দি যায়।

নকিব ঃ বিষয়ডা কি?

লোকদু'টি ঃ টুপিওয়ালা ভাই, বিষয়ডা রাজা সাবের কাছে বলতে চাই।

নকিব ঃ রাজা সাব রাজধানীতে নাই।

লোক দু'টি ঃ রাজা সাব রাজধানীতে নাই। রাজা সাব রাজাধানীতে নাই।

[হাসতে হাসতে তারা এগুবে। বুড়া চোঙ নিয়ে হঠাৎ বলবে।]

বৃদ্ধ ঃ ও ভাই, ও আমার বন্ধু। আমার কথা শুনেন — আমি জ্ঞানীলোক, বসন্ত উৎসবের কাথাডা বলি — আইজ সন্ধ্যা . . .। [হঠাৎ বৃদ্ধকে অবাক করে দিয়ে নকিব লাথি বসিয়ে দেবে।] লাথি দিলেন ক্যান?

নকিব ঃ জানি না কেন।

বৃদ্ধ ঃ আমি রাজা সাবের আপনার লোক, আমারে লাথি দিলেন ক্যান?

নকিব ঃ পায়ের মইধ্যে চুলকায়
রাজা সাবের আপনার লোকরে লাথি দিবার মন চায়।

[বৃদ্ধ ভয়ে অনেকটা দূরে সরে যাবে এবং দ্রুত মঞ্চ ছেড়ে যাবে। নকিব হেসে উঠবে। রাজা ঢুকবেন, সঙ্গে রাণী।]

রাজা ঃ কে হাসছিল? অমন বিকট স্বরে কে হাসছিল?

নকিব ঃ হুজুর আমি।

রাজা ঃ কেন হাসছিলে?

নকিব ঃ আনন্দ করছিলাম হুজুর। আপনি সবাইকে আনন্দ করতে বলেছেন।

রাণী ঃ না, না, আনন্দ নয়। এটা আনন্দের সময় নয়।

রাজা ঃ আহ্! কি বলছ তুমি! নিশ্চয় এটা আনন্দের সময়। উৎসবে আনন্দ করবে না তো কখন করবে? তুমি হাসো। শব্দ করে হাসো। আমিও হাসব তোমার সঙ্গে। হাসো, হাসো।

[রাজা উচ্চস্বরে হাসতে গিয়েও থেমে যাবেন। দেখা যাবে বৃদ্ধ মঞ্চে ঢুকছে। তার গলায় কোন পদক নেই, ছেঁড়া জুতা ঝুলছে। খালি গা।]

রাজা ঃ তোমার এই অবস্থা করল কে?

বৃদ্ধ ঃ সময়টা খারাপ রাজা সাব।

রাজা ঃ ওর স্পর্ধা তো কম নয়, বলে — সময় খারাপ। লাথি দিয়ে ওকে বের করে দাও।

বৃদ্ধ ঃ হুজুর বহুত লোকজন আসতাছে। বড় ভয় লাগতাছে হুজুর।

রাজা ঃ [ক্ষিপ্ত] এই অপদার্থ ভীরুকে এক্ষুণি . . .। [বৃদ্ধ পালাবে] রাণী, তুমি এসো আমার সঙ্গে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[রাজা রাণীর হাত ধরে চলে যাবেন। বৃদ্ধ আবার মঞ্চে ঢুকবে। ভাত দেন, কাপড় দেন, — বলতে বলতে একটি দল এসে ঢুকবে। তাদের পুরোভাগে মজনু চোরা।]

নকিব ঃ চুপ ! [সবাই থেমে যাবে। মজনুকে উদ্দেশ্য করে] তুমি এদের সঙ্গে?

মজনু ঃ বাতাস উল্টা বইতাছে নকিব সাব। আমি আছি বাতাসের সাথে। বলেন ভাই — ভাত দেন, কাপড় দেন, ভাত কাপড় দেন।

সবাই ঃ ভাত দেন,কাপড় দেন।
ভাত কাপড় দেন।

মজনু ঃ আরো জোরে বলেন। গলায় শক্তি নাই?

সবাই ঃ ভাত দেন কাপড় দেন।
ভাত কাপড় দেন।

নকিব ঃ মজনু !

মজনু ঃ বলেন।

নকিব ঃ রাজা সাব তার সৈন্য সামন্তরে বলেছে রাজধানী ঘিরে রাখতে। শুনেছেন?

মজনু ঃ [ভীতস্বরে] জ্বে না।

নকিব ঃ উৎসবের সময় যারা চেঁচামেচি করবে তাদের শহর থেকে বের করে দেবার হুকুম হয়েছে। শুনেছেন?

মজনু ঃ [খুবই ভীত।] জ্বে না, শুনি নাই। [দলের অন্য জনের দিকে তাকিয়ে] এই তোমরা ভাগ। চিৎকার করেরা মাথা ধরাইয়া দিছে। ভাগ, ভাগ। আরে, আবার চউখ ঘুরাইয়া চায়।
[সবাই চলে যাবে।]

মজনু ঃ আমি হইলাম গিয়া রাজা সাবের আপনার লোক। কি কন নকিব ভাই?

নকিব ঃ পায়ের মইধ্যে চুলকায় —
রাজা সাবের আপনার লোকরে লাথি দিবার মন চায়। [লাথি বসাবে।]

মজনু ঃ [অবাক ! এগিয়ে যাবে বৃদ্ধের কাছে] বিষয়ডা কি কিছুই বুঝতেছি না। এই যে চাচা মিয়া।

বৃদ্ধ ঃ পায়ের মইধ্যে চুলকায় —
রাজা সাবের আপনার লোকরে লাথি দিবার মন চায়।
[সেও লাথি বসাবে। মজনু উল্টে পড়তে গিয়ে সামলিয়ে নিবে। দু'জনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দৌড়ে পালাবে [নকিব ও বৃদ্ধ হেসে উঠবে।]
লাথি দিয়া পাওডার মইধ্যে আরাম পাইলাম, টুপিওয়ালা ভাই।

নকিব ঃ খবরদার ! টুপিওয়ালা বলবেন না।
{ নকিব টুপি খুলে ফেলে দেবে এবং দু'জনেই হেসে উঠবে। দেখা যাবে অন্য পিঠ-বাঁকারা একে একে যাচ্ছে। ওদের হাতে প্লাকার্ড। সেখানে লেখা — "বসন্ত উৎসব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ করুন।" ওদের দেখে নকিব হাসতে থাকবে।]

নকিব ঃ তোমরা কোথায় যাও?

বাঁকাদের একজন ঃ আনন্দ করতে যাই, উৎসব করতে চাই।

নকিব ঃ মুখখান তো বড় শুকনা শুকনা লাগে।

বাঁকাদের একজন ঃ যাইতে ভয় লাগে। মন চায় না। তবু যাইতে হয়।

সবাই ঃ তবু যাইতে হয়।
তবু যাইতে হয়
[ওরা এগিয়ে যাবে। রাজার প্রবেশ।]

রাজা ঃ চারদিকে এমন নরীব কেন? আনন্দ কর। গান কর। হাসো। প্রাণ খুলে হাসো। আজ থেকে উৎসবের শুরু। আনন্দের শুরু। হাসো, সবাই হাসো। [পিঠ-বাঁকারা ফিরে আসবে।]
গাও, গান গাও, হাসো। হাসো — হা-হা-হা সবাই হাসো আমার সঙ্গে।
[শোনা যাবে দূরাগত ধ্বনি — ভাত দেন, কাপড় দেন, ভাত কাপড় দেন।]
হাসো, সবাই হাসো। হাসো।
[দর্শকদের মাঝখান থেকে স্লোগান শোনা যাবে। এবং নকিব নিজেও স্লোগান দেবে।]
[রাজা পাগলের মত চারদিকে তাকাবেন। মঞ্চে সবাই উঠে আসছে।]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাপুরুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম দৃশ্য

মঞ্চ অন্ধকার। প্রায় অস্পষ্ট

একজন অন্ধ ভিখিরী মঞ্চের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ভিক্ষার গান গাইছে। চমৎকার সুরেলা গলা।

ভিখিরী ঃ নূরনবী সল্লাললায়
সাহাবীরে কইয়া যায়
একটা পয়সা দিলে পরে দশটা পয়সা পায়॥
নূরনবী সল্লাললায়
কানতে কানতে কইয়া যায়
এই দুনিয়ায় কিছু দিলে আখেরাতে পায়॥
সল্লাললায় সল্লাললায়
নূরনবী সল্লাললায়।

একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি মঞ্চে প্রবেশ করবেন। তাঁর গায়ে একটি সাদা চাদর। তিনি দাঁড়াবেন ভিখিরীর সামনে।

ভিখিরী ঃ অন্ধ মিসকিনেরে একটা টেকা দেন গো বাবা। দুই দিনের না-খাওয়া। দেন গো বাবা একখান টেকা। আখেরাতে পাইবেন। একটেকা দশটেকা হইয়া ফিরত আসব।

সাদা চাদর ঃ দশ টাকা হয়ে ফেরত আসবে? বাহ্ চমৎকার তো!

ভিখিরী ঃ জ্বি, নবিজীর কথা। আখেরাতে পাইবেন।

সাদা চাদর ঃ তখন সেই দশ টাকা দিয়ে আমি কি করব?

ভিখিরী ঃ এইটা কেমুন কথা কইলেন! নবিজীর কথা লইয়া ঠাট্টা-তামশা। হাসেন কেন? আন্ধা মাইনষেরে লইয়া হাসতে মজা লাগে?

সাদা চাদর ঃ আমার কাছে টাকা নেই। থাকলে দিতাম।

ভিখিরী গান ধরবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে সাদা চাদর গায়ে লোকটি তার সঙ্গে গান ধরবে। ভিখিরী অবাক ও বিরক্ত হয়ে থেমে যাবে।

ভিখিরী ঃ বিষয়ডা কি? আফনে চিল্লাইতাছেন ক্যান?

সাদা চাদর ঃ চিৎকার করছি না তো — গান গাচ্ছি। এটা কি কোন ধর্মীয় সঙ্গীত?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিখিরী ঃ আফনে মানুষডা কেডা?

সাদা চাদর ঃ আমি এসেছি তোমাদের জন্যে।

ভিখিরী ঃ কি কইলেন?

সাদা চাদর ঃ আমি তোমাদের কল্যাণের জন্যে এসেছি। তোমাদের কল্যাণ হোক। আনন্দ আসুক। সত্য ও সুন্দর এসে স্পর্শ করুক তোমাদের হৃদয়। এস, আমরা দু'জন পাশাপাশি বসে গান গাই। ধর, আমার হাত ধর।

ভিখিরী ভয় পেয়ে সরে যাবে।

সাদা চাদর ঃ তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ?

ভিখিরী ঃ আফনে দূরে থাকেন। ও মনু, মনু রে। ও মনু, মনু।

সাদা চাদর ঃ মনু কে? তোমার কন্যা?

ভিখিরী ঃ খবর্দার কাছে আইবেন না। ও মনু, মনু, মনু রে।

৮/৯ বছরের একটি খুকী ঢুকবে।

সাদা চাদর ঃ মনু, তুমি কেমন আছ? ভাল?

মনু ঃ জ্বি ভালই। আফনে কেমুন?

ভিখিরী ঃ খবর্দার হারামজাদী! এর সাথে কথা কইস না। এ পাগল!

মনু ঃ পাগলডা আমার দিকে চাইয়া হাসতাছে বাজান।

ভিখিরী ঃ খবর্দার এর দিকে চাইস না। আয় বাড়িত যাই।

মনু ঃ এইটা কেমন পাগল! খালি হাসে।

ভিখিরী দ্রুত মনুকে নিয়ে চলে যাবে। সাদা চাদর বসে পড়বে এবং গুন গুন করে গাইতে থাকবে।

সাদা চাদর ঃ নূরনবী সল্লাল্লাহু
সাহাবীরে কইয়া যায়
একটা পয়সা দিলে পরে দশটা পয়সা পায়।

প্রথমে কয়েকটি লাইন গাইবার পর ঐ সুরটি গুন গুন করবে। মঞ্চে প্রবেশ করবেন রমিজ সাহেব। বয়স ৪৫/৫০। মনে হচ্ছে কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ।

রমিজ ঃ কে? গান গায় কে?
কথা বলে না যে ব্যাপারটা কি। এই যে হ্যালো। কে আপনি?

মহাপুরুষ ঃ আপনি ভাল আছেন?

রমিজ ঃ ভাল আছেন মানে? এ রকম ভয় দেখানোর অর্থটা কি? আমি হার্টের পেশেন্ট। আপনি ভূত সেজে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। হু আর ইউ?

মহাপুরুষ ঃ আমি কেউ না।

রমিজ ঃ আমি কেউ না মানে? অফকোর্স ইউ আর সামবডি।

মহাপুরুষ ঃ আমি একজন মহাপুরুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমিজ ঃ মহাপুরুষ? মহাপুরুষ মানে?

মহাপুরুষ ঃ যারা দুঃসময়ে পথ দেখান। মানুষের হৃদয়ে ভালবাসা জাগিয়ে তুলেন।

রমিজ ঃ ও, আই সি।

মহাপুরুষ ঃ আমি জগতের কল্যাণের জন্যে এসেছি।

রমিজ ঃ জগতের কল্যাণের জন্য এসেছেন? (হাসতে থাকবে)

মহাপুরুষ ঃ (হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়বেন)

রমিজ ঃ ভাল করেছেন এসেছেন। সব যুগে মহামানবরা আসে। এ যুগেই বা আসবে না কেন? আসাই উচিত! অ্যাজ এ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট, আরো আগেই আসা উচিত ছিল। তা আসলেন কিভাবে? টুপ করে আকাশ থেকে পড়লেন নাকি? হা হা হা।

রমিজ সাহেব হঠাৎ হাসি থামিয়ে পেটে হাত দিয়ে বসে পড়বেন। তাঁর বমির বেগ হচ্ছে।

মহাপুরুষ ঃ আপনি কি অসুস্থ?

রমিজ ঃ না, অসুস্থ না, সুস্থ। তবে খানিকটা পান করেছি। আপনি মহাপুরুষ মানুষ। আপনার সঙ্গে মিথ্যা বলব না। হা হা হা। তা ভাই শোনেন, একটা বাণী-টানী দেন। মহাপুরুষদের একমাত্র কাজই তো বাণী দেয়া।

মহাপুরুষ ঃ সর্বজীবে দয়া কর।
সর্বজীবে ভালবাস।

রমিজ ঃ হা হা হা। আপনি তো ভাই পুরানো মাল ছাড়ছেন? চোরাই মাল। আপনার আগেই এসব কথা বলা হয়ে গেছে। নতুন কিছু বলেন। বুকের মধ্যে গিয়ে বিঁধে এরকম কিছু।

মহাপুরুষ ঃ তেমন কিছু আমার জানা নেই।

রমিজ ঃ জানা না থাকলে চলবে কেন? ট্রাই, ট্রাই। মাথা খেলিয়ে কিছু বার করেন। আপনাকে দেখে তো বুদ্ধিমান লোক বলেই মনে হচ্ছে।

মহাপুরুষ ঃ জীবন তার সুবিশাল বাহু প্রসারিত করুক সবার দিকে। আনন্দে পরিপূর্ণ হোক সবার হৃদয়।

রমিজ ঃ গুড, ভেরি গুড। এটা আগে শুনিনি। নতুন জিনিস। আগের মত চোরাই মাল না। শোনেন ভাই, আপনার কোন ক্ষমতা-টমতা আছে?

মহাপুরুষ ঃ কিসের ক্ষমতা?

রমিজ ঃ অলৌকিক কোন ক্ষমতা। ঐ যে একজন ছিল না — হাতের লাঠি ফেলে দিলেই সাপ হয়ে যেতে। সেই সাপ সবকিছু কপ কপ করে গিলে ফেলত। সে রকম কিছু।

মহাপুরুষ ঃ না।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমিজ ঃ চাদরটা ফেলে দেন না দেখি কিছু হয় কি না। হতেও তো পারে। হয়ত চাদরটা বাঘ হয়ে যাবে। হালুম হালুম করতে থাকবে। হা হা হা। রাগ করলেন?

মহাপুরুষ ঃ না, রাগ করিনি।

রমিজ ঃ রাগ করার কথাও নয়। মহামানুষরা আবার রাগ করবে কি? এদের এক গালে চড় দিলে অন্য গাল পেতে দেবে। পশ্চাদ্দেশে লাথি দিলে হাসিমুখে বলবে — ভাই, আরেকটা লাথি দিন। আগেরটায় তেমন জোর ছিল না। ব্যথা পাইনি।

মহাপুরুষ ঃ আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না?

রমিজ ঃ বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস করছি। আমাদের কাজ তো বিশ্বাস করা। আমরা ভূত বিশ্বাস করি, হাত দেখা বিশ্বাস করি, স্বর্গ-নরক বিশ্বাস করি ; আপনাকে বিশ্বাস করব না? আপনি কায়দা করে একটা চাদর গায়ে দিয়েছেন — নিজের মুখে বলছেন আমি হেন, আমি তেন ; এরপর আর অবিশ্বাস করবার পথ কোথায়? শোনেন ভাই, আপনি যে এসেছেন এটা লোকজন জানে?

মহাপুরুষ ঃ ধীরে ধীরে জানবে। একজন অন্ধ ভিখিরী জানে। তার কন্যা জানে। আপনি জানলেন।

রমিজ ঃ এতে লাভ হবে না। আরো ভাল পাবলিসিটি হওয়া দরকার। পত্রিকায় নিউজ দিয়ে দেন — আমি এসেছি। হে বঙ্গবাসী, আর ভয় নেই। এবার আমি তোমাদের উদ্ধার করব। ছবিসহ নিউজ।

এছাড়াও হ্যান্ডবিল বিলির ব্যবস্থা করতে হবে। কয়েকটা ছোকরাকে লাগিয়ে দিন। আশ্চর্য দাঁতের মাজনের পাশাপাশি আপনার হ্যান্ডবিল বিলি করবে। সেখানে লেখা থাকবে — আসিয়াছে আসিয়াছে, মহাপুরুষ আসিয়াছে। আচ্ছা ভাই চললাম। ভাল লাগল আপনার সঙ্গে কথা বলে।

রমিজ সাহেব কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে আসবেন।

রমিজ ঃ আপনার সত্যিকারের নাম তো জানা হল না।

মহাপুরুষ ঃ (কোন জবাব নেই)।

রমিজ ঃ ঠিক আছে, নাম বলতে না চাইলে বলবেন না। তবে শোনেন ভাই, সাবধানে থাকবেন। মহাপুরুষদের অনেক রকম বিপদ হয়। গান্ধিজীর একটা ছাগল ছিল, জানেন তো? বেচারা ছাগলের দুধ খেত। সেই ছাগলটা লোকজন কেটেকুটে খেয়ে ফেলল। কাজেই সাবধানে থাকবেন। আপনার সঙ্গে কোন ছাগল নেই তো?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাপুরুষ ঃ না।

রমিজ ঃ ছাগল–ফাগল কিছু একটা থাকা দরকার। নয়ত মহাপুরুষদের ইমেজ ঠিকমত আসে না। জিনিসটা যত অদ্ভুত হয় ততই জমে। একটা ছাগল বা ভেড়া জোগাড় করেন। তারপর আপনার কাজকর্ম শুরু করেন। কি করতে চান আপনি তা তো শোনা হয় নি।

মহাপুরুষ ঃ আমি মানুষের হৃদয়ে ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে চাই।

রমিজ ঃ এ দেশে কি ভালবাসার অভাব আছে যে আপনাকে সেটা জাগিয়ে তুলতে হবে? এই বঙ্গ দেশে, বুঝলেন মহাপুরুষ, প্রতিদিন খুব কম করে হলেও বিশ হাজার ভালবাসার কবিতা লেখা হয়। এ দেশের নেতারা জনগণকে এতই ভালবাসেন যে কথায় কথায় তাঁদের চোখে পানি চলে আসে। তাঁরা ব্যাকুল হয়ে কাঁদেন। মেকি কান্না নয়, আসল কান্না। ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট পিওর।

মহাপুরুষ ঃ রমিজউদ্দিন সাহেব, আপনি বড় রসিক মানুষ।

রমিজ হকচকিয়ে যাবেন। নার্ভাস ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাবেন।

রমিজ ঃ আপনি আমার নাম জানলেন কিভাবে?

মহাপুরুষ ঃ (চুপ করে থাকবেন)

রমিজ ঃ চুপ করে আছেন কেন? মিস্টার মি। আমি তো আপনার নাম জানি না। আপনার সঙ্গে তো আগে আমার কখনো দেখা হয়নি।

দেখা যাবে অন্ধ ভিখিরী মেয়ের সঙ্গে আবার মঞ্চে ঢুকছে।

মহাপুরুষ ঃ কি ব্যাপার, মনু?

মনু ঃ বাজানের থালার থুন একটা টেকা পইরা গেছে। এইটা খুঁজতাম আইছি। (মনু কুপি নিয়ে খুঁজতে থাকবে)

ভিখিরী ঃ মনু পাইছস? ও মনু, পাইছস নি?

মনু ঃ বাজান পাগলডা আমার দিকে চাইয়া খালি হাসে।

ভিখিরী ঃ চড় দিয়া দাঁত ফালাই দিমু হারামজাদী। নিজের কাম কর। হেই দিকে চাস কেন? পাইছস?

মনু ঃ না।

ভিখিরী ঃ আরে হারামজাদী, চউখ থাইক্যাও দেখে না। নয়া টেকা। কড়কড়া নোট। (ভিখিরী নিজেও বসে পড়ে দু'হাত দিয়ে খুঁজতে থাকবে।)

রমিজ ঃ (পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করবে) এই মেয়ে এদিকে, এই নাও।

ভিখিরী ঃ কত টেকারে মনু?

মনু ঃ সব্বোনাশ বাজান! একশ টেকা!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিখিরী ঃ দে দে, আমার কাছে দে। বাজান গো, আল্লা আপনের হায়াত দরাজ করুক। ধনে-জনে বরকত দেউক। নেক মকসুদ হাসিল করুক। ময়-মুরুবীরে বেহেশত নসিব করুক। পুলাপানের পরীক্ষা পাস হউক। মাইয়াগুলার বিয়ার পয়গাম আউক।

রমিজ ঃ ঠিক আছে। ঠিক আছে। যথেষ্ট হয়েছে।

ভিখিরী ঃ একটু খাস দিলে দোয়া করি বাজান, আউজুবিল্লাহ হিমিনাস শাইতুয়া-নিররাজিম। বিসমিল্লাহ হিররাহমানির রাহিম। কুল আইজুবিরাব্বি . . .

মনু ঃ বাজান, পাগলডা খালি হাসে।

মহাপুরুষ ঃ তোমরা মনে হচ্ছে খুব খুশি। খুশি হয়ে থাকলে তোমাদের ধর্মীয় সঙ্গীতটা এদের শোনাও।

রমিজ ঃ কিসের সঙ্গীত?

মহাপুরুষ ঃ সে বড় মধুর সঙ্গীত।

রমিজ ঃ সঙ্গীত-ফঙ্গীত লাগবে না, তোমরা যাও।

মহাপুরুষ ঃ আহা শুনি না। বস তোমরা। রমিজ সাহেব বসুন না। এই চমৎকার জোছনায় বসে থাকতে ভালই লাগবে। কি অপূর্ব দৃশ্য!

অন্ধ ঃ আমার বাজান দেখনের কপাল নাই। রাব্বুল আলামিন আমারে চউখ দেয় নাই।

সবাই গোল হয়ে বসবে এবং গান শুরু হবে। গান মনু এবং অন্ধ দুজনে মিলে গাইবে।

মনু ঃ কি কথা কইয়া ছিল বিবি ফাতিমায়?

অন্ধ ঃ সেই কথাটা বলা সোজা করা বিষম দায়।

মনু ঃ কি কথা কইয়া ছিল মা আমিনায়?

অন্ধ ঃ সেই কথাটা পালন করা বড় বিষম দায়।

মনু ঃ কি কথা কইয়া ছিল বিবি হাজেরায়?

অন্ধ ও মনু ঃ সবের সেই কথাগুলা বলতে মনে চায় গো, বলতে মনে চায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্চের এক প্রান্তে গোল হয়ে বসে সবাই গান গাইছে। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র। মঞ্চের অন্য প্রান্তে দেখা যাবে ফরিদকে। তার হাতে বড় একটা টর্চলাইট। মুখে সিগারেট। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে খুব চিন্তিত। সে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এসে কথা বলতে থাকবে। কথাবার্তা দর্শকদের উদ্দেশ্যেই বলা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদ ঃ বুড়োমত এক ভদ্রলোককে দেখলেন না কোট গায়ে? গোল হয়ে বসে আছেন দলটির মধ্যে। উনি মিজানুর রহমান সাহেব। কঠিন ব্যক্তি। যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক। বই-টইও লিখেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক আছে। উনি আমার বাবা।

ভদ্রলোকের কাণ্ড-কারখানা ঠিক বুঝতে পারছি না। একদল ভিখিরীর সঙ্গে বসে আছেন। আমার মনে হয় গানও গাইছেন। তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করতে পারেন। যেহেতু ভদ্রলোক যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক, কাজেই তিনি যা করছেন তার পেছনে নিশ্চয়ই কোন যুক্তি আছে। অবশ্যি আমি একটু অবাক হয়েছি।

আমি ওনার পেছনে পেছনে আসছিলাম। প্রায়ই এরকম করি, রাতে উনি যখন বাড়ি ফেরেন আমি ওনাকে ফলো করি। কেন করি? কেন করি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ আমি জানি না কেন করি। পিতার প্রতি পুত্রের ভালবাসা? হা হা হা। না না, এসব কিছু না।

গত দু'বছর ধরে আমার বাবা প্রফেসর মিজানুর রহমান আমার সঙ্গে কথা বলেন না। আমিও বলি না। তাঁর সঙ্গে হঠাৎ যদি কোনদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় তিনি এমন ভাব করেন যেন আমাকে চিনতে পারছেন না। গত বুধবারে কি হল শোনেন — রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। বাবা রিকশা করে অফিসে যাচ্ছেন। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই তিনি ঝাঁকুনি খেয়ে রিকশা থেকে নিচে পড়ে গেলেন। আমি ছুটে গিয়ে বললাম, বাবা, ব্যথা পেয়েছেন? তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। যেন এমন অদ্ভুত কথা জীবনে শোনেননি।

আসলে নষ্টপুত্রদের প্রতি বাবা-মা'র কোন স্নেহ-মমতা থাকে না। আমি একজন নষ্টপুত্র — এটা বোধহয় ধরে নেয়া যায়। অন্তত এই বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। হা হা হা।

(খুট করে একটা শব্দ হবে। ফরিদ দারুণ চমকে তার টর্চ ফেলবে সে দিকে। কোথাও কিছু নেই।)

কে কে ওখানে? কে? জামিল! জামিল! জামিল নাকি?

(কোন উত্তর নেই)

একটা শব্দ হয়েছে না? স্পষ্ট শুনলাম ঝুপ করে একটা শব্দ হল। নাকি আমার মনের ভুল? মনের ভুল আমার বড়-একটা হয় না। আমি যে ধরনের জীবনযাপন করি তাতে মনের ভুল হলে এতদিন টিকে থাকা যেত না। অনেক আগেই ভাল-মন্দ কিছু হয়ে যেত।

এবং আজ রাতে তার সম্ভাবনা খুব বেশি। আজ রাত হচ্ছে একটা অন্য রকম রাত। এই রাতে কিছু-একটা হবেই। আমি আমার রক্তের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা টের পাচ্ছি। এসব টের পাওয়া যায়। দেখছেন না টর্চ নিয়ে বের হয়েছি। শুধু টর্চ না, টর্চ ছাড়া অন্য জিনিসপত্রও আমার সঙ্গে আছে।

আজ সন্ধ্যাবেলা খবর পেলাম, চৌধুরী সাহেব আমার উপর নাখোশ হয়েছেন। চৌধুরী সাহেবকে আপনাদের চিনতে না পারার কোনই কারণ নেই। একাত্তুরের যুদ্ধের পর পর একদল মানুষ হঠাৎ প্রচণ্ডরকম ধনী হয়ে গেল না? শুধু ধনী না, এরা আবার সমাজসেবক হয়ে গেল। জনদরদী হয়ে গেল। এবং এরা সবাই বিরাট বিরাট পাল খাটিয়ে দিল আকাশে। সেই পালগুলিতে বল বিয়ারিঙ সিস্টেম আছে। যেদিকে বাতাস বয় সেইদিকে পাল ঘুরে যায়। অটোমেটিক ব্যবস্থা।

চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে জামিলের নাকি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে। তিনি জামিলকে বলেছেন আমাকে 'ক্লীন' করবার জন্যে। তিনি শুনলাম দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। জামিল অবশ্যি আমার বন্ধুমানুষ। এক সময় আমরা দু'জনে মিলেই চৌধুরী সাহেবের কিছু কাজকর্ম করেছি। এখন অবস্থা ভিন্ন। এখন আমি ভাল রকম বেকায়দায় আছি। জামিল আমাকে খুঁজছে। আমিও জামিলকে খুঁজছি। কে কাকে আগে খুঁজে পায় সেটাই হচ্ছে কথা। রাতটা ভাল না। এই রাতে কিছু-একটা হবেই।

(খুট্ করে শব্দ হবে। ফরিদ চমকে টর্চ ফেলবে।)

কে কে কে?

মৌলানা ঃ আসসালামু আলাইকুম।

আমি খবিরুদ্দিন। জামে মসজিদের পেশ ইমাম। ফরিদ ভাই, ভাল আছেন?

ফরিদ ঃ ভাল আছি। এখানে কি করছেন?

মৌলানা ঃ একটা দাওয়াত ছিল চৌধুরী সাবের বাসায়। ছোট নাতির মুসলমানী। চাপ খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। বিরাট আয়োজন। কাচ্চি বিরিয়ানী, একটা করে কাবাব, দই মিষ্টি। শরীরটা ভার হয়ে গেছে। হাঁটাহাঁটি করছি।

ফরিদ ঃ খিদে তৈরি করছেন?

মৌলানা ঃ না, মানে ইয়ে . . .।

ফরিদ ঃ করেন করেন, হাঁটাহাঁটি করেন। তবে শোনেন, নিঃশব্দে হাঁটবেন না। এখন থেকে শব্দ করে হাঁটবেন।

মৌলানা ঃ জ্বি আচ্ছা।

ফরিদ ঃ অনেক লোকজন ছিল বুঝি দাওয়াতে?

মৌলানা ঃ জ্বি তা ছিল। বিরাট আয়োজন। খাসি কোরবানী হয়েছে ছয়টা। নিজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবেহ করলাম। আলিশান খাসি। পনেরো সের করে গোস্ত হয়েছে আপনার।

ফরিদ ঃ জামিলের সঙ্গে দেখা হয়েছে? জামিল ছিল না দাওয়াতে? চিনেন তো জামিলকে?

মৌলানা ঃ জ্বি চিনি। চিনব না কেন?

ফরিদ ঃ জামিল ছিল?

মৌলনা ঃ জ্বি না, ছিল না। দেখি নাই।

ফরিদ ঃ ঠিক আছে, যান। শব্দ করে পা ফেলে ফেলে যান। চোরের মত পা ফেলবেন না।

মৌলানা ঃ জ্বি আচ্ছা।

(শব্দ করে পা ফেলে যাবেন)

ফরিদ ঃ লোকজন এখন আমার কথা শোনে। শব্দ করে পা ফেলতে বলেছি — শব্দ করে পা ফেলছে। যদি বলতাম, লাফিয়ে যাও, তাহলে লাফিয়ে লাফিয়ে যেত — হা হা হা।

(হঠাৎ হাসি থামিয়ে)

কে, জামিল না? জামিল!

(জামিল এগিয়ে আসবে)

কি খবর তোর? আছিস কেমন?

জামিল ঃ (জবাব দেবে না)

ফরিদ ঃ আজকাল মনে হয় নিঃশব্দে হাঁটা প্র্যাকটিস করছিস। এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলি বুঝতেই পারিনি। হাঁটা মনে হয় বদলে ফেলেছিস।

জামিল ঃ আগে যে রকম হাঁটতাম এখনো সে রকমই হাঁটি।

ফরিদ ঃ তাই নাকি? তুই বদলাসনি তাহলে! আগের জামিলই আছিস? গিয়েছিলি কোথায়? চৌধুরীদের ওখানে? নুনু কাটা উপলক্ষে বিরাট পার্টি হচ্ছে শুনলাম।

জামিল ঃ জানি না। অত খবর রাখি না।

ফরিদ ঃ খবর রাখিস না কথাটা তো ঠিক না জামিল।

জামিল ঃ বললাম তো খবর রাখি না। বিশ্বাস করা না করা তোর ইচ্ছা।

ফরিদ ঃ এদিকে কোথায় যাচ্ছিস? অন্ধকারে ঘুর ঘুর করছিস কেন?

জামিল ঃ ঘুর ঘুর করছি না, বাসায় যাচ্ছি।

ফরিদ ঃ রাতটা ভাল না, জামিল। সাবধানে বাসায় যা। হা হা হা। নাকি কোথাও বসে আড্ডা দিতে চাস? অনেকদিন আড্ডা দেয়া হয় না।

জামিল ঃ ঐসব ধান্ধাবাজি ছেড়ে দিয়েছি।

ফরিদ ঃ ভাল মানুষ হয়ে গেছিস? গুড। এখন কি চাকরি-বাকরিতে ঢুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়বি? নাকি ব্যবসা? ব্যবসার ক্যাপিটেল চলে এসেছে তাহলে? কত পেয়েছিস? দশ না বিশ?

জামিল ঃ তুই ফালতু কথা একটু বেশি বলছিস?

ফরিদ ঃ তাই নাকি?

জামিল ঃ হ্যাঁ তাই।

(জামিল এগিয়ে আসবে)

ফরিদ ঃ বেশি কাছে আসিস না, জামিল। একটু দূরে দূরেই থাক। রাতটা ভাল না। এটা একটা অন্যরকম রাত। এই রাতে অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড-করাখানা ঘটে যায়। দেখছিস না কেমন মরা জোছনা? হা হা হা।

জামিল ঃ পাগলের মত হাসছিস কেন? হাসির কি হয়েছে?

ফরিদ ঃ হাসির কিছুই হয় নাই। তোর সঙ্গে আমার একটা মিল আছে রে জামিল। তুই বাবা-মা'র তিন নম্বর সন্তান। আমিও তাই। বাবা-মা'র তিন নম্বর সন্তানটি হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা দু'জনই সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান রে জামিল। মজার ব্যাপার না? চলে যাচ্ছিস নাকি? এই জামিল, জামিল!

(জামিল চলে যাবে)

যাবি আবার কোথায়? তোকে আসতে হবে। এবং আজ রাতেই আসতে হবে। এটা একটা বিশেষ রাত।

ফরিদের বড় বোনকে আসতে দেখা যাবে।

সোমা ঃ এই ফরিদ! ফরিদ!
এখানে কি করছিস তুই বক্তৃতা দিচ্ছিস নাকি?

ফরিদ ঃ কেমন আছ আপা?

সোমা ঃ ভাল। আর কিছু জিজ্ঞেস করবি না?

ফরিদ ঃ আর কি জিজ্ঞেস করব?

সোমা ঃ এত রাতে কোত্থেকে এলাম, কি ব্যাপার?

ফরিদ ঃ আমার এত কৌতূহল নাই, আপা। একটা সময় আসে যখন মানুষের কৌতূহল কমে যায়। এখানে দাঁড়িয়ে থেক না, বাসায় যাও। রাতটা খারাপ।

সোমা ঃ আমি কুমিল্লা থেকে একা একা চলে এসেছি।

ফরিদ ঃ ভাল করেছ।

সোমা ঃ আর কোনদিন ফিরে যাব না। দ্যাখ, এক বস্ত্রে এসেছি। সব ফেলে এসেছি।

ফরিদ ঃ আমাকে এসব বলছ কেন? আমি কি কিছু জানতে চাচ্ছি?

সোমা ঃ তুই এরকম করে কথা বলছিস কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদ ঃ আপা, বাসায় যাও।

সোমা ঃ তোদের কি হয়েছে বল তো? রিকশা থেকে নেমেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। বাবা কয়েকটা ফকির-মিসকিনদের সঙ্গে বসে আছেন। আমার মনে হয় বসে বসে গান গাইছেন — কি কথা বইলা ছিল বিবি হাজেরায়। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি, কি ব্যাপার? বাবা লজ্জা পাবেন বলে জিজ্ঞেস করিনি। তারপর একটু এগিয়েই দেখি তুই হাত নেড়ে নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছিস?

ফরিদ ঃ বাসায় যাও, আপা।

সোমা ঃ তুই আয় আমার সঙ্গে, আমি একা একা যাব নাকি?

ফরিদ ঃ আমার কাজ আছে। একজনের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি যেতে পারব না।

সোমা ঃ রাস্তায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

ফরিদ ঃ হ্যাঁ রাস্তায়। আমি রাস্তার ছেলে আপা। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাস্তাতেই হবে। তুমি যেতে পার।

(সোমা চলে যেতে ধরবে)

ফরিদ ঃ এই মেয়েটির নাম সোমা। আমার বড় বোন। একটি চমৎকার মেয়ে! ও আশপাশে থাকলে মন অন্য রকম হয়ে যায়। বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে। ঠিক এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছা করছে বাসায় ফিরে যেতে। আপার সঙ্গে গল্প-গুজব করতে। অনেক দিন বড় আপার সঙ্গে গল্প করা হয় না।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই যাওয়া যাবে না। আমাকে থাকতে হবে এখানেই। রাতটা ভাল না। রাতটা খারাপ। খুবই খারাপ। বড় আপা, তুমি একটা খারাপ রাতে সব ছেড়ে-ছুড়ে ঘরে ফিরে এলে? এটা ঠিক করনি আপা। এটা ঠিক করনি।

AMARBOI.COM

তৃতীয় দৃশ্য

মা, সোমা ও লীনা

সোমা ঃ মা, তুমি কথা বলছ না কেন আমার সঙ্গে? তুমিও যদি কথা বলা বন্ধ করে দাও তাহলে যাব কার কাছে?

খুব চেষ্টা করেছি, মা। ও যা বলেছে তাই শুনেছি। গান-বাজনার শখ ছিল, গান-বাজনা ছাড়লাম। বেড়াতে-টেড়াতে যেতে ভাল লাগত, তাও ছাড়লাম। শেষ পর্যন্ত এক কামরার একটা ঘরে জীবনটা আটকে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘর থেকে এক পা বেরুতে পারি না, যদি কোন পুরুষমানুষ আমাকে দেখে ফেলে।

পরশু কি হয়েছে শোন — ওর এক চাচাতো ভাই এসেছে। আমাকে দেখে বলল — কি ভাবী, আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না। সারাদিন ঘরেই বসে থাকেন নাকি? আর এতেই সবার সামনে ওর কি চিৎকার! কি সমস্ত জঘন্য কথা, মা! তুমি চিন্তাও করতে পারবে না। ওর চাচাতো ভাই লজ্জায় অপমানে কেঁদে ফেলল। আরো শুনবে?

মা ঃ না।

লীনা ঃ জীবনটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত হলে খুব ভাল হত। তাই না আপা? গোড়া থেকে শুরু করা যেত। পিনটা উঠিয়ে এনে স্টার্টিং পয়েন্টে দিয়ে দেয়া।

সোমা ঃ মা, আমি চলে এসে কি ভুল করেছি?

(মা জবাব দেবেন না)

এমন সব ব্যাপার আছে মা, যা তোমাকে বলা যাবে না। শুধু এটুকু বলি — আমি খুব চেষ্টা করেছি। সব চেষ্টারও একটা শেষ আছে। আমিও তো মানুষ।

মা ঃ যা, হাত-মুখ ধুয়ে আয়।

সোমা উঠে চলে যাবে। তার পেছনে পেছনে যাবে মা ও লীনা। বাবা ঢুকবেন। কাপড় ছাড়তে থাকবেন। ঢুকবে লীনা।

লীনা ঃ আরে বাবা, তুমি ঠিক কখন এসেছ?

বাবা ঃ এই তো কিছুক্ষণ।

লীনা ঃ হয়েছে কি তোমার?

বাব ঃ কিছু হয় নাই। শরীরটা একটু খারাপ। মাথা ঘুরছে।

(মানিব্যাগ খুলে মেয়ের হাতে দেবেন)

লীনা, দেখ তো, এর মধ্যে কত টাকা আছে? ভাল করে গুনবি।

লীনা ঃ ব্যাপারটা কি? এক হাজার আছে।

বাবা ঃ এক হাজার টাকাই মানিব্যাগে ছিল। সেখান থেকে একটা ভিখিরীকে একশ টাকা দিলাম। কাজেই ন'শ টাকা থাকার কথা, আছে এক হাজার। এর মানে কি?

লীনা ঃ একশ' টাকা তুমি ভিখিরীকে দিয়েছ? বলছ কি এসব? কি সর্বনাশ!

বাবা ঃ ন'শ থাকার কথা — আছে এক হাজার — **why ?**

লীনা ঃ একশ' টাকা কেউ কাউকে ভিক্ষা দেয়? তাও তোমার মত মানুষ? এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা রিকশা ভাড়া কমাবার জন্যে যে এক ঘণ্টা রিকশাওয়ালার সঙ্গে তর্ক করে!

বাবা ঃ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে লীনা। আজ একজন পাগল ধরনের লোকের সঙ্গে দেখা হল। কেমন সব কথাবার্তা বলতে লাগল। সে নাকি মহাপুরুষ — এসেছে জগতের কল্যাণের জন্যে!

লীনা ঃ আর তাতেই ইমপ্রেসড্ হয়ে তুমি তাকে একশ' টাকা দিয়ে দিলে? বল কি? এত বোকা তো তুমি কখনো ছিলে না!

বাবা ঃ টাকাটা ওকে দেইনি। দিয়েছি অন্য লোককে। এক অন্ধ ভিখিরীকে। তবে আমার মনে হয় ঐ মহাপুরুষ আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে। সে না থাকলে আমি নিশ্চয়ই দিতাম না। আমি মানুষ হিসেবে কৃপণ। দ্যাট আই অ্যাডমিট। I do admit.

লীনা ঃ তুমি কৃপণ না, তুমি রামকৃপণ। বাংলাদেশী শাইলক।

রমিজ ঃ সে বলছিল — সে এসেছে মানুষের কল্যাণের জন্যে। মানুষের হৃদয়ে ভালবাসা জাগানোর জন্যে।

লীনা ঃ এরকম কথাবার্তা আজকাল লোকজন হরদম বলছে। বাবা শোন, সবাই আমরা একটা দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আমরা সবাই চাই সমাজের জন্য কিছু-একটা করতে। কিন্তু করতে পারি না। মনে মনে আমরা সবাই মহাপুরুষ। আমাদের মধ্যে কিছু দুর্বল মানুষ আছে যারা সেটা সহ্য করতে পারে না। এক সময় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে থাকে তারা মহামানব। মাথার নাট-বল্টু খুলে পড়ে যায় আর কি। ফার্মগেটের কাছে তুমি নেংটি পরা এক বুড়োকে দেখবে যে চেঁচাচ্ছে — আমি ইসা নবী, ইয়াজুজ মাজুজকে শায়েস্তা করবার জন্যে এসেছি।

রমিজ ঃ কিন্তু ঐ লোক আমার নাম জানে। কেমন করে আমার নাম জানল সে? কোনদিনই আমার সঙ্গে যার দেখা হয়নি।

লীনা ঃ বাবা, এই পাড়ায় তুমি পঁচিশ বছর ধরে আছ। এখানকার সবাই তোমার নাম জানে। সেও জানে। সে নিশ্চয়ই এ পাড়ারই ছেলে। তুমি তাকে চিনতে পারনি কারণ বেশিরভাগ মানুষকেই তুমি চেন না।

রমিজ ঃ আর ন'শ টাকা থেকে এক হাজার হল কিভাবে?

লীনা ঃ খুব সোজা। আসলে তোমার মানিব্যাগে ছিল এগারশ' টাকা। নতুন নোট। একটির গায়ে একটি লেগেছিল।

রমিজ সাহেব চিন্তিত মুখে উঠে দাঁড়াবেন। সিগারেট ধরাবেন।

লীনা ঃ বাবা শোন, আমি একশ' টাকা নিয়ে নিলাম। তোমার ন'শ টাকা থাকার কথা। এখন ন'শ টাকাই আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমিজ ঃ ঠিক আছে। নিয়ে নে।

লীনা ঃ (খুবই অবাক) বাবা, তোমার হয়েছেটা কি! এক কথায় দিয়ে দিলে? যেখানে তোমার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা বের করেতে আমার রক্ত পানি হয়ে যায়।

(মা ঢুকবেন।)

মা ঃ লীনা, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর সে মাঠের মধ্যে বসে কি করছিল।

বাবা ঃ কিছু করছিলাম না, সুরমা।

মা ঃ জিজ্ঞেস কর, তার সঙ্গে কারা কারা ছিল।

লীনা ঃ বাবার সঙ্গে ছিলেন একজন প্রেরিত পুরুষ। মহামানব। তিনি কি না-কি বলেছেন বাবাকে। তারপর থেকেই বাবা একেবারে চেঞ্জড্ ম্যান। যে যা চাচ্ছে বাবা তাকে তাই দিয়ে দিচ্ছে। এক ভিখিরীকে দিয়েছে একশ'। আমাকে একশ'। এই দেখ। তুমি চাইলে তোমাকেও দেবে।

মা ঃ মদ খেয়ে এসেছে, তাই এরকম করছে। গন্ধ পাচ্ছিস না? ভুর ভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে।

লীনা ঃ না না, বাবা আজ কিছু খায়নি। তাই না বাবা?

বাবা ঃ খেয়েছি মা।

মা ঃ মাতাল। বদ্ধ মাতাল। হায় রে, নসিব!

(ভেতরে ঢুকে যাবেন)

লীনা ঃ কি আছে এর মধ্যে যে রোজ রোজ খেতে হয়?

বাবা ঃ কিছুই নেই মা, কিছুই নেই।

লীনা ঃ কিছুই নেই, তাহলে রোজ খাও কেন?

বাবা চুপ করে থাকবেন। লীনা বাবার মানিব্যাগ থেকে আরো একটা নোট বের করবে।

লীনা ঃ বাবা শোন, আমি আরেকটা নোট নেই? দু'শ' টাকা হলে আমার খুব উপকার হয়, বাবা। আমার খুবই দরকার।

রমিজ ঃ নিয়ে যা।

লীনা ঃ **Strange.** টাকাটার আমার দরকার ছিল না। তোমাকে টেস্ট করবার জন্যে এটা করলাম। মহাপুরুষ তো দেখি তোমাকে দারুণ ইনফ্লুয়েন্স করেছে। ব্যাটাকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রমিজ ঃ লীনা, তোর মা'কে গিয়ে বল মদ খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। আর কোনদিন খাব না। নেভার, নেভার, নেভার।

লীনা ঃ বল কি?

রমিজ ঃ **Yes, Yes, I speak the truth.**

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীনা ঃ এসব তুমি নেশার ঝোঁকে বলছ বাবা, নেশা কাটলে কিছুই মনে থাকবে না।

রমিজ ঃ আনন্দ স্পর্শ করুক আমার হৃদয়। জীবন তার সুবিশাল বাহু প্রসারিত করুক আমার দিকে। কল্যাণ এবং মঙ্গল ঘিরে থাকুক আমাকে।

(মা ঢুকবেন।)

লীনা ঃ (উদ্বিগ্ন) মা শোন, বাবা বিজ বিজ করে কি–সব যেন বলছে।

মা ঃ মাতালের কাণ্ড। বলতে দে। বলুক যা ইচ্ছা।

(চলে যেতে থাকবেন)

বাবা ঃ সুরমা, শোন শোন। তোমাদের একটা কথা বলতে চাই। খুব জরুরী। অত্যন্ত জরুরী। ডাক, সবাইকে ডাক। ফরিদকে ডাক। ফরিদ কোথায়?

লীনা ঃ ভাইয়া তো বাবা বাসায় নেই। সে কয়েকদিন ধরেই আসছে না।

(ঘরে ঢুকবে সোমা। গম্ভীর মুখ)

বাবা ঃ আরে আরে, তুই! তুই কোত্থেকে?

সোমা ঃ বাবা, ভাল আছ?

বাবা ঃ কখন এসেছিস?

সোমা ঃ সন্ধ্যায়।

বাবা ঃ জামাই। জামাই কোথায়?

সোমা ঃ (নিশ্চুপ)

বাবা ঃ জামাই আসেনি কেন?

লীনা ঃ বাবা, দুলাভাই ছুটি পায়নি তো, তাই আসেনি। ছুটি পেলে আসবে।

বাবা ঃ সোমা একা একা এতদূর চলে আসল?

লীনা ঃ একা এক যদি মেয়েরা ইংল্যান্ড–আমেরিকা যেতে পারে তাহলে কুমিল্লা থেকে ঢাকা আসতে পারবে না? খুব পারবে।

বাবা ঃ আমার সোমা মা সন্ধ্যাবেলা এসেছে আর আমাকে কেউ কিছু বলল না। কেন আমাকে কেউ কিছু বলে না?

মা ঃ বলবে কিভাবে? তুমি তো সে সময় নাচ-গান করছিলে।

(বাবা থমকে যাবেন)

বাবা ঃ বস বস, তোমরা সবাই বস। তোমাদের আমি একটা জরুরী কথা বলব। সোমা মা, আমার কাছে এসে বস। আমার মা'র মুখটা এত মলিন কেন? কি হয়েছে আমার মা'র?

মা ঃ সোমা তুই সরে বস। বমি করে এক্ষুণি সব ভাসাবে।

সোমা ঃ আহ্ মা, তুমি চুপ কর তো।

বাবা ঃ সবাই এসেছে? কাদের কোথায়? কাদের! কাদের!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[কাদের ঢুকবে। এ বাড়ির কাজের ছেলে]

কাদের বস বস। কাদেরকে বসতে দাও।

মা ঃ কি আবোল-তাবোল বলছ? ওর জন্যে সোফা দিতে হবে নাকি?

কাদের ঃ গরীব মাইনষেরে সোফা চিয়ার কে দিব আম্মা, কন? আমরার বসন লাগব মাডিতে। গরীব মানইনষের খাট-পালংক হইল গিয়া মাডি। বিষয়ডা কি?

লীনা ঃ চুপ কর কাদের। খামোকা ভ্যাজ ভ্যাজ করছে। একটা কথা বলবি না।

রমিজ ঃ তোমরা সবাই শোন, আজ আমি একটা প্রতিজ্ঞা করব। একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা। আজ থেকে আমি মদ স্পর্শ করব না। মিথ্যা বলব না। কারোর সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করব না। **We have only one life to live.**

মা ঃ তাই নাকি?

রমিজ ঃ হ্যাঁ তাই। সবাইকে নিয়ে আনন্দ করব। ছুটির সময় দল বেঁধে বেড়াতে যাব কক্সবাজার। আমরা কেউ সমুদ্র দেখিনি। বিশাল সমুদ্র দেখব। জোছনা রাতে সী-বীচে বসে থাকব। হু হু করে হাওয়া আসবে সমুদ্র থেকে। চারদিকে জোছনার চাদর।

লীনা ঃ অপূর্ব! অপূর্ব!

রমিজ ঃ কিংবা যাব সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। বুঝলি লীনা — যখন কলেজে পড়ি তখন একবার গিয়েছিলাম। সারারাত আমরা চার বন্ধু চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বসে রইলাম। কি অদ্ভুত রাত ছিল সেটা! নিচে গহীন বন। অনেক দূরে সমুদ্র। রাত একটার দিকে চাঁদ উঠল। মরা জোছনা কিন্তু কি যে সুন্দর!

মা ঃ কাদের, সাহেবের মাথায় পানি ঢাল। সাহেবের মাথা গরম হয়ে গেছে।

লীনা ঃ আহ্ মা, এসব কি! এটা উচিত না, মা। বাবা আমাদের সত্যি সত্যি নিয়ে যাবে।

মা ঃ তোর বাবার সঙ্গে আমি তেত্রিশ বছর ধরে আছি। জিজ্ঞেস কর তো এই তেত্রিশ বছর সে আমাকে ঢাকা শহরের বাইরে কোনদিন নিয়ে গেছে কিনা?

রমিজ ঃ সুরমা, এইবার নিয়ে যাব। একটিমাত্র জীবন আমাদের। কোনদিন তা বুঝতে পারিনি। এখন পারছি। কেউ একজন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

মা ঃ তেত্রিশ বছরে যা বুঝতে পারনি, আজ তা বুঝে গেলে? চমৎকার!

রমিজ ঃ দেরিতে হলেও তো পারলাম। কেউ তো তাও পারে না। সুরমা, আমার কথা শোন . . .।

মা ঃ শুনছি, তুমি আমার হাত ছাড়। এটা সিনেমা না। সিনেমার মত ঢং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার দরকার নেই।

লীনা ঃ আহা, বাবা একটু হাত ধরতে চাচ্ছে, ধরুক না। এতে কি তোমার হাত পচে যাচ্ছে?

(মা একটি চড় বসিয়ে দেবেন মেয়ের গালে)

মা ঃ বেশি ফাজিল হয়েছে। সব সময় রসিকতা। সব সময় ঠাট্টা।

রমিজ ঃ সুরমা প্লীজ, শান্ত হও। প্লীজ। আমি জানি এই সংসারে আমি একজন পরাজিত পিতা এবং পরাজিত স্বামী। তুমি আমাকে একটা সুযোগ দাও। আই শ্যাল উইন। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। তুমি সব ফিরে পাবে।

মা ঃ সব ফিরে পাব?

রমিজ ঃ হ্যাঁ সব। সব। বিয়ের রাতে আমরা কি করেছিলাম মনে আছে সুরমা? সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমরা চুপিচুপি ছাদে উঠে গেলাম . . .।

মা ঃ আহ্ চুপ কর তো।

লীনা ঃ না না, বাবা চুপ করবে না, তুমি বল। আমাদের শুনতে ইচ্ছা করছে।

রমিজ ঃ আবার সেই রাতের গভীর আনন্দ নিয়ে আসব তোমার মধ্যে। তোমার তেত্রিশ বছরের সব কষ্ট দূর করব।

সুরমা ঃ লোকটা তোমাকে যথেষ্টই ইনফ্লুয়েন্স করেছে।

রমিজ ঃ হ্যাঁ করেছে। যথেষ্টই করেছে।

লীনা ঃ বাবা, লোকটাকে আমার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাদেরকে পাঠাও তো, নিয়ে আসুক। দেখতে সে কেমন?

রমিজ ঃ লম্বা। গায়ে চাদর।

মা ঃ রাতদুপুরে পাগল-ছাগল এনে ভর্তি করতে পারবি না। খবরদার। যথেষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করেছি। সব কিছুর একটা সীমা আছে।

লীনা ঃ না না, ওকে আনতেই হবে। আমার ধারণা সে দারুণ একটা ক্যারেক্টার। সাক্ষাৎ দস্তয়োভস্কির কোন উপন্যাস থেকে উঠে এসেছে।

কাদের ঃ লোকটা কেডা আফা?

লীনা ঃ একজন মহামানব, সুপারম্যান, মহাপুরুষ। সে এসেছে পৃথিবীর কল্যাণের জন্যে। যার সঙ্গেই এর দেখা হবে সে-ই উদ্ধার পেয়ে যাবে। সে আর কোন মন্দ কাজ করতে পারবে না। বাবার মত কোন কৃপণের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে সেই কৃপণ হয়ে যাবে হাজী মোহাম্মদ মহসিন।

কাদের ঃ কন কি আফা? বড় কামেল আদমী মনে হয়। কোন তরিকার?

লীনা ঃ তারিকা-ফরিকা জানি না। তবে এইটুকু জানি, মা'র সঙ্গে যদি তার দেখা হয় তাহলে মা'র স্বভাব হয়ে যাবে মাখনের মত। সবার সঙ্গে মিষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিষ্টি করে কথা বলবে। তুই যদি পানির জগ ভেঙে ফেলিস মা বেতন থেকে জাগের দাম কেটে রাখবে না। তাই না, মা?

মা ঃ লীনা, সবকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করা তোর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাদের, খবরদার, কোথাও যাবি না। এটা পাগলাগারদ না। দুনিয়ার সব পাগল এখানে এনে জড়ো করা যাবে না।

(মা চলে যাবেন)

কাদের ঃ মুশিবতে পড়লাম। কার কথা শুনি। ও আফা . . .

লীনা ঃ যা যা, ওনাকে নিয়ে আয়।

মহাপুরুষরা যে রকম হয় সে রকম। নুরানী চেহারা, মুখ দিয়ে জ্যোতি বেরুচ্ছে। গায়ে রোমান সিনেটারদের মত সাদা চাদর। ভারী গম্ভীর গলা, অনেকটা দেবব্রতের মত। তাই না, বাবা?

(বাবা অস্বস্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়াবেন)

কি হয়েছে?

বাবা ঃ কিছু না, কিছু না। শরীরটা ভাল না।

সোমা ঃ বাবার জ্বর। বাবা চল, তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি।

লীনা ঃ আপা, তুমি আবার চলে আসবে। আমরা মহামানব দেখব।

সোমা ঃ একজন মহামানবকেই ভালমত দেখেছি আর দেখার শখ নেই। আমার শখ মিটে গেছে।

(সোমা বাবাকে নিয়ে চলে যাবে)

লীনা ঃ কাদের, তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

কাদের ঃ যদি আসতে না চায়? পীর মানুষ, এরা মিজাজে চলে। বিষয়ডা বুঝলেন আফা? আল্লাওয়ালা আদমি, এদের মিজাজ মর্জিই অন্য রকম।

লীনা ঃ আসতে না চাইলে বেঁধে নিয়ে আসবি। ইনাকে আমাদের ভীষণ দরকার। ইনি এসে আমাদের সবাইকে ভাল করে দেবেন। তুই ভাল হয়ে যাবি। তোর আর চুরি করতে ইচ্ছা হবে না।

কাদের ঃ এইটা কি কইলেন আফা? গরীব বইল্যা যা মুখে আয় কইবেন?

লীনা ঃ কাদের, তুই এমন কথায় কথায় গরীব-ধনী নিয়ে আসিস কেন, বল তো? শিখলি কোত্থেকে এসব? বামপন্থী কথাবার্তা এ বাড়িতে চলবে না।

কাদের ঃ হ, তা চলব কেন? গরীবের কোনটাই চলে না। ধনীর সব চলে।

(চলে যেতে যেতে বলবে।)

লীনা ঃ মহাপুরুষ আসছেন। তাঁর জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। একটা সিংহাসন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(একটা চেয়ার ঠিকঠাক করবে)

ঃ এক গুচ্ছ ফুল (ফুলদানী হাতে নেবে)

ঃ এবং স্বাগত সঙ্গীত। সঙ্গীতের কি ব্যবস্থা করা যায়?

ঃ আপা, আপা, আপা!

(সোমা ঢুকবে)

ঃ 'ওই মহামানব আসে' এই গানটা একটু গাইবে আপা? অ্যাটমোসফিয়ারটা তৈরি হোক।

সোমা ঃ আচ্ছা, তোর কি মন বলে কিছু নেই? এই অবস্থায় গান গাইব?

লীনা ঃ বড় আর্টিস্টরা ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনার ঊর্ধ্বে থাকেন। তাঁদের নিজের দুঃখ তাঁদের শিল্পকে স্পর্শ করে না।

সোমা ঃ আমি কোন আর্টিস্ট না। আমি খুবই সাধারণ মেয়ে। আমার দুঃখটা আমার কাছে অনেক বড়।

(কাঁদতে শুরু করবে)

লীনা ঃ আরে আপা, ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ড! এভাবে কেউ ভেঙে পড়ে?

সোমা ঃ আমি এখন কোথায় যাব বল?

লীনা ঃ দুলাভাইয়ের ঐ বাড়িটি ছাড়া তোমার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই এটা মনে করা ঠিক না। পুরানো কালের মেয়েরা এরকম ভাবত। তুমি পুরানো কালের মেয়ে নও। তুমি এ কালের মেয়ে। অনেক শক্ত মেয়ে।

সোমা ঃ এসব বড় বড় কথা অনেক শুনেছি। আর শুনতে ভাল লাগছে না। চুপ কর্। তুই বড় বেশি কথা বলছিস।

লীনা ঃ ঠিক আছে, চুপ করলাম। তুমি গানটা গাও। লক্ষ্মী আপা। আমার মিষ্টি আপা, আমার টক আপা।

সোমা ঃ কি সব ছেলেমানুষি করছিস? এখন গান গাইতে হবে কেন?

লীনা ঃ কতবড় একজন মানুষ আসবেন। তাঁর জন্যে কয়েকটি লাইন সুর দিয়ে গাইব না? আপা, তোমার পায়ে পড়ি — লক্ষ্মী আপা। মজা করবার জন্যে গাওয়া। জীবন বড্ড ডাল হয়ে আছে। একটু ভেরিয়েশান আসুক। আপা, প্লীজ।

সোমা ঃ ওই মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে।
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে॥
ওই মহামানব আসে।

(সোমার সঙ্গে লীনাও গাইবে এবং হঠাৎ থেমে যাবে, কারণ তারা দেখবে লুঙ্গি ও বিরাট সফেদ পাঞ্জাবী পরা এক মওলানাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে কাদের এনে ঢুকিয়েছে। তাঁর হাতে নিমের দাঁতন। কাঁধে গামছা। তিনি রেগে অগ্নিশর্মা।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌলানা ঃ খবিস জানোয়ার, ঠেলছিস কেন?

কাদের ঃ আফামণি, বহুত কষ্টে আনছি।

মৌলানা ঃ এই লোক তোমাদের বাসার? আরে, এই ইবলিস করছে কি? এশার নামাজের আগে মেছোয়াক করছি আর এসে টানাটানি, পাছরাপাছরি। আরে ব্যাটা, তুই দেখছিস আমি যাচ্ছি তোর সাথে, তারপরেও তুই পেটে ধাক্কা দেস কেন? আবার হাসে হায়ওয়ান।

লীনা ঃ এত খারাপ গালাগালি দেবেন না মৌলানা সাহেব। অজু নষ্ট হয়ে যাবে। গালি দিলে অজু নষ্ট হয়ে যায়।

মৌলানা ঃ অজু করি নাই এখনো। তা বিষয় কি? আমাকে দরকার কেন?

(প্রবল বেগে দাঁত মেছোয়াক করতে থাকবে)

লীনা ঃ তোকে না বলে দিলাম — গায়ে থাকবে চাদর? দেখছিস না ওনার কাঁধে গামছা?

কাদের ঃ আন্ধাইরে দেখমু কেমনে আফা? চউক্ষের মইধ্যে তো টর্চলাইট ফিট করা নাই।

লীনা ঃ আপা দেখেছ কেমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে?

কাদের ঃ গরীবে মিষ্টি কথা কইলেও মনে হয় চ্যাটাং চ্যাটাং।

লীনা ঃ চুপ কর্।

মৌলানা ঃ বিষয়টা কি, অ্যাঁ, বিষয়টা কি?

(ঘরের মধ্যে থুথু ফেলবেন)

লীনা ঃ শোনেন মৌলানা সাহেব, ঘরের ভেতরে থুথু ফেলবেন না।

মৌলানা ঃ কোথায় ফেলব?

কাদের ঃ মাঠের মইধ্যে গিয়ে ফেলেন। আল্লাহতালা অত বড় মাঠ বানাইছে খামোকা? ছেপ ফেলবার জইন্যে বানাইছে।

মৌলানা ঃ ব্যাপারটা কি? ঘরে মুরুব্বী কেউ আছে? আমি বিষয়টা জানতে চাই। পুরুষ মানুষ কেউ নাই?

(আবার ঘরে থুথু ফেলবেন)

কাদের ঃ আহ্, আস্তে ফেলেন।

সোমা ঃ ভুল করে আপনাকে নিয়ে এসেছে, আপনি চলে যান। কাদের গিয়েছিল আমাদের একজন পরিচিত মানুষকে আনতে। ভুলে আপনাকে নিয়ে এসেছে। আপনি কিছু মনে করবেন না।

মৌলানা ঃ কেয়ামত নজদিক। নামাজের সময় গান-বাজনা হয়। মানী ব্যক্তিরে এনে অপমান করা হয়। এই বাড়িতে পুরুষ কেউ নাই? কার বাড়ি?

সোমা ঃ রমিজ সাহেবের।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌলানা ঃ কিনা বাড়ি?

সোমা ঃ জ্বি না, ভাড়া।

মৌলানা ঃ রমিজ সাবের নাম তো কোনদিন শুনি নাই। নামাজে সামিল হন না বোধহয়? আমি জামে মসজিদের পেশ ইমাম। আল্লাওয়ালা সব মুসুল্লীরে চিনি।

লীনা ঃ যারা আল্লাওয়ালা না, তাদেরকে চেনেন না?

মৌলানা ঃ আল্লা যাদের চিনে না, আমিও তাদের চিনি না।

লীনা ঃ আপনি তো তাহলে আল্লাহ্তালার খুব কাছের মানুষ। আপনার সঙ্গে তাঁর তাহলে খুব ভাল যোগাযোগ। ডাইরেক্ট ডায়ালিং।

সোমা ঃ লীনা, চুপ কর তো।

লীনা ঃ আমার বাবাকে যখন চেনেন না তাহলে সম্ভবতঃ আমার ভাইকেও চেনেন না। ওর নাম ফরিদ।

মৌলানা ঃ ও আচ্ছা আচ্ছা, ফরিদ সাবের বাড়ি। আগে বলবেন তো! ফরিদ সাহেব কি আছেন বাসায়?

লীনা ঃ না। ও তো বেশির ভাগ সময়ই বাসায় থাকে না।

মৌলানা ঃ ভাল লোক। বড় ভাল লোক। খুব হামদর্দি।

লীনা ঃ ভাল লোক কোথায় দেখলেন আপনি? ও তো মহাগুণ্ডা।

মৌলানা ঃ কিন্তু দিল ভাল। দিলটাই আসল। আল্লাহ্পাক দিলটাই দেখেন।

(মৌলানা আবার থুথু ফেলতে গিয়েও ফেললেন না)

লীনা ঃ থুথু ফেললেন না যে? গিলে ফেললেন বুঝি?

সোমা ঃ তুই চুপ কর তো। মৌলানা সাহেব, আপনি যান। আপনাকে শুধু শুধু বিরক্ত করা হল।

মৌলানা ঃ না না, কোন বিরক্তের কথা না। বিরক্ত হব কেন? এ তো খুশির কথা। আনন্দের কথা। আচ্ছা, ফরিদ সাবকে বলবেন আমার কথা। উনি আমাকে খুব পিয়ার করেন। খুব হামদর্দি মানুষ তো। বড় দিল। খুব বড় দিল।

লীনা ঃ স্লামালিকুম মওলানা সাহেব।

মৌলানা ঃ ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমুতুল্লাহে ওয়া বরকাতাহু।

(মওলানা সাহেব চলে যাবেন)

লীনা ঃ কাদের, যা তুই, আসল জিনিস নিয়ে আয়। চাদর গায়ের মহাপুরুষ আনতে বললাম, ব্যাটা নিয়ে এসেছে গামছা-কাঁধের এক মৌলানা।

সোমা ঃ না, কাউকে আনতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে।

লীনা ঃ মোটেও যথেষ্ট হয়নি। আপা, ঐ লোকটির সঙ্গে আমার সত্যি দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে ইচ্ছা হচ্ছে। আমি জানি সমস্ত ব্যাপারটাই বোগাস, তবু বাবাকে দেখ না, কি রকম ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছেন।

সোমা ঃ বাবা হচ্ছেন ডুবন্ত মানুষ। ডুবন্ত মানুষ যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে।

লীনা ঃ আমিও ডুবন্ত মানুষ, আপা। আমারও কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাদের, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা।

(কাদের চলে যাবে)

ঃ কিচ্ছু ভাল লাগে না, আপা। সবাই কেমন হয়ে যাচ্ছে। প্রায়ই মরে যেতে ইচ্ছা করে।

সোমা ঃ ফরিদ বিরাট গুণ্ডা হয়েছে বুঝি?

লীনা ঃ হ্যাঁ।

সোমা ঃ বাসায় এখন থাকে না?

লীনা ঃ বাসাতেই থাকে, কয়েকদিন ধরে আসছে না। সবাই আমরা একরম হয়ে যাচ্ছি কেন, আপা? কত দ্রুত আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি, দেখছ?

সোমা ঃ ফরিদ যে এ রকম হয়ে যাচ্ছে বাবা তাকে কিছু বলেন না?

লীনা ঃ না।

সোমা ঃ মা, মা বলেন না?

লীনা ঃ কেউ কিছু বলে না। মা ভাইয়ার সঙ্গে কোন কথাই বলে না। ভাইয়ার প্রসঙ্গ থাক, ভাইয়াকে নিয়ে আলাপ করতে ভাল লাগে না। চা খাবে? চা নিয়ে আসি?

(ফরিদ ঢুকবে। কেমন অন্যমনস্ক। অস্বস্তি বোধ করছে। এলোমেলো দৃষ্টি)

সোমা ঃ কেমন আছিস, ফরিদ?

ফরিদ ঃ ভাল।

সোমা ঃ এরকম করছিস কেন? কি হয়েছে তোর?

ফরিদ ঃ কিছুই হয়নি। কি হবে?

সোমা ঃ দু'বছর পর তোর সঙ্গে আমার দেখা। একবার অন্তত জিজ্ঞেস কর — কবে এসেছি। কখন এসেছি।

ফরিদ ঃ কারো জন্যে আমার এত প্রেম নেই।

সোমা ঃ তোর শরীর ভাল আছে তো?

(উঠে গিয়ে গায়ে হাত দেবে)

ফরিদ ঃ বললাম তো একবার, শরীর ভাল আছে। গায়ে হাত দিচ্ছ কেন? গায়ে হাত দিলে আমার ভাল লাগে না।

সোমা ঃ আমার সঙ্গে তুই এরকম করে কথা বলছিস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদ ঃ আমি যে রকম ব্যবহার পাই সে রকম ব্যবহার করি। তুমি কি জান এ বাড়িতে সবাই কেমন ব্যবহার করে আমার সঙ্গে? যখন খেতে বসি কেউ এসে জিজ্ঞেস করে না কি খাচ্ছি না খাচ্ছি। অথচ কাদের যখন খেতে বসে মা এসে জিজ্ঞেস করেন তরকারী লাগবে কি না। ভাত লাগবে কি না।

(লীনা চা নিয়ে ঢুকবে। সোমাকে দেবে)

লীনা ঃ তারপর ভাইয়া, তুমি কি মনে করে? বেড়াতে এসেছ?

ফরিদ ঃ গেট আউট, গেট আউট।

(লীনা উঠে চলে যাবে। বাবা এসে ঢুকবেন।)

বাবা ঃ কি হয়েছে? হৈচৈ কিসের?

ফরিদ ঃ কিছুই হয়নি। হবে আবার কি?

মা ঃ সোমা, ওকে এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বল।

সোমা ঃ কেন, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে কেন?

মা ঃ কোন কেন নেই। ওকে এই বাড়িতে আমি দেখতে চাই না। এক্ষুণি চলে যেতে বল।

ফরিদ ঃ আমি চলে যাবার জন্যেই এসেছি। দু'একটা কাপড়-চোপড় নেব। যদি তোমাদের আপত্তি থাকে, তাও নেব না। আছে আপত্তি?

মা ঃ তোর যা যা নেবার নিয়ে বিদেয় হ। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। এখানে দুপুররাতে চেচাঁমেচি হৈচৈ করা যায় না।

(মা চলে যাবেন। ফরিদ একটা ব্যাগে কাপড় ভরতে থাকবে)

বাবা ঃ কোথায় যাচ্ছিস?

ফরিদ ঃ জানি না কোথায় যাচ্ছি।

বাবা ঃ তুই কি আমার উপর রাগ করেছিস?

ফরিদ ঃ কারো উপর আমার কোন রাগ নেই। রাগ যদি কিছু থাকে সেটা নিজের উপর।

বাবা ঃ বাবার যে সমস্ত কর্তব্য থাকে সেসব আমার পালন করা হয়নি। আমি ঠিক করেছি নতুন করে সব শুরু করব। তোর কোথাও যাবার দরকার নেই। থেকে যা ফরিদ। সোমা, ওকে ভাত দে।

ফরিদ ঃ তুমি তো অদ্ভুত কথা বলছ, বাবা। এ বাড়িতে ইদানীং আর আমার জন্যে ভাত রান্না হয় না। আমি খেতে যাই চানমিয়ার হোটেলে। ওরা খুব যত্ন করে খাওয়ায় এবং পয়সা নেয় না। হা হা হা।

সোমা ঃ পয়সা নেয় না কেন?

ফরিদ ঃ নেয় না কারণ আমি এই অঞ্চলের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। সবার ফরিদ ভাই। ফরিদ ভাইয়ের কাছ থেকে পয়সা চাইবে এত বড় সাহস কারো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকার কথা নয়। আপা, জানালা দিয়ে দেখ তো কাউকে দেখা যায় কি না।

সোমা ঃ কাকে দেখা যাবে?

ফরিদ ঃ জামিল। বেঁটেমত এক শুয়োরের বাচ্চা। আমাকে খুন করার জন্যে ঘুরছে। ওর জন্যেই কিছুদিন পালিয়ে থাকতে হবে।

সোমা ঃ এইসব কি বলছিস তুই?

ফরিদ ঃ সব রকম চাকরিতেই কিছু প্রফেশনাল হ্যাজার্ড থাকে। আমি যে চাকরি করছি তাতেও আছে।

(ফরিদ বের হয়ে যেতে চাইবে)

বাবা ঃ ফরিদ শোন, আমি এই সংসার ঢেলে সাজাব। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

ফরিদ ঃ ঠিক হলে তো ভালই, যাই বাবা। আপা যাই। তুমি কিন্তু অনেক রোগা হয়ে গেছ।

(মা এসে ঢুকবেন)

মা ঃ কি ব্যাপার, তুই এখনো যাসনি?

ফরিদ ঃ যাচ্ছি মা, যাচ্ছি। আরো আগেই চলে যেতাম, বড় আপাকে দেখে কেমন দ্রবীভূত হয়ে গেলাম। একটা পিছুটান তৈরি হয়ে গেল। চলি তাহলে?

সোমা ঃ কি সব হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এই রাতে কোথায় তাকে ঠেলে পাঠাচ্ছ? ফরিদ, তুই চুপ করে বোস। মা, তুমি ঘুমুতে যাও।

মা ঃ বেশি আহ্লাদ দেখানোর কোন দরকার নেই। ও যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাক। ওর অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। ওর থাকার জায়গার অভাব হবে না।

ফরিদ ঃ সবাইকে সালাম-টালাম করে বিদেয় হব কিনা বুঝতে পারছি না। কি মা, সালাম করতে হবে? পা ধোয়া আছে? পা ধোয়া থাকলে এগিয়ে এস।

(হাসতে থাকবে।)

মা ঃ এর মধ্যে তোর হাসিও আসছে? ভাল জিনিস পেটে ধরেছিলাম।

ফরিদ ঃ কেন ধরলে? আমাকে পেটে ধরবার জন্যে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাধাসাধি করিনি?

মা ঃ বেরিয়ে যা। এক্ষুণি বেরিয়ে যা। ছোটলোক, শয়তান।

ফরিদ ঃ মা, আই অ্যাম সরি। যে কথাটা বলেছি সেটা মুখ ফস্‌কে বলা হয়েছে। আমার বলার ইচ্ছা ছিল না। যাই।

(ফরিদ বের হয়ে যাবে।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমা ঃ বাবা, যাও, ঘুমুতে যাও।

বাবা ঃ ঘুমিয়েই ছিলাম। হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে ভাঙলো। দেখলাম একটা বিরাট মাঠ, সেই মাঠের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে আছি। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। হঠাৎ কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ হতে লাগল ...

সোমা ঃ থাক, রাতের বেলা আর স্বপ্ন বলতে হবে না। বাবা, তুমি ঘুমুতে যাও।

(বাবা ও মা চলে যাবেন। লীনা ঢুকবে।)

লীনা ঃ ভাইয়া কি চলে গেছে নাকি?

সোমা ঃ হুঁ।

লীনা ঃ আমাকে দেখলেই রেগে যায়। অথচ বিশ্বাস কর, আপা, আমি এখনো তাকে অন্য সবার চেয়ে বেশি ভালবাসি। ও যখন একা একা খেতে বসে তখন তার পাশে দাঁড়াতে চাই। কিন্তু আমাকে দেখলেই রেগে উঠে বলে থাকা হয় না।

সোমা ঃ ঘুমুতে চল, লীনা।

লীনা ঃ তুমি ঘুমুতে যাও। আমি প্রতীক্ষা করব। মহাপুরুষকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করব।

সোমা ঃ তুই মনে হয় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিস।

লীনা ঃ কোন একটা আশা নিয়ে তো আমাদের বাঁচতে হবে। হবে না?

AMARBOI.COM

চতুর্থ দৃশ্য

মঞ্চ অস্পষ্ট। খোলা মাঠ। একা একা ফরিদ দাঁড়িয়ে আছে। ঢুকবে কাদের।

কাদের ঃ এইডা কেডা? ছোড ভাই না?

ফরিদ ঃ (জবাব দেবে না)

কাদের ঃ ভাইজান, কথা কন না ক্যান? ও ভাইজান?

ফরিদ ঃ বিরক্ত করিস না।

কাদের ঃ যান কই?

ফরিদ ঃ কোথাও যাই না। দাঁড়িয়ে আছি। জোছনা দেখছি। তুই এখানে কি করছিস?

কাদের ঃ মশিবতের কথা আর কইয়েন না ছোড ভাই। পীর সাবরে খুঁজতাছি। চাদ্দর গায়ে পীর সাব।

ফরিদ ঃ বাড়িতে যা। বাড়িতে গিয়ে ঘুমা।

কাদের ঃ আরে ভাইজান, বাড়িত গেলে উপায় আছে? আবার পাঠাইব। কইব – – যা কাদের, পীর ধইর‍্যা আন। আরে পীর কি গাছের ফল, কন দেহি ভাইজান? এরা আল্লাওয়ালা মানুষ, এরা হইল গিয়া আপনের . .

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদ ঃ ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না।

কাদের ঃ ভ্যাজর ভ্যাজর কি আর ইচ্ছা কইরা করি? মনের দুঃখে করি। বুঝছেন ভাইজান, যে বাড়িত বিয়ার যুগ্যি মাইয়া থাকে সেই বাড়িত বাসার কাম করন নাই। বিয়ার যুগ্যি মাইয়াডির মাথার ঠিক থাকে না। যেইডা মনে লয়, করে। মাঝখান থেইক্যা গরীবের কাম শেষ।

ফরিদ ঃ কাদের!

কাদের ঃ জ্বি।

ফরিদ ঃ তোর কথা শেষ হয়েছে?

কাদের ঃ গরীবের কথার কি ভাইজান কোন শেষ আছে? শেষ নাই। আরম্ভও নাই, শেষও নাই। গরীবের কথা হইল আপনের . . .

ফরিদ ঃ কাদের!

কাদের ঃ জ্বি।

ফরিদ ঃ তোর কাছে বিড়ি-সিগারেট কিছু আছে? থাকলে আমাকে দিয়ে বাড়ি চলে যা। আর একটি কথাও না।

(কাদের সিগারেট দেবে)

কাদের ঃ ভাইজান, যাওনের আগে একটা কথা জিগাই।

ফরিদ ঃ (সিগারেট টানছে। জবাব দিচ্ছে না)

কাদের ঃ ভাইজান, শুনলাম দেশে সমাজতন্ত্র হইব। ধনী মাইনষে রিকশা চালাইব আর আমরা দালান-কোঠার মইধ্যে বইস্যা খানা-খাদ্য খাইবাম। ঠিক কথা ভাইজান?

ফরিদ ঃ ঠিক হলে ভলি হয়?

কাদের ঃ ঃ না। একটা কথার কথা কই — ধরেন, আফনের আব্বা একটা রিকশা চালাইতাছেন। তখন আমি হেই রিকশায় উঠি ক্যামনে? আমার একটা শরম আছে না? আর আফনের আব্বারও তো একটা ইজ্জত আছে? কি কন ভাইজান?

ফরিদ ঃ যা বাড়িতে যা

(দেখা যাবে চাদর গায়ে একটি লোক এগিয়ে আসছে।)

কাদের ঃ আরে, আরে, আরে — ভাইজান দেহেন সাদা চাদ্দর। সাদা চাদ্দর। আসসালামু আলাইকুম।

ফখরুজ্জামান ঃ আমাকে, আমাকে বলছেন?

কাদের ঃ আফনের গায়ে এইটা কি সাদা চাদ্দর?

ফখরুজ্জামান ঃ আমাকে বলছেন?

কাদের ঃ এইখানে আফনে আছেন, আর আফনের দুই কান্দে দুই ফিরিশতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। আর কেডা আছে? আমি হুজুরের একটু দোয়া চাই। খাস দিলে দোয়া করেন হুজুরে কেবলা।

(কদমবুসি করতে এগিয়ে যাবে)

ফখরুজ্জামান ঃ আরে কি আশ্চর্য! কি ব্যাপার?

কাদের ঃ হুজুরের একটু কষ্ট কইরা আমার সাথে আওন লাগব। এট্টু কষ্ট করন লাগব।

ফখরুজ্জামান ঃ কি মুশকিল! আপনি আমার কথাটা শোনেন।

কাদের ঃ কোন শুনাশুনি নাই।

(হাত ধরে টানতে থাকবে)

ফরিদ ঃ কাদের, ছেড়ে দে। ওনাকে যেতে দে।

কাদের ঃ কি কন ছোড ভাই? সাদা চান্দর দেখতাছেন না? আর কেমুন নুরানী চেহারা!

ফখরুজ্জামান ঃ ভাই সাহেব, আপনি আমার কথাটা একটু শোনেন।

কাদের ঃ ভাইসাব কইয়া ডাক দিয়া আমারে শরম দিয়েন না।

(কাদের তাকে টানতে টানতে নিয়ে বের হয়ে যাবে। ফরিদ মঞ্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত এগিয়ে আসবে।

গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে শ্যামল ও ফজলু আসছে। ওরা ফরিদকে দেখে থমকে দাঁড়াবে।)

ফরিদ ঃ কে, ফজলু?

ফজলু ঃ এই মাঠের মধ্যে বসে আছেন কেন? ব্যাপার কি ফরিদ ভাই?

ফরিদ ঃ জোছনা দেখছি। ভাল জোছনা হয়েছে। তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

শ্যামল ঃ একটা ছবি দেখলাম, ফরিদ ভাই। খামোশ। ছবি খারাপ না। ভালই। কি কস ফজলু?

ফজলু ঃ হুঁ, ভালই। মাইর-পিট আছে। ফরিদ ভাই, বসি আপনের সাথে। মিঠা বাতাস।

ফরিদ ঃ বসে কি করবে? চলে যাও। রাতটা ভাল না।

ফজলু ঃ কি বললেন ফরিদ ভাই?

ফরিদ ঃ বললাম রাতটা ভাল না। খুব খারাপ রাত। বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল। এরকম রাতে বাইরে থাকা ঠিক না।

ফজলু ঃ আপনার কি হয়েছে, ফরিদ ভাই?

ফরিদ ঃ কিছুই হয় নাই। তোমরা কি জামিলকে দেখেছ?

শ্যামল ঃ হ্যাঁ, দেখলাম তো কাঁঠাল গাছটার নিচে বসে আছে। ডাকলাম, কথা বলল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদ ঃ (উত্তেজিত) বসে আছে কাঁঠাল গাছের নিচে? তাই নাকি? আমিও সেই রকম ভেবেছিলাম। আমার আশেপাশেই ওর এখন থাকার কথা। যাও, যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে যাও।

(ওরা চলে যাবে। ফরিদ ছুটে যাবে কাঁঠাল গাছের দিকে। একটা ভয়াবহ আর্তচিৎকার শোনা যাবে।)

পঞ্চম দৃশ্য

লীনাদের বাড়ি। লীনা একা। কাদের, চাদর গায়ের একটি লোককে নিয়ে ঢুকবে।

কাদের ঃ আসেন হুজুর, আসেন। নিজের বাড়ি মনে কইরা ঢুকেন। আফা, ছোড আফা, হুজুর কেবলারে আনছি। আসতে কি চায়? জবর কষ্ট হইছে। টানাটানি ঠেলাঠেলি।

(লীনা এসে ঢুকবে।)

লীনা ঃ স্লামালিকুম। আপনি কেমন আছেন?

লোক ঃ জ্বি ভাল।

লীনা ঃ আসতে কোন তকলিফ হয়নি তো?

লোক ঃ জ্বি না।

লীনা ঃ কাদের, একটা হাতপাখা এনে ইনাকে বাতাস কর তো। আমাদের বসার ঘরের ফ্যানটা নষ্ট।

লোক ঃ বাতাস লাগবে না।

কাদের ঃ এরা আফা পীর-ফকির মানুষ। ঠাণ্ডা-গরমে এরার কিছু হয় না।

লোক ঃ মানে আমি ঠিক ইয়ে কি যেন বলে . . . কেন আমাকে আনল . . .

লীনা ঃ আপনাকে আমার ভীষণ দরকার। আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

লোক ঃ আমাকে দরকার? এইসব কি বলছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই লোক আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে। আমি ভয়ে অস্থির। দিনকাল খারাপ। আমি এক গ্লাস পানি খাব।

লীনা ঃ কাদের, ইনাকে ঠাণ্ডা দেখে এক গ্লাস পানি এনে দে। আপনার নাম কি?

লোক ঃ আমার নাম ফখরুজ্জামান। মুহম্মদ ফখরুজ্জামান।

লীনা ঃ কি করেন আপনি?

লোক ঃ প্রাইভেট ট্যুশনী করি। উকিল সাহেবের দুই মেয়েকে পড়াই। কণা আর বিনু, থ্রী-তে পড়ে দুজনেই। ওদের পড়ান শেষ করে বাসের জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে আছি, তখন এই লোক টানাটানি শুরু করেছে। আমার স্যান্ডেল ছিঁড়ে ফেলেছে। এই দেখেন।

লীনা ঃ একটা ভুল হয়ে গেছে। কাদের ভেবেছে আপনি একজন মহাপুরুষ। কাজেই সে আপনাকে ধরে নিয়ে এসেছে।

লোক ঃ কি বললেন ঠিক বুঝলাম না।

লীনা ঃ ও ভেবেছে আপনি একজন মহামানব, একজন জগৎত্রাতা। আপনি এসেছেন আমাদের পথ দেখানোর জন্যে।

লোক ঃ ছোবাহানাল্লাহ! কেন?

লীনা ঃ কারণ, একজন মহামানব সত্যি সত্যি আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি ঠিক আপনার মত দেখতে। আপনার মতই একটা চাদর গায়ে দিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন। আমরা তাঁকেই আনতে পাঠিয়েছিলাম। সে ভুল করে একজন প্রাইভেট টিউটর ধরে নিয়ে এসেছে।

লোক ঃ আমি তাহলে উঠি? এগারোটার পর বাস পাওয়া যায় না। আমি থাকি শান্তিনগর। তিন নম্বর বাস ধরব।

লীনা ঃ মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে থাকতে পারেন। কাদের আবার যাবে। কাদের!

কাদের ঃ জ্বি না, আফা। আমার ঘুম ধরেছে।

লীনা ঃ এখনই ঘুম ধরেছে মানে? এগারোটাও এখনো বাজেনি।

কাদের ঃ গরীব হইছি বইলা কি আমার চউক্ষে ঘুমও আসত না? এইটা আফা কেমুন কথা কইলেন? আমি যাইতেছি না।

(কাদের ভেতরে চলে যাবে)

লীনা ঃ কাদের যা। এই শেষবার। আর বলব না। শুনুন ফখরুজ্জামান সাহেব, আপনি বরং থাকুন। মহাপুরুষ এলে আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

লোক ঃ আমার কোন সমস্যা নাই।

লীনা ঃ (খুবই অবাক) সমস্যা নেই! বলেন কি? এই প্রথম একজন লোক পাওয়া গেল যার কোন সমস্যা নেই। আপনি তাহলে সুখি মানুষ?

লোক ঃ জ্বি, আমি মোটামুটি সুখি। তিনটা ট্যুশনী করি। এক হাজার টাকা পাই। মেসে দেই আপনার পাঁচশ'। থাকা আর দু'বেলা খাওয়া। সকালের নাশতাটা নিজের কিনতে হয়। দেশের বাড়িতে দু'শ টাকা পাঠাই। তারপরও আপনার প্রতিমাসে কিছু থাকে।

লীনা ঃ বাহ, চৎমকার তো!

লোক ঃ শুক্রবারে কোন ট্যুশনী করি না। নিজের মনে ঘুরে বেড়াই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীনা ঃ আহ্, কি চমৎকার। শুক্রবারে উইক এন্ডিং? মজা করে ঘুরে বেড়ান? কোথায় কোথায় যান?

লোক ঃ তেমন কোথাও না। ইয়ে মাঝে মধ্যে নিউমার্কেটে আসি। দুই নম্বর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। বড় ভাল লাগে। কোন কোন সপ্তাহে আবার সারাদিন ঘুমাই। নাশতা খেয়ে ঘুমাই, দুপুর বেলা উঠে ভাত খেয়ে আবার ঘুমাই।

লীনা ঃ বিয়ে-টিয়ে করেননি বোধহয়?

লোক ঃ জ্বি না। যা রোজগার তাতে বিয়েটা ঠিক . . .।

লীনা ঃ সম্ভব না। সারাজীবন আপনি সম্ভবতঃ টুশ্যনী করবেন। বিয়ে-টিয়ে করতে পারবেন না।

লোক ঃ তার মানে ইয়ে কি যেন বলে . . .।

লীনা ঃ কত সুন্দর সুন্দর যায়গা আছে এই বাংলাদেশে। সেসব দেখার মত পয়সা আপনার কোনদিন হবে না। সমুদ্র দেখেছেন কখনো?

লোক ঃ জ্বি না।

লীনা ঃ এত কাছে সমুদ্র, সেটা কোনদিন দেখতে পারবেন না; এর জন্যে খারাপ লাগে না?

লোক ঃ সমুদ্রে দেখবার কি আছে? খালি পানি।

লীনা ঃ তা তো ঠিকই। পানি দেখে লাভ কি? বাথরুমে ঢুকে কল ছেড়ে দিলেই তো পানি দেখতে পাবেন। পাহাড়-পর্বত দেখে লাভ নেই। পাহাড়-পর্বত হচ্ছে বালি এবং পাথরের তৈরি। বালি এবং পাথরের পাহাড় দেখে কি হবে?

লোক ঃ না, মানে। ইয়ে কি যেন বলে . . .।

লীনা ঃ চা খাবেন?

লোক ঃ জ্বি না। আমি চা খাই না। চা শরীরের জন্য ভাল না।

লীনা ঃ সিগারেটও নিশ্চয়ই খান না।

লোক ঃ জ্বি না। একটা বাজে খরচ? স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না।

লীনা ঃ এতকিছু করেও তো আপনার স্বাস্থ্য ঠিক নেই। আপনার আলসার আছে। আছে না?

লোক ঃ (অবাক) কিভাবে বুঝলেন! আমার সত্যি সত্যি আলসার আছে। মাঝে মাঝে তলপেটে চিলিক দিয়ে ব্যথা হয়।

লীনা ঃ যখন ব্যথা হয় তখন আপনি হোমিওপ্যাথি অষুধ খান। কারণ আপনি এলোপ্যাথি বিশ্বাস করেন না।

লোক ঃ আরে কি আশ্চর্য! কিভাবে বুঝলেন?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীনা ঃ আন্দাজে বলছি। যাদের দামী অষুধ কিনবার পয়সা থাকে না তারা এলোপ্যাথি বিশ্বাস করে না। আপনি একজন হত-দরিদ্র ব্যক্তি। এই শীতেও আপনার স্যুয়েটার বা কোট না থাকায় চাদর গায়ে দিচ্ছেন। আপনার পায়ে আছে স্পঞ্জের স্যান্ডেল।

লোক ঃ টাকা-পয়সা তো চাইলেই হয় না। সবই আল্লাহর হুকুম।

লীনা ঃ ঠিক বলেছেন। আল্লাহর এরকম হুকুম হল কেন? কেন আল্লাহ ঠিক করে রাখল এই লোকটি সারা জীবন প্রাইভেট টুশ্যনী করবে? বিয়ে করতে পারবে না? শীতের রাতে চাদর দিয়ে ঘুরবে? পায়ে থাকবে স্পঞ্জের স্যান্ডেল? এসব প্রশ্ন কখনো করেছেন?

লোক ঃ কাকে করব?

লীনা ঃ মহাপুরুষ আসবেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেন।

(সোমা ঢুকবে)

ঃ এসো আপা, পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি হচ্ছেন ফখরুজ্জামান। একজন সুখি মানুষ। এঁর জীবনে কোন সমস্যা নেই। আর ইনি আমার আপা। একজন অসুখি মহিলা। এর জীবনে অসংখ্য সমস্যা।

লোক ঃ স্লামালিকুম

(সোমা কোন জবাব দেবে না)

লীনা ঃ এই যে ভাই সুখি মানুষ, আপনি এবার যেতে পারেন। এ বাড়িতে সুখি মানুষের কোন স্থান নেই।

লোক ঃ চলে যাব?

লীনা ঃ হ্যাঁ, চলে যাবেন। স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়ে নিন। ছেঁড়া স্যান্ডেল পরে যেতে পারবেন না।

(লোকটি স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাবে)

সোমা ঃ এই লোকটা কে? এতক্ষণ কি কথা বলছিলি?

লীনা ঃ সুখি মানুষদের নিয়ে কথা বলছিলাম, আপা।

সোমা ঃ তোর কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

লীনা ঃ বোধহয় হয়েছে। চল, আপা শুয়ে পড়ি। মহামানবের দেখা পাওয়া গেল না। খুব শখ ছিল দেখা করার।

(হঠাৎ দরজা খুলে যাবে। দেখা যাবে ফরিদ ফখরুজ্জামান সাহেবের হাত ধরে তাকে নিয়ে আসছে। ফখরুজ্জামানের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। তার সাদা চাদরে ও গায়ে রক্তের ছোপ। সে কাঁপছে থর থর করে।)

সোমা ঃ কি হয়েছে?

ফরিদ ঃ ইনাকেই জিজ্ঞেস কর কি হয়েছে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক ঃ আমি পানি খাব। আমাকে পানি দেন। আমাকে ঠাণ্ডা পানি দেন।

লীনা ঃ ব্যাপারটা কি?

ফরিদ ঃ মুশিবত যাকে বলে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ শুনি চিৎকার। দৌড়ে গিয়ে দেখি, এই লোক একটা মরা মানুষকে জড়িয়ে ধরে রাস্তায় শুয়ে আছে। মরা মানুষটার পেটে এতবড় এক ছোরা।

লীনা ঃ বলছ কি তুমি ভাইয়া?

লোক ঃ আমাকে ঠাণ্ডা পানি দেন। খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি। ইটের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে মরা মানুষটার গায়ে পড়ে গেছি। ইয়া রহমানু, ইয়া রহিমু, ইয়া মালিকু, ইয়া কুদ্দুসু। আমি খুন করি নাই। আমি কেন খামোকা খুন করব! বিশ্বাস করেন।

লীনা ঃ খুনের কথাটা আসছে কোত্থেকে? খুনের কথা কেন বলছেন?

লোক ঃ (ফরিদকে দেখিয়ে) ইনি বলতেছেন। ভাইজান, একটা কোরান শরীফ আনেন, আমি ছুঁয়ে বলব। ইয়া রহমানু, ইয়া রহিমু, ইয়া মালিকু। আমার কাপড়গুলি ধোয়া দরকার। এই কাপড় পরে বাইরে গেলেই পুলিশ আমাকে ধরবে। এক বালতি পানি আর সাবান দেন। আর ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দেন। বড় পিয়াস পাইছে।

লীনা ঃ আপনি চুপ করে বসুন তো। আপনার কোন ভয় নাই।

ফরিদ ঃ যথেষ্ট ভয় আছে। অবস্থাদৃষ্টে, পুলিশের কাছে প্রমাণ করা খুব কষ্ট হবে যে খুনটা উনি করেননি।

ফখরুজ্জামান ঃ ইয়া রহমানু, ইয়া রহিমু, ইয়া মালিকাল মউতে, ইয়া কুদ্দুসু, ইয়া গাফফারু। ইয়া জাহহারু। একটু বাতাস করেন আমাকে। বড় গরম। উফ্, বড় গরম। ভাইজান শোনেন, আমি কিচ্ছু করি নাই। অন্ধকারে বুঝতে পারি নাই। গায়ের উপর পড়ে গেছি।

AMARBOI.COM

ষষ্ঠ দৃশ্য

নীলরঙের শার্ট পরা একটি যুবক হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার পাশে মরে পড়ে আছে। নেপথ্য থেকে বিভিন্ন রকম হত্যা সংবাদ পাঠ করা হতে থাকবে।

১ম সংবাদ

(পাঠ করবেন একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষ)

নারায়ণগঞ্জ, ৩রা মে, মঙ্গলবার। এগারো বছর বয়েসী একটি বালিকার মৃতদেহ নয়াবাজার এলাকার একটি ডাস্টবিনের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালিকাটির কোন পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নাই। জোর পুলিসী তদন্ত চলিতেছে।

২য় সংবাদ

(পাঠ করবেন একজন বৃদ্ধা মহিলা)

কাওরান বাজারের গলিতে গতকাল গভীর রাত্রিতে অজ্ঞাতনামা এক আততায়ীর হাতে অত্র অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব রহমতউল্লাহ প্রাণ হারান। মরহুম রহমত উল্লাহর নামাজে জানাজা আগামীকাল বাদ আছর মরহুমের গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুর, পাংশায় অনুষ্ঠিত হইবে।

৩য় সংবাদ

(পাঠ করবে একজন অল্প বয়স্ক বালিকা)

গতকাল রাত আনুমানিক ১১ ঘটিকায় জনৈক পথচারীর হাত হইতে সুটকেস ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। একজন পান বিক্রেতা এই সময় তাহার সাহায্যে আগাইয়া আসে। ছিনতাইকারীরা তাকে ছুরিকাঘাতে মারাত্মক আহত করে। হাসপাতালে যাইবার পথে এই হতভাগ্য পান বিক্রেতার মৃত্যু ঘটে। নিহত ব্যক্তির অন্য কোন পরিচয় জানা যায় নাই।

একজন একজন করে মৃতদেহটি ঘিরে ভিড় জমে উঠবে।

একজন প্রৌঢ়কে আসতে দেখা যাবে।

প্রৌঢ় ঃ একটা ডেডবডি নাকি পাওয়া গেছে? কারো হাতে টর্চ আছে নাকি? দেখি ভাই, টর্চটা মারেন তো? Young blood. পেতি মস্তান। সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এক সময় দাড়ি রেখেছিল। এরা কোন জিনিসই বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না। দাড়ি ফেলে দিয়ে গোঁফ রেখেছিল। তারপর একদিন দেখি মাথা কামিয়ে ফেলেছে। হা হা হা।

২য় ব্যক্তি ঃ আহ্, হাসছেন কেন?

প্রৌঢ় ঃ কেন, হাসলে আপনার অসুবিধা আছে? নাকি কোন নিয়ম আছে যে হাসা যাবে না?

২য় ব্যক্তি ঃ দেখছেন একটা মানুষ মরে আছে।

প্রৌঢ় ঃ এসব আগাছা মরে থেকেও যা, বেঁচে থেকেও তা। বরং পুপুলেশন প্রবলেমের একটা কিনারা হচ্ছে। এরা নিজেরা নিজেরা কামড়াকামড়ি করে শেষ হয়ে গেলে আপনারও সুখ, আমারও সুখ।

২য় ব্যক্তি ঃ ঠিক আছে, চুপ করেন।

প্রৌঢ় ঃ আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন? শোনেন ভাই, এই সোসাইটিতে মৃত্যু কোন দুঃখজনক ব্যাপার নয়। মৃত্যু হচ্ছে মোটামুটি একটা আনন্দের ব্যাপার। চল্লিশায় খানাপিনা হবে, ফকির-মিসকিন টাকা-পয়সা পাবে। পুলিশ ধরপাকড় করবে। সেখানেও কিছু প্রাপ্তি যোগ আছে। হা হা হা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩য় ব্যক্তি ঃ পুলিশ এসেছে নাকি?

প্রৌঢ় ঃ আসবে আসবে। এবং যথাসময়ে দেখবেন এই মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্ক নাই এমন কিছু লোকজন বেঁধে নিয়ে যাবে। বিচার হবে এবং সবচে' যে নির্দোষ তার ফাঁসি হয়ে যাবে।

অনেকেই হেসে উঠবে। এই হাসির মধ্যেই মঞ্চে আসবেন জামিলের মা। তাকে দেখে হাসি বন্ধ হয়ে যাবে। জামিলের মা'র শাড়ির আঁচল ধরে আছে একটি ছোট্ট মেয়ে। মা এসে জামিলের মাথা কোলে তুলে নেবেন।

মা ঃ জামিল! আমার জামিল! আমার ময়না! আমার ময়না! ও জামিল রে! ও জামিল রে! আমি এর বিচার চাই। আমি এর বিচার চাই। ও ময়না! ও আমরা ময়না!

(কাঁদতে থাকবেন।)

সপ্তম দৃশ্য

মঞ্চের মাঝখানে ফখরুজ্জামান।

একটি জেলখানার মত জায়গা। তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে নেপথ্য থেকে — সে জবাব দিচ্ছে। মাঝে মাঝে তার দু'-একটি উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই হেসে উঠছে। সেই হাসির শব্দও হচ্ছে নেপথ্যে।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন ঃ আপনি বলছেন আপনি খুন করেননি?

ফখরুজ্জামান ঃ জ্বি না জনাব। আমি একজন দরিদ্র মানুষ

প্রশ্ন ঃ আপনি বলতে চাচ্ছেন দরিদ্র মানুষরা খুন করে না?

(হাসির শব্দ)

ফখরুজ্জামান ঃ বিশ্বাস করেন আমার কথা। আমি মিথ্যা কথা বলি না জনাব।

প্রশ্ন ঃ তাহলে বলেন সেদিন কি হয়েছিল?

ফখরুজ্জামান ঃ প্রাইভেট টিউশ্যনি শেষ করে বাড়ি যাচ্ছিলাম। তখন ডেডবডিটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই।

প্রশ্ন ঃ সেটা কটার সময় ঘটল?

ফখরুজ্জামান ঃ সাড়ে এগারোটায়।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আপনি তো ছাত্র পড়ানো শেষ করলেন ন'টার সময়। বাকি সময়টা কি করলেন?

ফখরুজ্জামান ঃ আমি রমিজ সাহেবের বাড়িতে ছিলাম। তার ছোট মেয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল?

প্রশ্ন ঃ পরিচয় ছিল সেই মেয়ের সঙ্গে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফখরুজ্জামান ঃ জ্বি না, জ্বি না। ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন!

প্রশ্ন ঃ শুধু শুধু একটা মেয়ে রাত নটার সময় আপনাকে বাসায় ডেকে নিয়ে যাবে?

ফখরুজ্জামান ঃ আমার গায়ে সাদা চাদর ছিল তো, এই জন্যে।

প্রশ্ন ঃ সাদা চাদর গায়ে থাকলেই মেয়েরা ডেকে নিয়ে যায় তা তো জানতাম না।

(সবাই হেসে উঠবে)

ফখরুজ্জামান ঃ জ্বি না জনাব, উনি মনে করলেন আমি একজন মহাপুরুষ।

প্রশ্ন ঃ আবোল-তাবোল কথা বলছেন কেন? আপনি কি পাগল সাজার চেষ্টা করছেন?

ফখরুজ্জামান ঃ জ্বি না জনাব। আমাদের বংশের মধ্যে কোন পাগল নাই। আমার এক বড় বোনের হাজবেন্ড আছে পাগল। সে তো আমাদের বংশের না . . .। সে যে পাগল এটা আমরা আগে বুঝতে পারি নাই। আগে বুঝতে পারলে বিয়ে দিতাম না।

প্রশ্ন ঃ ফখরুজ্জামান সাহেব!

ফখরুজ্জামান ঃ জ্বি!

প্রশ্ন ঃ আমি যা জিজ্ঞেস করব শুধু তার উত্তর দেবেন। বাড়তি কথা বলবেন না।

ফখরুজ্জামান ঃ জ্বি আচ্ছা।

প্রশ্ন ঃ যেহেতু আপনার গায়ে সাদা চাদর ছিল সেই হেতু মেয়েটি আপনাকে ডেকে নিয়ে গেল। এবং প্রায় দেড় ঘণ্টা গল্পগুজব করল।

ফখরুজ্জামান ঃ জ্বি।

প্রশ্ন ঃ মেয়েটি কেমন?

ফখরুজ্জামান ঃ বড় ভাল মেয়ে। এরকম ভাল মেয়ে আমি দেখি নাই। সাংঘাতিক বুদ্ধি। আর খুব সুন্দর। মনের মধ্যে কোন অহঙ্কার নাই।

প্রশ্ন ঃ একজন অজানা অচেনা মানুষকে ডেকে নিয়ে একটি সুন্দরী মেয়ে এত রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করবে — এটা ঠিক বিশ্বাস্য নয়।

ফখরুজ্জামান ঃ আমি পানি খাব। আমি এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাব।

(তাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দেয়া হবে)

ইয়া রাহমানু! ইয়া রহিমু! ইয়া কুদ্দুসু!

প্রশ্ন ঃ আপনি কি কোন কারণে ভয় পাচ্ছেন?

ফখরুজ্জামান ঃ জ্বি না। আমি কোন পাপ করি নাই। ভয় করব কেন? একটা মানুষকে খামোকা কেন মারব?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন ঃ খামাকা হবে কেন? আপনি একজন দরিদ্র মানুষ। আপনাকে যথেষ্ট টাকা দিলে আপনি একটা অন্যায় করতে রাজি হতে পারেন। বড় বড় অন্যায়গুলি সাধারণতঃ অভাবী মানুষদের দিয়েই করান হয়। এবং ভবিষ্যতেও হবে।

ফখরুজ্জামান ঃ জনাব, আমি অভাবী মানুষ না। প্রতি মাসে আমি এক হাজার টাকার উপরে পাই টিউশনি করে। দেশের বাড়িতে কিছু পাঠাই। তার পরেও কিছু থাকে। পোস্টাফিসে আমরা একটা পাশ বই আছে।

প্রশ্ন ঃ কত টাকা আছে সেই পাশ বইয়ে?

ফখরুজ্জামান ঃ চারশ তিহাত্তুর টাকা। এই মাসে পাঁচশ' হত কিন্তু এই মাসে জমা দিতে পারি নাই।

প্রশ্ন ঃ এই মাসে খুব টানাটানি গেছে, তাই না?

ফখরুজ্জামান ঃ জ্বি।

প্রশ্ন ঃ এই মাসেই আপনার টাকার খুব দরকার ছিল?

ফখরুজ্জামান ঃ জ্বি।

(সবাই হেসে উঠবে)

ফখরুজ্জামান ঃ জনাব, আমি খুন করি নাই। খুন করতে সাহস লাগে। আমার কোন সাহস নাই।

প্রশ্ন ঃ সাহসী মানুষরা গুপ্তহত্যা করে না। গুপ্তহত্যা সব কাপুরুষদের কাজ।

ফখরুজ্জামান ঃ বড় তিয়াস লাগছে। এক গ্লাস পানি খাব।

(পানি দেয়া হবে)

প্রশ্ন ঃ হত্যার সময়টাতে আপনি কোথায় ছিলেন সেটা বলতে পারছেন না। তারচেয়েও বড় কথা — যে ছোরাটি পেটে বিঁধে ছিল তাতে আপনার হাতের ছাপ আছে। আপনি ডেডবডির ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছেন তাতে ছোরার হাতলে আপনার হাতের ছাপ থাকার কথা না।

লোক ঃ আমি ছোরাটা বার করবার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করলাম বেঁচে আছে।

প্রশ্ন ঃ বের করতে পারলেন না।

লোক ঃ জ্বি না। ভয় লাগল। হাত কাঁপতে লাগল।

প্রশ্ন ঃ ছোরা ঢোকানো সহজ, বের করা তো কঠিন।

(হাসির শব্দ)

লোক ঃ পানি, পানি, আমারে এক গ্লাস পানি দেন। বড় তিয়াস লাগছে। ওফ্, বড় তিয়াস।

ঢুকবে লীনা। একটি স্বপ্নদৃশ্য। কিংবা সমস্ত ব্যাপারটাই ফখরুজ্জামানের কল্পনা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক ঃ ওহ্, আপনি আসছেন। দেখেন না কি ঝামেলা হয়ে গেছে। আমাকে আটকে ফেলেছে। আমি কিছুই করি নাই। আল্লাহর কসম। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন।

লীনা ঃ বিশ্বাস করছি। আমি বিশ্বাস করছি।

লোক ঃ আহ্, একটা শান্তি পাইলাম। খুব শান্তি। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন, বড় ভাল লাগল। আমার মা'কেও একটা খবর দেওয়া দরকার। সে খবর পেলে হার্টফেল করে মরে যাবে। মূর্খ মেয়েছেলে বেশি বেশি ভয় পায়।

লীনা ঃ আপনি ভয় পান না?

লোক ঃ জ্বি, আমিও পাই। তবে বিনা অপরাধে তো আর শাস্তি হয় না! কি বলেন, ঠিক না? তারপর আপনার মনে মনে খতমে জালালি পড়তেছি। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়তে হয়। খুব শক্ত দোয়া। ঐটা পড়ার পর আল্লাহর কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়।

লীনা ঃ তাই নাকি?

লোক ঃ জ্বি। আল্লাহর পাক কালাম। এর মহত্ত্বই অন্য রকম। সারা রাত জেগে পড়ি।

লীনা ঃ ঘুমান না?

লোক ঃ ঘুম আসে না। বড় ভয় লাগে। আপনি আসছেন বড় ভাল লাগতেছে। চলে যাবেন না আরো একটু থাকবেন। আপনি আসায় খুব সাহস আসছে মনে। পানির তিয়াস লেগেছিল, ওটা চলে গেছে।

লীনা ঃ আপনি খুব রোগা হয়ে গেছেন।

লোক ঃ ভয়ে ভয়ে রোগা হয়ে গেছি। কিছু খেতে পারি না। অবশ্য ভয়ের কোন কারণ নাই। নির্দোষ মানুষেরে তো আর ফাঁসি দিবে না। কি বলেন, ঠিক না? আর আপনি আসায় বড় শান্তি লাগছে। পানির তিয়াসটা চলে গেছে।

আচ্ছা, এটা কি স্বপ্ন? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? আপনি এখানে কিভাবে আসলেন? কিছুই বুঝতে পারছি না। সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

অষ্টম দৃশ্য

বাবা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন। তাঁর চেহারা ভয়-কাতর।

বাবা ঃ সোমা! সোমা!

(সোমা ঢুকবে)

কে কাঁদছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমা ঃ কেউ কাঁদছে না। কে আবার কাঁদবে?

বাবা ঃ আমি স্পষ্ট শুনেছি। মেয়ে মানুষের কান্না। জামিলের মা কাঁদছে। আমাদের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

সোমা ঃ উনি কেন শুধু শুধু আমাদের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদবেন? তুমি স্বপ্ন দেখেছ। দুঃস্বপ্ন।

বাবা ঃ ঠিক ঠিক দুঃস্বপ্ন। কেন জামিলের মা আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদবে? তার কোন রাইট নেই। ওটা দুঃস্বপ্নই। সোমা, তুই আমার কাছে বসে থাক। শক্ত করে আমার হাত ধরে বসে থাক।

সোমা ঃ তোমার শরীর কি বেশি খারাপ, বাবা?

বাবা ঃ হুঁ, বেশি খারাপ। খুবই খারাপ। ঘুমুতে পারি না। চোখ লাগলেই দুঃস্বপ্ন দেখি। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। কি দেখি জানিস? আমি দেখি . . .।

সোমা ঃ বাবা, তুমি চুপ করে শুয়ে থাক তো। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

বাবা ঃ না না, এখন আমি ঘুমুব না। তুই স্বপ্নটা শোন। খুব মন দিয়ে শোন। আমি দেখি — বিরাট একটা মাঠ। মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা শিরীষ গাছ। সেই গাছে একটা দড়ি ঝুলছে। আর সবাই ধরাধরি করে ঐ বোকা মাস্টারকে দড়িতে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। দড়িটা খুব দুলছে আর ঐ বোকা মাস্টার চিৎকার করছে — আমাকে ছেড়ে দিন। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। তারপর . . .

সোমা ঃ বাবা, তুমি চুপ কর তো।

বাবা ঃ আমাকে স্বপ্নটা শেষ করতে দে। তারপর দেখি ঐ বোকা মাস্টারের জিভ বের হয়ে এসেছে। সে খুব দুলছে। তখন সেই মাঠ ভর্তি হয়ে গেল মানুষে। আর সবাই হা হা করে খুব হাসতে লাগল। আমি একটা দা নিয়ে ছুটে গেলাম দড়ি কেটে ওকে নামাতে, কিন্তু সবাই আমাকে চেপে ধরে রাখল।

সোমা ঃ বাবা, তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি চুপ কর তো।

বাবা ঃ ওরা আমাকে কিছুতেই যেতে দিচ্ছে না আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি দড়িতে যে দুলছে সে মাস্টার না সে আমাদের ফরিদ। ফরিদ চেঁচাচ্ছে — বাবা, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

(মা ঢুকবেন)

মা ঃ কি হয়েছে?

সোমা ঃ কিছু না, মা। বাবা একটা স্বপ্ন দেখেছে। বাবা, তুমি কি এক গ্লাস পানি খাবে? ঠাণ্ডা পানি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা ঃ খাব।

(সোমা চলে যাবে)

সুরমা, তুমি আমার পাশে একটু বস তো।

মা ঃ তোমার কি শরীর বেশি খারাপ?

বাবা ঃ হ্যাঁ খারাপ — খুবই খারাপ। রাতে ঘুমুতে পারি না, সুরমা। দুঃস্বপ্ন দেখি। ভয়বাহ দুঃস্বপ্ন।

সুরমা, তুমি কি কোন কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছ। মেয়ে মানুষের কান্না?

মা ঃ না। তুমি শুয়ে থাক। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

(সোমা পানির গ্লাস নিয়ে ঢুকবে। বাবা তৃষ্ণার্তের মত পানি পান করবেন)

বাবা ঃ ফরিদ কি বাসায় আছে?

মা ঃ আছে।

বাবা ঃ ঘুমুচ্ছে?

মা ঃ হ্যাঁ ঘুমাচ্ছে।

বাবা ঃ সুরমা, ওকে একটু ডেকে তুল তো।

মা ঃ এখন ওকে এত রাতে ডেকে তুলব কেন?

বাবা ঃ ওর সঙ্গে আমার কথা আছে। খুব জরুরী কথা। আমার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয় জামিলের মৃত্যুর সঙ্গে ফরিদের একটা সম্পর্ক আছে।

মা ঃ পাগলের মত কি যা-তা বলছ!

বাবা ঃ আছে আছে, নিশ্চয়ই আছে। থাকতেই হবে। নয়ত জামিলের মা বাসার সামনে এসে কাঁদে কেন?

সোমা ঃ বাবা, এসব তোমার মনগড়া কথা। কেউ কাঁদে না।

(লীনা ঢুকবে)

লীনা ঃ কি হয়েছে?

বাবা ঃ আমার শরীরটা খুব খারাপ মা। খুবই খারাপ। তুই একটু আমার পাশে বস। আমার হাত ধরে থাক।

লীনা ঃ তোমার গা তো খুব গরম। অনেক জ্বর তোমার গায়ে!

বাবা ঃ হুঁ, অনেক জ্বর। জ্বরে মাথাটা এলোমেলো হয়ে গেছে। শুধু আজেবাজে চিন্তা আসে। বোকা-সোকা ঐ প্রাইভেট মাস্টার ঐ ডেডবডির গায়ে পড়ে গেল। ফরিদ মহা উৎসাহে ওকে এই বাড়িতে ধরে নিয়ে এল। ওর এত উৎসাহ কেন? লীনা, ফরিদকে ডাক তো। ওর সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

মা ঃ ওর সঙ্গে তোমার কোন কথা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা ঃ আমার মনে যে সব সন্দেহ আসছে তোমাদের কারোর মনেই কি তা আসছে না? লীনা, তুই বল। তোর মুখ থেকে শুনি।

লীনা ঃ বাবা, তুমি বলেছিলে আমাদের সবাইকে নিয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে যাবে। বলেছিলে না?

বাবা ঃ হুঁ বলেছিলাম।

লীনা ঃ আমরা নতুন করে জীবন শুরু করব, বাবা। দুলাভাইয়ের সঙ্গে আপার মিটমাট হয়ে যাবে। ওদের একটা ফুটফুটে ছেলে হবে। ফরিদ ভাইয়া আবার বি.এ. পরীক্ষা দেবে এবং এবার সে পাস করবে। তার আমরা বিয়ে দেব। নতুন ভাবীর সঙ্গে আমি খুব ঝগড়া করব। আবার ঝগড়া মিটে যাবে। আমরা দু'জনে ম্যাটিনীতে সিনেমা দেখতে যাব।

বাবা ঃ আমার সঙ্গে একজন মহাপুরুষের দেখা হয়েছিল। আমি তাঁকে বলেছিলাম আমি মিথ্যা কথা বলব না। আমি কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব না।

লীনা ঃ স্বপ্ন দেখা তো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া নয়। মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে বলেই কি আমরা স্বপ্নও দেখতে পারব না?
তুমি মহাপুরুষের দেখা পেয়েছ বলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। ভাইয়া এখন কত শান্ত দেখছ না? সে ঘরেই থাকছে। সবই হচ্ছে মহাপুরুষের জন্য। তিনি আমাদের নতুন জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

বাবা ঃ নতুন জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছেন?

লীনা ঃ হ্যাঁ দিচ্ছেন। সেভাবে তুমি যে জমি কিনেছ সেটাতে আমরা একটা চমৎকার বাড়ি করব। বাড়ির সামনে বাগান থাকবে। ভারি সুন্দর বাগান। এখন থেকে আর আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। মহাপুরুষের কল্যাণে আমরা নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছি — এই সাধারণ সত্যটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন? কেন তুমি এত বোকা হয়ে যাচ্ছ?

বাবা ঃ বোকা হয়ে যাচ্ছি?

লীনা ঃ হ্যাঁ যাচ্ছ। কিন্তু আমরা কেউ তোমাকে আর কোন বোকামি করতে দেব না। কিছুতেই না।

বাবা ঃ কিন্তু আমার শরীরটা এত খারাপ লাগছে কেন? নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। বড় কষ্ট হচ্ছে, সুরমা। ফরিদ! ফরিদ!

(ফরিদ ঢুকবে)

শরীরটা বড় খারাপ। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। ও ফরিদ, তুই আমার পাশে বস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদ ঃ আরে, এ তো অনেক জ্বর গায়ে! তোমরা সবাই চুপচাপ, ব্যাপারটা কি?

বাবা ঃ জ্বর ছিল না। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জ্বর উঠে গেল। একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন!

ফরিদ ঃ কি দুঃস্বপ্ন?

সোমা ঃ বাবা, তোমাকে এখন কোন দুঃস্বপ্ন বলতে হবে না। ফরিদ, তুই যা, একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়।

বাবা ঃ না না, ফরিদ থাকুক। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে। খুব জরুরী কথা।

মা ঃ ওর সঙ্গে তোমার কোন কথা নেই।

বাবা ঃ লীনা বলছিল তুই আবার বি.এ. পরীক্ষা দিবি।

ফরিদ ঃ হ্যাঁ দেব। তুমি চাইলে দেব। কথা দিচ্ছি তোমাকে। দেব।

বাবা ঃ ভাল ভাল, খুব ভাল।

ফরিদ ঃ কোথায় যেন আমাদের নিয়ে যাবে বলছিলে, বাবা? আমরা সেখানেও যাব। খুব আনন্দ করব।

বাবা ঃ হুঁ করব। খুব আনন্দ করব। একজন মহাপুরুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, বুঝলি — তিনি আমাকে বলেছিলেন আমি সুন্দর একটি সুখি জীবন শুরু করতে পারব। A fresh start.

ফরিদ ঃ তাই হবে, বাবা।

বাবা ঃ ভাল লাগছে, আমার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু ফরিদ একটা কথা!

ফরিদ ঃ বল।

বাবা ঃ জামিলের মা রোজ রাতে আমার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদে কেন, বাবা?

মা ঃ কি আবোল-তাবোল বকছ? চুপ কর তো।

বাবা ঃ আমি ফরিদকে বলছি — সে কিছু বলছে না কেন? সে চুপ করে আছে কেন? ফরিদ!

ফরিদ ঃ বল।

বাবা ঃ ক'টা বাজে?

ফরিদ ঃ বেশি না, দশটার মত বাজে।

বাবা ঃ তুই একটা কাজ করতে পারবি — মহাপুরুষকে খুঁজে নিয়ে আসতে পারবি? ডাকলেই তিনি আসবেন। তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। খুব জরুরী কথা। Very urgent.

ফরিদ ঃ কি কথা?

বাবা ঃ ঐ বোকা মাস্টারটা, ওর কি যেন নাম? ফখরুজ্জামান না? হ্যাঁ

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফখরুজ্জামান। ও থাকবে জেলে। কিংবা সবাই মিলে ওকে হয়ত ফাঁসিতেই ঝুলিয়ে দেবে। ওকে ঐ ভাবে রেখে আমাদের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাওয়া ঠিক হবে কি-না সেটা মহাপুরুষকে জিজ্ঞেস করতাম। বাবা, তাকে নিয়ে আসবি?

(ফরিদ উঠে দাঁড়াবে)

শরীরটা খারাপ লাগছে ফরিদ! খুব খারাপ! তোমরা আমাকে বাতাস কর। আমাকে বাতাস কর। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মাথাটা মুছিয়ে দাও! মহাপুরুষ এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন।

সোমা ঃ ফরিদ, তুই এখানেই থাক। বাবার অবস্থা ভাল না। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কাদের গিয়ে একজন ডাক্তার নিয়ে আসবে।

ফরিদ ঃ আহ, ছাড় তো আমাকে। কেউ হাত ধরলে আমার ভাল লাগে না

(ফরিদ বের হয়ে যাবে)

বাবা ঃ চুপ কর। সবাই চুপ।

জামিলের মা কাঁদছে। শুনুন, আপনি কাঁদবেন না। মহাপুরুষকে আনতে গেছে। তিনি এলে আপনার আর কোন দুঃখ থাকবে না। আহ, চুপ! চুপ!

নবম দৃশ্য

মঞ্চের এক প্রান্তে ফরিদ দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধ ঃ কি কথা বইলা ছিল মা আমিনায়?

কন্যা ঃ সেই কথাটা বলা সোজা, করা বিষম দায়।

অন্ধ ঃ কি কথা বইলা ছিল বিবি হাজেরায়?

কন্যা ঃ সেই কথাটা বলা সোজা, করা বিষম দায়?

অন্ধ ঃ কি কথা বইলা ছিল বিবি ফাতেমায়?

ফরিদ ঃ এই শোন।

(ওরা থমকে দাঁড়াবে)

ঃ কোথায় তোমাদের মহাপুরুষ?

অন্ধ ঃ বা' জান, আমারে কিছু কইছেন?

ফরিদ ঃ তিনি কোথায়?

অন্ধ ঃ কার কথা কন?

ফরিদ ঃ সাদা চাদর গায়ে একটা লোক — বড় বড় কথা বলে।

অন্ধ ঃ কইতে পারি না, বা'জান। আমি আন্ধা মানুষ। আল্লাহতালা আমারে নয়ন দেয় নাই। যার নয়ন নাই তার কিছুই নাই গো, বা'জান। একটা টেকা দিবেন? এক দিনের না-খাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্যা ঃ আমরা এক দিনের না-খাওয়া।

ফরিদ ঃ যাও যাও, চলে যাও।

কন্যা ঃ ধমক দেন কেন?

ফরিদ ঃ ভাগো। ভাগো।

অন্ধ ঃ আয় রে মনু যাই গা। চিল্লাইয়েন না বাজান।

(গান গাইতে গাইতে ওরা মঞ্চ ছেড়ে যাবে)

ফরিদ ঃ কোথায় মহাপুরুষ? কোথায় তুমি? তোমার যদি সাহস থাকে, এগিয়ে আস। কথা বল আমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। কে কে? কে ওখানে?

(মৌলানাকে ঢুকতে দেখা যাবে)

মৌলানা ঃ স্লামালিকুম ফরিদ ভাই? কার সঙ্গে কথা কন?

ফরিদ ঃ কারো সঙ্গে কথা বলি না। একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। যান, আপনি চলে যান।

মৌলানা ঃ খুন-খারাবি হয়! এই সময় একা একা থাকন ঠিক না, ফরিদ ভাই। সময়টা খারাপ।

ফরিদ ঃ আপনাকে চলে যেতে বলছি, চলে যান। কেন বাজে কথা বলছেন?

মৌলানা ঃ আপনের বাবার শরীর শুনলাম খুব খারাপ। কাদেরের সঙ্গে দেখা। সে ডাক্তারের খোঁজে গেছে। এত রাতে কাউকে পাওয়া মুশকিল।

ফরিদ ঃ আপনি শুধু শুধু কথা বলছেন। চুপ করেন।

মৌলানা ঃ জ্বি আচ্ছা। ফরিদ ভাই, রাতটা মসজিদেই কাটাব আমি। ইবাদত-বন্দেগী করব। যদি কোন দরকার হয় বলবেন। আপনের বিপদ আমারো বিপদ। আল্লাহপাক কোরান মজিদে বলেছেন — হে বান্দা সকল . . .।

ফরিদ ঃ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে যান। কেন কথা বাড়াচ্ছেন? আমার মেজাজ এখন ভাল না, মৌলানা সাহেব।

মৌলানা ঃ তাহলে যাই, ফরিদ ভাই। আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহ্।

(মৌলানা চলে যাবেন)

ফরিদ ঃ মহাপুরুষ, আমি তোমার কথা শুনতে এসেছি। কথা বল।

(হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে বিভিন্ন অংশ শোনা যেতে থাকবে।)

ফরিদ ঃ স্টপ ইট! স্টপ ইট!

এসব বহু শুনেছি। অনেকবার শুনেছি। আর শুনতে চাই না । হাজার হাজার বছর ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই জিনিস অসংখ্যবার শুনেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কান পচে গেছে। আর না। আর না। বন্ধ করুন এসব।

(শব্দ থেমে যাবে। কাদের ঢুকবে।)

কাদের ঃ ভাইজান।

(ফরিদ চমকে তাকাবে)

ঃ বাসায় চলেন, ভাইজান।

ফরিদ ঃ তুই যা।

কাদের ঃ একটা খারাপ সংবাদ আছে, ভাইজান। বাসায় চলেন।

ফরিদ ঃ তোকে যেতে বলছি। কানে যাচ্ছে না?

কাদের ঃ খুব একটা খারাপ সংবাদ আছে, ভাইজান!

ফরিদ ঃ গেট আউট! গেট আউট!

মহাপুরুষ, তুমি কোথায়? এসো, দেখা দাও।

(মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন)

মহাপুরুষ ঃ ভাল আছ ফরিদ?

ফরিদ ঃ কে কে?

মহাপুরুষ ঃ আমি। আমাকেই তো খুঁজছিলে।

ফরিদ ঃ তুমিই সেই ব্যক্তি?

মহাপুরুষ ঃ হ্যাঁ, আমিই সেই।

ফরিদ ঃ জগতের কল্যাণের জন্যে এসেছ?

মহাপুরুষ ঃ হ্যাঁ।

ফরিদ ঃ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে এসেছ?

মহাপুরুষ ঃ হ্যাঁ।

ফরিদ ঃ পাপ দূর করবার জন্যে এসেছ?

মহাপুরুষ ঃ হ্যাঁ।

ফরিদ ঃ পাপ ব্যাপারটা কি জানতে পারি?

মহাপুরুষ ঃ পাপ এমন একটি কর্ম যা আত্মাকে অশুচি করে।

ফরিদ ঃ আত্মা! আত্মা আবার কি?

মহাপুরুষ ঃ আত্মা হচ্ছে সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা। তুমি চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাবে — এই আকাঙ্ক্ষাই তোমার আত্মা।

ফরিদ ঃ চন্দ্রনাথ পাহাড়ে আর যাওয়া হচ্ছে না, মহাপুরুষ। আমার বাবা মারা গেছেন, সেটা কি জান?

মহাপুরুষ ঃ (চুপ করে থাকবেন)

ফরিদ ঃ তোমার সঙ্গে দেখা না হলে তিনি বেঁচে থাকতেন। এবং আমরা হয়তো বা যেতাম চন্দ্রনাথ পাহাড়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাপুরুষ ঃ ঈশ্বরের জটিল কর্মপদ্ধতি বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। মানুষ ক্ষুদ্র। তার জ্ঞান ও বুদ্ধি সীমিত।

ফরিদ ঃ তুমি এর মধ্যে ইশ্বরও নিয়ে এসেছ? ভাল ভাল। তা তোমার এই ঈশ্বর কোথায় থাকেন? এ দেশের ত্রিশ লাখ লোক যখন মারা গেল তখন তো তাঁর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি!

মহাপুরুষ ঃ অপরাধীর জন্যে অপেক্ষা করছে অনন্ত অগ্নি!

ফরিদ ঃ অগ্নি তো শুধু অপেক্ষাই করে। কাউকে স্পর্শ করে না কখনো। যুগে যুগে দলে দলে মহাপুরুষ আসেন। অনন্ত অগ্নির কথা বলেন। যত ভণ্ডের দল! [পকেট থেকে প্রকাণ্ড একটা ছোরা বের করবে।]

মহাপুরুষ ঃ তুমি কি আমাকে মারতে চাও?

ফরিদ ঃ হ্যাঁ চাই। আমার কাছ থেকে ঠিক এই জিনিসটি বোধহয় তুমি আশা করনি। কি, খুব অবাক হয়েছ?

মহাপুরুষ ঃ না, অবাক হইনি। সর্বযুগে সর্বকালে মহাপুরুষরা আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন — এটা নতুন কিছু নয়।

গির্জার ঘণ্টার মত ঘণ্টাধ্বনি হতে থাকবে। মহাপুরুষের সাদা চাদর রক্তে লাল হয়ে যেতে থাকবে। ফরিদ মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

ফরিদ ঃ আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। আমি কোন অন্যায় করিনি। কিন্তু আমি, আমি এখন কোথায় যাব! — কার কাছে যাব! — কার কাছে যাব!!

(মঞ্চে ঢুকবে সোমা)

সোমা ঃ বাসায় চল, ফরিদ।

(ফরিদ ছোরাটা ফেলে দেবে, দু'হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠবে।)

ফরিদ ঃ বাসায় তুমি যাও, আপা। তারপর যাও চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। দূরের সমুদ্র দেখ। বাবার খুব শখ ছিল। আমি ফখরুজ্জামানকে ফেলে কোথাও যাব না। এ জীবনে আমার আর চন্দ্রনাথ দেখা হবে না। বাবা! বাবা! আমার বাবা!!

তার চিৎকার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। সোমা এসে জড়িয়ে ধরবে ভাইকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর নাটিকা

স্মৃতিচিহ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[প্রথম দৃশ্য]

ন'-দশ বছরের লাবণ্যকে দেখা যাচ্ছে। সে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে। গায়ে পাতলা একটা চাদর। হাত নেড়ে নেড়ে সে কবিতা আবৃত্তি করছে। তার ছোট ভাই টগর মুগ্ধ হয়ে কবিতা শুনছে।

লাবণ্য ঃ বাঁশ বাগানের মাথার উপর
চাঁদ উঠেছে ঐ
মাগো আমার শোলক বলা
কাজলা দিদি কই?

টগর ঃ (খিলখিল করে হেসে ফেলবে।)

লাবণ্য ঃ ছিঃ টগর, ছিঃ — হাসছ কেন? এটা খুব দুঃখের কবিতা।

টগর ঃ আমি ভাবছি হাসির কবিতা।

লাবণ্য ঃ মোটেও হাসির কবিতা নয়, খুব দুঃখের কবিতা। কাজলা দিদি শেষটায় মারা যায়।

টগর ঃ কিভাবে মারা যায়?

লাবণ্য ঃ অসুখ হয়ে মারা যায়। খুব জ্বর হয় — তারপর মারা যায়। দুঃখের কবিতা চুপ করে শুনতে হয়।

টগর ঃ দুঃখের কবিতা শুনে কি কাঁদতে হয় লাবণ্য?

লাবণ্য ঃ লাবণ্য ডাকছ কেন টগর? আমি তোমার আপা হই না?

টগর ঃ আমার মনে থাকে না। আপা, তুমি রাগ করেছ?

লাবণ্য ঃ হুঁ।

টগর ঃ বেশি রাগ করেছ?

লাবণ্য ঃ না, অল্প করেছি । খুব অল্প।

টগর ঃ দুঃখের কবিতাটা আবার বল তো আপা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাবণ্য ঃ (কবিতা আবৃত্তি করবে।)

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ
মাগো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই

[মা ঢুকবেন। তিনি বাজার করতে গিয়েছিলেন। দু'ভাই-বোনের জন্যে দুটা উলের টুপি কিনে এনেছেন।]

মা ঃ লাবণ্য, তুমি খালি পায়ে কেন? বল, তুমি খালি পায়ে কেন?

টগর ঃ মা এই দেখ, আমি স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে আছি।

মা ঃ কতবার তোমাকে বলেছি — খালি পায়ে থাকবে না। মাত্র সেদিন এতবড় অসুখ থেকে উঠলে। তোমার শরীর দুর্বল। দু'দিন পরে পরে অসুখ বাঁধাও।

টগর ঃ মা, আপা স্যুয়েটারও পরে নি।

মা ঃ স্যুয়েটার কোথায় লাবণ্য?

লাবণ্য ঃ (চুপ করে আছে।)

মা ঃ তুমি কি কথা বলা ভুলে গেছ? বাজারে যাবার সময় স্যুয়েটার তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। স্যুয়েটার কোথায়?
কি ব্যাপার, তুমি কি কথা বলা ভুলে গেছ?

টগর ঃ আপা কথা বলা ভুলে নি মা। মনে আছে, তোমাকে ভয় পাচ্ছে এই জন্যে বলছে না।

মা ঃ যাও, এক্ষুণি স্যুয়েটার খুঁজে বের করে পর। এক্ষুণি।

টগর ঃ আপা তো স্যুয়েটার খুঁজে পাবে না মা। কারণ . . . [সে আড়চোখে আপার দিকে তাকাবে। আপা ইশারায় তাকে চুপ করে থাকতে বলছে।]

মা ঃ স্যুয়েটার কি হয়েছে বল? এক্ষুণি বল।

টগর ঃ আমি বলব না, মা। আপা আমাকে বলতে নিষেধ করেছে।

[লাবণ্য চলে যাবে।]

মা ঃ টগর, লাবণ্য স্যুয়েটার কি করেছে?

টগর ঃ আমি বলব না, মা।

মা ঃ বলবে না?

টগর ঃ না। তবে বুয়া জানে। বুয়াকে জিজ্ঞেস কর, বুয়া তোমাকে বলবে।

মা ঃ রহিমার মা! রহিমার মা!

[রহিমার মা এসে ঢুকবে।]

মা ঃ রহিমার মা, লাবণ্য স্যুয়েটার কি করেছে?

রহিমার মা ঃ একটা ফকিরণীর ছাওয়াল আসছিল — আফা তারে দিয়া দিছে।

মা ঃ সে কি! নতুন স্যুয়েটার দিয়ে দিল, আর তুমি দেখলে না?

রহিমার মা ঃ দেখছি তো আম্মা! আমি চাইয়া চাইয়া দেখছি।

মা ঃ তুমি কিছু বললে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহিমার মা ঃ আমি কি বলব আম্মা? আমার বলনের কি আছে? আফার জিনিস আফা দিছে।

মা ঃ ঘরের জিনিসপত্র সব দিয়ে দেবে আর তুমি কিছু বলবে না?

রহিমার মা ঃ বেশি কথা বলতে ভাল লাগে না আম্মা। বেশি কথা বললে আয়ু কমে। আমরার গেরামে এক মাইয়া ছেলে ছিল — খালি কথা বলত। শেষে টাইফয়েড হইয়া মারা গেল।

মা ঃ তুমি আমার সামনে থেকে যাও। যাও বললাম।

[রহিমার মা চলে যাবে।]

মা ঃ লাবণ্য! লাবণ্য!

[লাবণ্য ঢুকল।]

মা ঃ তুমি তোমার স্যুয়েটার দিয়ে দিয়েছ?

লাবণ্য ঃ (হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।)

মা ঃ কেন দিলে?

টগর ঃ ভিখিরী মেয়েটার গায়ে কোন কাপড় ছিল না-মা। খালি গায়ে এসেছিল। শীতে কাঁপছিল — তাই আপা দিয়ে দিল। আপা তো খুব দয়ালু।

মা ঃ শোন লাবণ্য! দয়ালু হওয়া খুব ভাল কথা। দয়া অত্যন্ত মহৎ গুণ। কিন্তু এত দয়া দেখালে কি আমাদের চলবে? পুরানো স্যুয়েটারটা তুমি একজনকে দিয়ে দিলে। আমি কিছুই বললাম না। দিয়েছ, ভাল করেছ। তোমার আব্বা আরেকটা কিনে আনলেন। নতুন স্যুয়েটার। দু'দিনও হয় নি। এটিও দিয়ে দিলে?

লাবণ্য ঃ আমার শীত লাগে না, মা।

মা ঃ বাজে কথা বলবে না। ইচ্ছা করে করে ঠাণ্ডা বাঁধাও। তারপর বল শীত লাগে না। আমি খুব রাগ করেছি লাবণ্য। খুব রাগ করেছি। দুটা-তিনটা করে স্যুয়েটার কেনার সামর্থ্য তোমার বাবার নেই।

টগর ঃ বাবা খুব গরীব মানুষ, তাই না মা।

মা ঃ তুমি চুপ করে থাক টগর। তুমি খুব বেশি কথা বল।

টগর ঃ আমি আর রহিমার মা, আমরা দু'জন খুব বেশি কথা বলি, তাই না মা?

মা ঃ তুমি এখন যাও তো — বই নিয়ে পড়তে বস। এই নাও, টুপি নিয়ে যাও।

[মা টগরকে টুপি পরিয়ে দেবেন।]

মা ঃ যাও, এখন দাঁড়িয়ে থেকো না।

টগর ঃ তুমি কি আপাকে মারবে?

মা ঃ হ্যাঁ, মারব। তুমি যদি বই নিয়ে না বস তোমাকেও মারব।

[টগর চলে যাবে।]

মা ঃ লাবণ্য! কাছে আস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[লাবণ্য কাছে এল। মা তার মাথায় টুপি পরিয়ে দিলেন। টুপি পরাতে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে চমকে উঠলেন।]

মা ঃ তোমার গায়ে তো অনেক জ্বর, মা। কখন জ্বর এল?

লাবণ্য ঃ জানি না।

মা ঃ এত জ্বর নিয়ে তুমি খালি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

লাবণ্য ঃ মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

মা ঃ হ্যাঁ, রাগ করেছি। খুব রাগ করেছি।

লাবণ্য ঃ আমি স্যুয়েটার দিয়ে দিয়েছি বলে রাগ করেছ? মেয়েটা খালি গায়ে এসেছিল, শীতে থরথর করে কাঁপছিল — আমার এত খারাপ লাগল . . .

মা ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে।

লাবণ্য ঃ তুমি যদি থাকতে তুমিও তাকে আমার স্যুয়েটারটা দিয়ে দিতে।

মা ঃ না রে মা, আমি দিতাম না। অভাবে-অনটনে আমার মন কঠিন হয়ে গেছে। ভিখিরী দেখলে এখন আর দয়া হয় না। রাগ লাগে। মেয়েটাকে দেখলে আমি হয়ত ধমক দিয়েই বিদেয় করতাম। আস মা, বিছানায় শুয়ে থাক। আস।

[মা এবং মেয়ে চলে যাবে।]

AMARBOI.COM

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

লাবণ্যের বাবা রহমান সাহেব অফিস থেকে ফিরেছেন। কলিংবেল টিপলেন। দরজা খুলে দিল রহিমার মা।

রহিমার মা ঃ আইজ আফনের এত দেরি হইছে ক্যান?

রহমান ঃ অফিসে কাজ ছিল —

রহিমার মা ঃ এই দিকে বাসার মধ্যে ধুন্ধুমার কাণ্ড। আফার জ্বর উঠল আকাশ-পাতাল। মাথাত পানি ঢালাঢালি। আমি গিয়া ডাক্তার ডাইক্যা আনলাম।

রহমান ঃ সে কি?

রহিমার মা ঃ চউক্ষের নিমিষে এমুন জ্বর আমি আমার বাপের আমলে দেখি নাই। বুঝছেন ভাইজান, ভয়ে আমার হাত-পাও ঠাণ্ডা।

[লাবণ্যের মা ঢুকলেন]

মা ঃ রহিমার মা, তুমি যাও তো!

রহিমার মা ঃ ভাইজানরে একটা দরকারী কথা বলতেছিলাম আম্মা।

মা ঃ দরকারী কথা পরে বললেও হবে।

[রহিমার মা চলে যাবে।]

রহমান ঃ জ্বর কি এখনো আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা ঃ হুঁ। তবে অনেক কম।

রহমান ঃ কি সমস্যা হল বল তো! দু'দিন পরে পরে এত জ্বর।

মা ঃ তোমার মেয়েরও দোষ আছে। আজ খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারপর . . .

রহমান ঃ তারপর কি?

মা ঃ না, থাক।

রহমান ঃ বল না শুনি।

মা ঃ নতুন স্যুয়েটার যেটা কিনে দিয়েছিলে — তোমার দয়ালু মেয়ে সেই স্যুয়েটারটা দিয়ে দিয়েছে।

রহমান ঃ কাকে দিয়ে দিয়েছে?

মা ঃ কোন-এক ভিখিরী মেয়ে এসেছিল — তাকে দেখে তোমার মেয়ের দয়ার শরীর গলে গেল —

রহমান ঃ তাকে বকাঝকা কর নি তো?

মা ঃ না।

রহমান ঃ ভাল করেছ।

মা ঃ ভাল করেছ যে বললে — তুমি পারবে দু'দিন পরে পরে মেয়েকে গরম কাপড় কিনে দিতে?

রহমান ঃ না, আমি পারব না। সেই ক্ষমতা আমার নেই — তার পরেও আমার মেয়ে যদি তার জামা-কাপড় কাউকে দান করে দেয় আমি তাকে বলব না — এটা করা ঠিক না।

মা ঃ যেমন বাবা তেমনি মেয়ে।

রহমান ঃ বুঝলে মিনু, মাঝে মাঝে আমার খুব মন খারাপ হয়! কেন হয় জান? — মন খারাপ হয় এই ভেবে যে, আমরা একই পিতামাতার সন্তান। আমাদের আদিপিতা হযরত আদম, আদিমাতা বিবি হাওয়া। অথচ দেখ আমাদের মধ্যে একদল গরম কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আরেকদল পৌষ মাসের শীতে খালি গায়ে হিহি করে কাঁপছে।

মা ঃ আচ্ছা, হয়েছে যাক। আমাকে এসব শুনাতে হবে না। সারা জীবন ধরেই তো শুনাচ্ছ? আমাকে এসব শুনিয়ে লাভ কি?

রহমান ঃ কোন লাভ নেই। তারপরেও বলতে ইচ্ছা করে।

[ভেতর থেকে লাবণ্য ডাকবে —]

লাবণ্য ঃ বাবা!

রহমান ঃ আসছি মা, এক্ষুণি আসছি।

লাবণ্য ঃ আমার আবার জ্বর এসেছে, বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহমান ঃ হাত-পা ধুয়ে আমি চলে আসছি । কবিতা শুনাব। আজ সারারাত আমার মা'কে আমি কবিতা শুনাব।

[বাবা পাশের ঘরে ঢুকলেন।]

[লাবণ্য, বাবা-মা ও টগর। টগর মাথায় টুপি এবং স্যুয়েটার পরে বসে আছে। লাবণ্যের মাথায় টুপি, গায়ে চাদর। বাবা কবিতা আবৃত্তি করছেন।]

বাবা ঃ বহে মাঘ মাস
শীতের বাতাস
স্বচ্ছ সলিলা বরুণা
পূরী হতে দূরে। গ্রামে নির্জনে
শীলাময় ঘাট, চম্পক বনে
স্নানে চলেছেন শত সখী সনে
কাশীর মহিষী করুণা . . .

লাবণ্য ঃ বাবা, আমি বলি? এই কবিতাটা আমার মুখস্থ। বলব?

বাবা ঃ বল, মা।

লাবণ্য ঃ বহে মাঘ মাস শীতের বাতাস
স্বচ্ছ সলিলা বরুণা
পূরী হতে দূরে, গ্রামে নির্জনে
শীলাময় ঘাট চম্পক বনে
স্নানে চলেছেন শত সখী সনে
কাশীর মহিষী করুণা . . .

[লাবণ্য বাবার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।]

বাবা ঃ কি হয়েছে?

লাবণ্য ঃ ভাল লাগছে না, বাবা।

বাবা ঃ জ্বর তো দেখি আবার বেড়েছে।

[বাবা মেয়েকে শুইয়ে দিলেন।]

লাবণ্য ঃ বাবা!

বাবা ঃ কি মা?

লাবণ্য ঃ আমি যে স্যুয়েটারটা দিয়ে দিয়েছি, তুমি কি রাগ করেছ?

বাবা ঃ আমি মোটেও রাগ করি নি। আমি কালই একটা স্যুয়েটার কিনে আনব। টকটকে লাল রঙের স্যুয়েটার।

টগর ঃ ঐটাও তো আপা কাউকে দিয়ে দিবে।

বাবা ঃ দিয়ে দিলে আরেকটা কিনব।

টগর ঃ কিন্তু বাবা তুমি তো গরীব মানুষ।

বাবা ঃ (হো-হো করে হেসে ফেলবেন।)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[তৃতীয় দৃশ্য]

বাবা, মা এবং টগর। বাবার হাতে কবিতার বই। টগর মাথায় টুপি পরে এবং স্যুয়েটার গায়ে বসে আছে। লাবণ্যের জায়গাটা শূন্য। তারা সবাই মূর্তির মত বসে থাকবে। নেপথ্য থেকে একজন ঘোষক তার কথা শেষ করামাত্র — বাবা ঠিক আগের মত কবিতা পাঠ শুরু করবেন।

ঘোষক ঃ লাবণ্যের বাবা তাঁর মেয়ের জন্যে একটা লাল রঙের স্যুয়েটার কিনে এনেছিলেন, কিন্তু সেই স্যুয়েটার লাবণ্য বেশিদিন পরতে পারে নি। সে মারা যায় স্যুয়েটার কেনার দশদিনের মাথায়। লাবণ্যের মা সেই লাল রঙের স্যুয়েটার তুলে রেখেছেন। মাঝে মাঝে তিনি স্যুয়েটার বের করে ব্যাকুল হয়ে কাঁদেন।

[তৃতীয় দৃশ্য শুরু হল।]

বাবা ঃ (কবি আবৃত্তি করছেন —)
বহে মাঘ মাস শীতের বাতাস স্বচ্ছ সলিলা বরুণা
পূরী হতে দূরে, গ্রামে নির্জনে। শীলাময় ঘাট,
চম্বক বনে।
স্নানে চলেছেন শত সখী সনে . . .

টগর ঃ বাবা!

বাবা ঃ হুঁ।

টগর ঃ একা একা কবিতা শুনতে ভাল লাগছে না, বাবা!

বাবা ঃ তাহলে থাক।

টগর ঃ বাবা, আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

বাব ঃ কাঁদতে ইচ্ছা করলে, আমার মনে হয় কেঁদে ফেলাই ভাল। এস, আমার কোলে মাথা রেখে কাঁদ।

[টগর বাবার কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে।]

[রহিমার মা ঢুকবে।]

রহিমার মা ঃ আম্মা, একটা মাইয়া আসছে, শীতের কাপড় চায়।

বাবা ঃ মিনু, লাবণ্যের স্যুয়েটারটা ওকে দিয়ে দাও।

মা ঃ না, ওটা আমার মেয়ের স্মৃতিচিহ্ন। ঐ স্যুয়েটার আমি কাউকে দেব না।

বাবা ঃ তার স্যুয়েটারে ঐ মেয়েটার শীত দূর হবে। তোমার লাবণ্য এতেই অনেক বেশি খুশি হবে।

মা ঃ বললাম তো — আমার মেয়ের স্মৃতিচিহ্ন আমি হাতছাড়া করব না। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি ঐ মেয়েটাকে একটা নতুন গরম কাপড় কিনে দাও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহিমার মা ঃ আম্মা, মাইয়াটা দেখতে অবিকল বড় আফার মতন। আমি দেইখ্যা চমকাইয়া উঠছি। বুকের মইধ্যে এক্কেবারে ধক্ কইরা উঠছে।

বাবা ঃ দেখি ওকে নিয়ে আস তো।

মা ঃ না না, ওকে এখানে আনার কোন দরকার নেই। ওকে বিদেয় হতে বল।

বাবা ঃ এমন করছ কেন মিনু? আসুক না —

[রহিমার মা চলে যাবে — ভয়ে ভয়ে ভিখিরী একটা মেয়ে ঢুকবে । বাবা, মা, টগর সবাই চমকে উঠবে। অবিকল লাবণ্য, শুধু গায়ে ভিখিরীর কাপড়।]

বাবা ঃ নাম কি তোমার?

মেয়ে ঃ আমার নাম লাবু।

বাবা ঃ লাবু? তোমার নাম লাবু . . . কোথায় থাক তুমি?

মেয়ে ঃ পথেঘাটে থাকি . . .।

বাবা ঃ আমার একটা মেয়ে ছিল বুঝলে, ওর নাম লাবণ্য — ওকে আমরা আদর করে লাবু ডাকতাম।

[মা উঠে যাবেন। লাবণ্যের স্যুয়েটার বের করবেন। নিঃশব্দে মেয়েটিকে পরাবেন। লাবণ্যের টুপি বের করে পরাবেন।]

বাবা ঃ লাবু, তুমি কি থাকবে আমাদের সঙ্গে?

মেয়ে ঃ না। আমার মায় তাইলে কানব।

বাবা ঃ মা কাঁদলে থাকার দরকার নেই — যাও, মা'র কাছে যাও। দেখি কাছে আস তো — তোমাকে একটু আদর করে দেই।

[বাবা মাথায় হাত দেবেন।]

[মঞ্চের আলো কমে আসতে থাকবে। সমবেত কণ্ঠে নেপথ্য থেকে রবীন্দ্রসংগীত শুরু হবে —]

[গান]

সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে শোন শোন পিতা
কহ কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~